জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

জেলা- নওগাঁ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নওগাঁ

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থান ভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/ বৃষ্টিপাতজনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/ অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘনকুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃকদেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদীভাঙ্গনের শিকার বহুলোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মানবসৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এসমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদ সমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য নওগাঁ জেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্ম পরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (DDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নওগাঁ জেলার নওগাঁ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র জেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ন বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তম্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গন সচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রান ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগনের সহায় সম্পত্তি, জান মাল এবং ফসলের ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশা পাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নওগাঁ জেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্যসচিব

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
নওগাঁ জেলা

সভাপতি

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
জেলা প্রশাসক
নওগাঁ জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
টেবিলের তালিকা	iv
গ্রাফচিত্রের তালিকা	iv
মানচিত্রের তালিকা	v
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-১৭**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ স্থানিয় এলাকার পরিচিতি	২
১.৩.১ নওগাঁ জেলার ভৌগলিক অবস্থান	২
১.৩.২ আয়তন	৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৩
১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৪
১.৪.১ অবকাঠামো	৪
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	৯
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৩
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**১৮-২৮**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৮
২.২ আপদ সমুহ	১৮
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	১৯
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২০
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২১
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২২
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৬
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ	২৭
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৮
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৮
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	২৯
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	২৯
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	২৯
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	**৩২-৫১**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩২
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৩
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৬
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৩৮
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৩৮
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪১
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৪৬
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী	৪৬
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	**৫২-৬৬**
৪.১ জরুরী সাড়া প্রদান (EOC)	৫২
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৫৩
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫৪
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫৬
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৫৬

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৫৬
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৫৬
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫৬
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫৭
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৫৭
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫৭
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫৭
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৫৭
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৫৭
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা	৫৮
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৫৮
৪.৩ জেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৫৮
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৬১
৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৬৪
৪.৬ অর্থায়ন	৬৪
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৬৫
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৬৭
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার	৬৮
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৬৮
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার	৭০
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	৭১
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা	৭৩
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৭৫
সংযুক্তি ২ :জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৬
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৭৭
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৮১
সংযুক্তি ৫: এক নজরে জেলা	৮৭
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	৮৮
সংযুক্তি ৭: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ	৮৯
সংযুক্তি **৮**: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা	৯১
সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)	১২৯
সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	১৩০
সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী ঝড়)	১৩১
সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)	১৩২
সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ)	১৩৩
সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি)	১৩৪
সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক)	১৩৫
সংযুক্তি ১৬: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৩৬
সংযুক্তি **১৭**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৩৭
সংযুক্তি **১৮**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৩৮
সংযুক্তি **১৯**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৩৯
সংযুক্তি **২০**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৪০
সংযুক্তি **২১**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৪১
সংযুক্তি **২২**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	১৪২

টেবিলের তালিকা

পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: জেলা ,উপজেলা ও ইউনিয়নের নাম ৩
টেবিল ১.২: উপজেলা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪
টেবিল ১.৩: জেলার রাস্তার তথ্য ৭
টেবিল ১.৪: উপজেলা ভিত্তিক সেচ ব্যাবস্থা ৮
টেবিল ১.৫: উপজেলা ভিত্তিক হাটবাজার ৯
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাত ১৮
টেবিল ২.২ : আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার। ১৯
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২০
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২১
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২২
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ২৫
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি। ২৬
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ২৬
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ২৬
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ২৬
টেবিল ৩:১. জেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ২৯
টেবিল ৩.২: জেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৩২
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৬
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৩৮
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪১
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪৬
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪৭
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। ৫২
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৫৪
টেবিল ৪.৩: জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৮
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬২
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা। ৬৪
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৬৫
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৬৫
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৬৭
টেবিল ৫.২: জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৬৮
টেবিল ৫.৩: জেলা পর্যায়ে ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৭০
টেবিল ৫.৪: জেলা পর্যায়ে জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৭১
টেবিল ৫.৫: জেলা পর্যায়ে জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৭৩

গ্রাফচিত্রের তালিকা

পৃষ্ঠা

গ্রাফচিত্র ১.১: বিগত সাত বছরের বৃষ্টিপাতের স্পাইডার বিশ্লেষণ ১৪
গ্রাফচিত্র ১.২: বিগত সাত বছরের বৃষ্টিপাতের সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ ১৪
গ্রাফচিত্র ১.৩:বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ ১৫

মানচিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা
মানচিত্র ১.১: জেলার মানচিত্র	১৭
মানচিত্র ২.১: জেলার সামাজিক মান চিত্র	২৪
মানচিত্র ২.২: জেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৪
সংযুক্তি **৯**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)	১২৯
সংযুক্তি **১০**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)	১৩০
সংযুক্তি **১১**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রমন)	১৩১
সংযুক্তি **১২**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ঘন কুয়াশা)	১৩২
সংযুক্তি **১৩**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)	১৩৩
সংযুক্তি **১৪**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির নিম্ন স্তর)	১৩৪
সংযুক্তি **১৫**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	১৩৫
সংযুক্তি **১৬**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বজ্রপাত)	১৩৬
সংযুক্তি **১৭**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	১৩৭
সংযুক্তি **১৮**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)	১৩৮
সংযুক্তি **১৯**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)	১৩৯
সংযুক্তি **২০**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	১৪০
সংযুক্তি **২১**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)	১৪১
সংযুক্তি **২২**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রমন)	১৪২
সংযুক্তি **২৩**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ঘন কুয়াশা)	১৪৩
সংযুক্তি **২৪**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)	১৪৪
সংযুক্তি **২৫**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির নিম্ন স্তর)	১৪৫
সংযুক্তি **২৬**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	১৪৬
সংযুক্তি **২৭**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বজ্রপাত)	১৪৭
সংযুক্তি **২৮**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙন)	১৪৮
সংযুক্তি **২৯**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)	১৪৯
সংযুক্তি **৩০**: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)	১৫০

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ বাবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতা নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। নওগাঁ এ জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রধান সমস্যা, আর ভর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা বন্যা। নওগাঁ জেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারন এর জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্হাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা পরিকল্পনা টি নওগাঁ জেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে।

নওগাঁ শব্দর উৎপত্তি হয়েছে 'নও' (নতুন -ফরাসী শব্দ) ও' গাঁ' (গ্রাম) শব্দ দু'টি হতে । এই শব্দ দু'টির অর্থ হলো নতুন গ্রাম । অসংখ্য ছোট ছোট নদীর লীলাক্ষেত্র এ অঞ্চল । আত্রাই নদী তীরবর্তী এলাকায় নদী বন্দর এলাকা ঘিরে নতুন যে গ্রাম গড়ে উঠে, কালক্রমে তা-ই নওগাঁ শহর এবং সর্বশেষ নওগাঁ জেলায় রুপান্তরিত হয়। নওগাঁ শহর ছিল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত । কালক্রমে এ এলাকাটি গ্রাম থেকে থানা এবং থানা থেকে মহকুমায় রুপ নেয় । ১৯৮৪ এর ১ মার্চ- এ নওগাঁ মহকুমা ১১টি উপজেলা নিয়ে জেলা হিসেবে ঘোষিত হয় । বাংলাদেশ উত্তর -পশ্চিমভাগ বাংলাদেশ - ভারত আন্তর্জাতিক সীমা রেখা সংলগ্ন যে ভূখন্ডটি ১৯৮৪ খ্রিঃ এর ১ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত রাজশাহী জেলার অধীন নওগাঁ মহকুমা হিসেবে গণ্য হতো, তাই এখন হয়েছে বাংলাদেশের কন্ঠশোভা নওগাঁ জেলা । নওগাঁ প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধন ভূক্ত অঞ্চল ছিল। অন্য দিকে এটি আবার বরেন্দ্র ভূমিরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । নওগাঁর অধিবাসীরা ছিল প্রাচীন পুন্ড্র জাতির বংশধর । নৃতাত্বিকদের মতে , পুন্ডরা বিশ্বামিত্র বংশধর এবং বৈদিক যুগের মানুষ । মহাভারত পুন্ড্রদের অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরষজাত বলি রাজার বংশধর বলে উলেখ করা হয়েছে । আবার কারো মতে, বাংলার আদিম পাদদর বংশধর রুপে পুন্ড্রদের বলা হয়েছে । এদিক দিয়ে বিচার করলে নওগাঁ যে প্রাচীন জনগোষ্ঠির আবসস্হল ছিল তা সহজেই বলা যায় । নওগাঁ জেলা আদিকাল হতেই বৈচিত্র ভরপুর । ছোট ছোট নদী বহুল এ জেলা প্রাচীনকাল হতেই কৃষি কাজের জন্য প্রসদ্ধি । কৃষি কাজের জন্য অন্যতম উপযোগী এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে অসংখ্য জমিদার গোষ্ঠী গড়ে উঠে । এ জমিদার গোষ্ঠীর আশ্রয়েই কৃষি কাজ সহযোগী হিসেবে খ্যাত সাঁওতাল গোষ্ঠীর আগমন ঘটতে শুরু করে এ অঞ্চলে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মতে এ জেলায় বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে মাল পাহাড়িয়া, কুর্মি,মহালী ও মুন্ডা বিশেষভাবে খ্যাত । নানা জাতি ও নানা ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত নওগাঁ জেলা মানব বৈচিত্র্যে ভরপুর । অসংখ্য পুরাতন মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও জমিদার বাড়ি প্রমাণ করে নওগাঁ জেলা সভ্যতার ইতিহাস অনেক পুরাতন ।

এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায়ে মান্দা উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

বৃষ্টিপাত ও ভূমির গঠন প্রকৃতিগত তারতম্য অনুসারে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে নওগাঁ জেলার আবহাওয়ার পার্থক্য সূক্ষ্ম হলেও অলক্ষনীয় নয়। জেলার অভ্যন্তরেও ভর এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে আবহাওয়ার কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে **দুর্যোগ** এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্দ্যগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্হাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্হার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- **দুর্যোগ** ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর এর (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক ও জাতিও এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- **দুর্যোগ** ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির **দুর্যোগ** পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

নওগাঁ জেলা আদিকাল হতেই বৈচিত্র ভরপুর । ছোট ছোট নদী বহুল এ জেলা প্রাচীনকাল হতেই কৃষি কাজের জন্য প্রসদ্ধি । কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এলাকায়, বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে অসংখ্য জমিদার গোষ্ঠী গড়ে উঠে । এ জমিদার গোষ্ঠীর আশ্রয়েই কৃষি কাজ সহযোগী হিসেবে খ্যাত সাঁওতাল গোষ্ঠীর আগমন ঘটতে শুরু করে এ অঞ্চল । সাঁওতাল গোষ্ঠীর মতে এ জেলায় বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে মাল পাহাড়িয়া, কুর্মি,মহালী ও মুন্ডা বিশেষভাবে খ্যাত । নানা জাতি ও নানা ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত নওগাঁ জেলা মানব বৈচিত্র্য ভরপুর । অসংখ্য পুরাতন মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও জমিদার বাড়ি প্রমাণ করে নওগাঁ জেলা সভ্যতার ইতিহাস অনেক পুরাতন ।

১১.৩. ভৌগোলিক অবস্থান

উত্তরে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে বাংলাদেশের নাটোর ও রাজশাহী, পূর্বে জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলা এবং পশ্চিমে ভারতের মালদহ ও বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলা, এরই অন্তর্বর্তি ভূ-ভাগ এই নওগাঁ জেলা। বিভাগীয় সদর থেকে নওগাঁ জেলার দূরত্ব আনুমানিক ৭০ কিঃমিঃ। এ জেলার আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বর্গ কি:মি:। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৫৭ জন/কি:মি: (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১)। পত্নীতলা, ধামইরহাট, মহাদেবপুর, পোরশা, সাপাহার, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, আত্রাই, রাণীনগর ও নওগাঁ এই এগারোটি উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ জেলাকে ভূমির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক) বরেন্দ্র অঞ্চল, খ) বিল বা ভর অঞ্চল এবং গ) পলি অঞ্চল। নওগাঁ জেলার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। এদের উৎসমূলে রয়েছে হিমালয়ের সিকিম অঞ্চল হতে নেমে আসা তিস্তা নদী। 'তিস্তা বা ত্রি-স্রোতা উত্তরবঙ্গের

গুরুত্বপূর্ণ নদী। হিমালয়ে তার জন্ম। বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা তিনভাগে ভাগ হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণবাহী এবং পূর্বতম প্রবাহের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী এবং পশ্চিমতম ধারার নাম পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা। মধ্যবর্তী ধারার নাম আত্রাই।' (অজয় রায় বাঙলা ও বাঙালী, পৃঃ ১০)

১.৩.২ আয়তন

নওগাঁ জেলার আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বঃকিঃ (১,৩২৬.৫২ বঃমাঃ), মোট উপজেলার সংখ্যাঃ ১১ টি, পৌর সভার সংখ্যাঃ ০৩ টি, ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যাঃ ৯৯টি এবং গ্রামের সংখ্যাঃ ২৮৫৪টি।

টেবিল ১.১: জেলা, উপজেলা, ও ইউনিয়ন এর নাম

জেলা নম্বর ও জিও কোড	উপজেলার নাম ও জিও কোড	ইউনিয়নের নাম
নওগাঁ (৬৪)	আত্রাই (০৩)	সাহাগোলা, আহসানগঞ্জ, বিশা, কালিকাপুর, ভোঁপাড়া, পাঁচুপুর,মনিয়ারী, হাটকালুপাড়া। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৮টি।
	বদলগাছি (০৬)	বদলগাছী, পাহাড়পুর, বিলাশবাড়ী, বালুভরা, মথুরাপুর, মিঠাপুর, আধাইপুর, কোলা। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৮টি।
	ধামইরহাট (২৮)	ধামইরহাট, আলমপুর, আড়ানগর, ইসবপুর, আগ্রাদ্বিগুন, উমার, জাহানপুর, খেলনা। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৮টি।
	ধামইরহাট পৌরসভা	১-৯ ওয়ার্ড
	মান্দা (৪৭)	ভারশোঁ, পরানপুর, গনেশপুর, প্রসাদপুর, তেঁতুলিয়া, কালিকাপুর, কশব, ভালাইন, মান্দা, মৈনম, কুসুম্বা, নুরুল্যাবাদ, কাঁশোপাড়া, বিষ্ণুপুর। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ১৪টি।
	মহাদেবপুর (৫০)	মহাদেবপুর, খাজুর, রাইগাঁ, সফাপুর, চেরাগপুর, হাতুড়, চান্দাশ, এনায়েতপুর, উত্তরগ্রাম, ভীমপুর। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ১০টি।
	নওগাঁ সদর (৬০)	বর্ষাইল, বক্তারপুর, হাপানিয়া, বোয়ালিয়া, চন্ডিপুর, শিকারপুর, কীর্ত্তিপুর, তিলকপুর, দুবলহাটি, হাঁসাইগাড়ী, বলিহার, শৈলগাছী। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ১২টি।
	নওগাঁ পৌরসভা	১-৯ ওয়ার্ড
	নিয়ামতপুর (৬৯)	হাজীনগর, ভাবিচা, রসুলপুর, শ্রীমমন্তপুর, চন্দননগর, নিয়ামতপুর, পাড়ইল, বাহাদুরপুর। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৮টি।
	পত্নীতলা (৭৫)	পত্নীতলা, দিবর, মাটিন্দর, পাটিচরা, ঘোষনগর, শিহাড়া, নির্মইল, আকবরপুর, কৃষ্ণপুর, নজিপুর, আমাইড়। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ১১টি।
	নজিপুর পৌরসভা	১-৯ ওয়ার্ড
	পোরশা (৭৯)	নিতপুর, ছাওড়, ঘাটনগর, তেতুঁলিয়া, গাংগুরিয়া, মশিদপুর। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৬টি।
	রাণীনগর (৮৫)	রানীনগর, গোনা, বড়গাছা, একডালা, কাশিমপুর, পারইল, কালীগ্রাম, মিরাট। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৮টি।
	সাপাহার (৮৬)	সাপাহার, তিলনা, পাতাড়ী, গোয়ালা, আইহাই, শিরন্টি। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা= ৬টি।

তথ্য সূত্র: আদমশুমারী, ২০১১

১.৩.৩ জনসংখ্যা

২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী নওগাঁ জেলার লোকসংখ্যা ২৬০০১৫৭ জন যার মধ্যে পুরুষ ১৩০০২২৭ জন, মহিলা ১২৯৯৯৩০ জন, নারী ও পুরুষের অনুপাত ১:১ এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৯৬৮.১৫ জন। এ উপজেলায় মোট চাষি পরিবারের সংখ্যা ৪,৬৪,১২৮ টি। জাতিগত জনসংখ্যার দিক থেকে এ উপজেলায় বসবাস করে ৩২৯৫৯২ জন মুসলিম, ৩১৭৯১ জন হিন্দু, ১৭৮ জন খ্রীষ্টান, ১ জন বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রকার উপজাতি যেমন-সাঁওতাল,বানুয়া, কোচ ও রাজবংশী রয়েছে ২২৯৬ জন। এই জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম হল কৃষি যা থেকে অর্জিত হয় মোট আয়ের ৫২.৬৭ ভাগ।

টেবিল ১.২: উপজেলা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা

উপজেলার নাম ও জি ও কোড	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)%	বৃদ্ধ (৬০+)%	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
আত্রাই (০৩)	৯৬১২৯	৯৭১২৭	৩০	৮.২	১.২	১৯৩২৫৬	৪৫৪৬৫	১২৭০০০
বদলগাছি (০৬)	১০০৫৬৬	১০০৭৭৬	২৮	৪.০	২	২০১৩৪২	৫৪০০১	১৪২০৬৫
ধামুইরহাট (২৮)	৯৩৫৬৩	৯১২১৫	২৮.৪	৮.১	১.৮	১৮৪৭৭৮	৪৯০৪৬	১১৯৫১৮
ধামুইরহাট পৌরসভা	৭৭৪৯	৭২৫৭	২৯.৩	৭.০	২.২	১৫০০৬	৩৮৫২	১০২৪
মান্দা (৪৭)	১৮০০২৩	১৮৩৮৩৫	২৮.২	৮.৭	১.৫	৬৩৩৮৫৮	৯৭২১৯	২৭৪৭৯৯
মহাদেবপুর (৫০)	১৪৬৯০৫	১৪৫৯৫৪	২৭.৯	৮.৬	১.৬	২৯২৮৫৯	৭৬০৮৯	২০৬৫৫৭
নওগাঁ সদর (৬০)	২০৫৪০৫	২০০৬৪৩	২৮.৬	৮.০	১.৪	৪০৫১৪৮	১০০৮৬৭	২০২৫৭৪
নওগাঁ পৌরসভা	৭৭৩২৬	৭৩২২৩	২৭.৩	৬.৬	১.০	১৫০৫৪৯	৩৫৯২৩	৯১৬১৩
নিয়ামতপুর (৬৯)	১২২৫৭৮	১২৫৭৭৩	৩০.৫	৭.৩	১.৭	২৪৮৩৫১	৬১৮১১	১২৪১৭৫
পত্নীতলা (৭৫)	১১৬৭২৪	১১৫১৭৬	২৮.২	৭.১	১.৬	২৩১৯০০	৫৮৬৬১	১৫১১১৪
নজিপুর পৌরসভা	১১২৩৪	১০৪৩২	২৬.৩	৬.৮	১.০	২১৬৭০	৫৩১৫	১০৮৩৫
পোরশা (৭৯)	৬৬২৯৯	৬৫৭৯৬	৩২.৮	৬.৬	১.৭	১৩২০৯৫	৩০৭৭৩	৬৬০৪৭
রাণীনগর (৮৫)	৯১৬৩১	৯৩১৪৭	৩০.৩	৮.২	১.৬	১৮৪৭৭৮	৪৫৬৩৭	১১৬৯৩০
সাপাহার (৮৬)	৮১৩০৪	৮০৪৮৮	৩২.৬	৬.৩	২.১	১৬১৭৯২	৩৬২৩২	১০৩৯৯৬
মোট	২৬৯৮৫৬৩	২৬৯০৭৭২				৩০৫৭৩৮২	৭০০৮৯১	১৭৩৮২৪৭

তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

নওগাঁ মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মিল ইত্যাদি রয়েছে। বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের কালিতলা বাজার থেকে বদলগাছী ইউনিয়ন ও আধাইপুর ইউনিয়নের মধ্যবর্তী সীমানা হয়ে বালুহারা ইউনিয়নের বালুহারা বাজার পর্যন্ত নদীর দুই তীরে ২৮কি.মি বাঁধ রয়েছে। জুন থেকে অক্টোবর মাসে

বৃষ্টির প্রভাবে ছোট যমুনা নদী সহ খালগুলো প্রাণ ফিরে পায় তখন এই ২৮ কিমি বাঁধ পানি উপচে পড়া থেকে রক্ষা করে। তবে বাঁধের বেশ কিছু অংশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

মান্দা উপজেলায় অসংখ্য বাঁধ রয়েছে, বিল ভর অঞ্চলের কারনে রাস্তাগুলো বাঁধের কাজ করে। তার মধ্যে অন্যতম একটি বাঁধ আত্রাই নদীর দুই পাশ দিয়ে মিঠাপুকুর হতে পাঠাকাটা পর্যন্ত। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৪২ কিমি.। এছাড়া এ উপজেলার চারপাশ দিয়ে ২০৭ টি রাস্তা সদৃশ বাঁধ রয়েছে যা আকষ্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে।

ধামুইরহাট উপজেলায় মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ১০টি (১৫৮ হেক্টর) বাঁধ রয়েছে যার মধ্যে আগ্রাখাড়ির তেলিপুকুর খালে ১টি, সরনজাবাড়ি খালে ৪টি, ধনঞ্জয় নগরে ১ টি ও ফুলবনখাড়িতে ৪টি বাঁধ রয়েছে।

সাপাহার উপজেলা প্রধানত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমতল অপেক্ষা উচু ভুমিতে তাই তুলনামূলক ভাবে বন্যার প্রকপ কম। তবুও বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলের কারনে সাপাহার উপজেলার মধ্যাঞ্চল বিশেষ করে জবই বিল ও বিল সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়। তা্ই আকস্মিক প্লাবণ ঠেকাতে গোয়ালা ইউনিয়নে ১২ কিমি, আইহাই ইউনিয়নে ১ কিমি, পাতাড়ি ইউনিয়নে ১০ কিমি মাটি ও কনক্রিটের বাঁধ নির্মান করা হয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলায় ৪টি বাঁধ রয়েছে। প্রথমটি আত্রাই নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে মহিষবাথান পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ৭.৩ কি.মি.। দ্বিতীয়টিও আত্রাই নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে চাঁন্দাশ ভোলাবাজার হতে শিবগঞ্জহাট পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ৯.৮৮ তি.মি.। তৃতীয়টি আত্রাই নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে সোজাইলমোড় পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ১১.৫০ কি.মি. এবং চতুর্থটিও আত্রাই নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে পাঠাকাটাহাট পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ১৪ কি.মি.।

স্লুইচ গেট

বদলগাছী উপজেলায় চারটি স্লুইচ গেট রয়েছে। স্লুইচ গেটগুলো হল বেগুনজোয়ার, বৈকন্ঠপুর, বিলাসবাড়ী ও পাসনবাড়ী হাটে অবস্থিত। চখাবিল থেকে বীলাসবাড়ী খালের স্লুইচগেটে কোন পাটা নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদী-নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যায় ফলে স্লুইচ গেটগুলো বিশেষ কোন কাজে আসে না। ব্যবহার ও পরিচর্যার অভাবে সবগুলো স্লুইচ গেট বিকল হয়ে পরেছে। এছাড়া কৃষি কাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান পানি ধরে রাখতে ক্রস ড্যাম ব্যবহার করা হয়। উপজেলার পানির বড় উৎস হলো ভূ-পৃষ্ঠের পানি, উপরি ভাগের পানির উৎস কমে ৬২৭ হে: এ নেমে আসায় স্লুইচ গেটগুলো গুরুত্ব হারিয়েছে।

সাপাহার উপজেলায় পানির আধিক্য কম কিন্তু খরা ও অনাবৃষ্টির প্রবনতা বেশি তাই কৃষি ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য পানি বের করে দেবার বদলে ধরে রাখার প্রয়োজন পরে। এ কারণে এ উপজেলায় স্লুইচ গেট নেই তবে ৭৭ টি ক্রসড্যাম রয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলায় ২টি স্লুইচগেট রয়েছে। প্রথমটি খাজুর ইউনিয়নের খোর্দ্দকালনা নামক স্থানে এবং দ্বিতীয়টি খাজুর নামক স্থানে রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে অবস্থিত।

এলজিইডি এর তথ্য মতে মান্দা উপজেলায় ৫টি স্লুইচগেট রয়েছে। পানি নিষ্কাশনের এক মাত্র পথ আত্রাই হওয়ায় সবগুলো স্লুইচ গেটই উক্ত নদী সংলগ্ন। কশব (পারকুলিহাট আর পাইকপাড়া এর মধ্যে অবস্থিত) ইউনিয়নে আত্রাই নদীর উপর ১টি, প্রসাদপুর ইউনিয়নে আত্রাই নদীতে ২টি, খুদিয়াডাঙ্গায় আত্রাই নদীতে ১টি এবং গনেশপুরে আত্রাই নদীর উপর ১টি স্লুইস গেট রয়েছে যা বন্যা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অতিরিক্ত পানিও এ গেট গুলো মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

ধামুইরহাট ব্রীজ সংলগ্ন টুটিকাটা খালের উপরে ৭ ভেন্টের রেজুলেটর (স্লুইচ গেট) রয়েছে। এছাড়াও আরও ৩টি ২ ভেন্ট বিশিষ্ট স্লুইচ গেট রয়েছে।

ব্রীজ/ কালভার্ট

বদলগাছী উপজেলায় ৫১০টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। বদলগাছি বাজার হতে আগ্রাদ্বীগুন বাজার (জয়পুর হাট সদর)(বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত ২৫টি কালভার্ট রয়েছে। ভান্ডারপুর বাজার হতে সাগরপুর-গবরচাপা বাজার পর্যন্ত মোট ১৬টি কালভার্ট রয়েছে। ভান্ডারপুর বাজার হতে কোলা বাজার পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট রয়েছে। হাপানিয়া বাজার হতে মাতাজী বাজার (মহাদেবপুর)(বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত মোট ১৩টি কালভার্ট রয়েছে। কোলা বাজার হতে কৃতিপুর বাজার (নওগাঁ সদর) (বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত মোট ২১টি কালভার্ট রয়েছে। গবোরচাপা বাজার হতে ত্রিমোহনী হয়ে গগণপুর বাজার (পত্নীতলা) (বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত মোট ৮টি কালভার্ট রয়েছে। বালুপাড়া সড়ক হতে পরশোমবাড়ী হয়ে কৃর্তিপুর বাজার (নওগাঁ সদর) (বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত মোট ১১টি কালভার্ট রয়েছে। ভান্ডারপুর বাজার হতে মিঠাপুর হয়ে রুকিন্দীপুর বাজার

(আক্কেলপুর)(বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত ২৪টি কালভার্ট রয়েছে। গবোরচাপা বাজার হতে আক্কেলপুর বাজার (বদলগাছির আংশ) পর্যন্ত মোট ১৫টি কালভার্ট রয়েছে। বালুপাড়া সড়ক হতে গবোরচাপা বাজার পর্যন্ত মোট ৪টি কালভার্ট রয়েছে। কুমারপুর সড়ক হতে (চাঁদপুরহাট) পারশোমবাড়ীহাট হয়ে নন্দহার-কোলা বাজার পর্যন্ত মোট ১০টি কালভার্ট রয়েছে। গবোরচাপা বাজার হতে বুকিন্দীপুর বাজার পর্যন্ত মোট ১১টি কালভার্ট রয়েছে।

এল.জি.ডি এর প্রাপ্ত তথ্য মতে পুর্নভবা নদীর উপরে ৯০.১ মি দৈর্ঘ্যের ব্রীজ এছাড়া প্রি স্ট্রেস গার্ডার ব্রীজ ২ টি, ২০০ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি, ২১ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি, ৫১ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি এবং ১৩১.৭৫ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে মধুইল বাজার রাস্তা পর্যন্ত ১১টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার রাস্তা পর্যন্ত ৭টি কালভার্ট রয়েছে। মধুইল বাজার হতে গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে নীতপুর বাজার পর্যন্ত ২৫টি কালভার্ট আছে আরও ১২টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে শিশা সড়ক রাস্তা পর্যন্ত ৪৭টি কালভার্ট রয়েছে। গানগুড়িয়া বাজার হতে তিলনার শিশা সড়ক পর্যন্ত ৮টি কালভার্ট রয়েছে। খঞ্জনপুর সড়ক হতে আগ্রাদ্বীগুন বাজার পর্যন্ত ২টি কালভার্ট রয়েছে। আগ্রাদ্বীগুণ বাজার হতে মধুইল হয়ে তালান্দার বপ-শীতল বপ পর্যন্ত ২৫টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর সড়ক হতে নীতপুর বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ইসলামপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে চাচার বাজার হয়ে চাঙ্ককুড়ি পর্যন্ত ৭টি কালভার্ট আছে আরও ২টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। খঞ্জনপুর সড়ক হতে মধুইল হয়ে মহিষ ডাঙ্গা ঘাট পর্যন্ত ১৪টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে হাপানিয়া ঘাট হাট পর্যন্ত মোট ৮টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে বাহপুর স্থানীয় বাজার হয়ে খোট্টাপাড়া হাট এবং পিসলডাঙ্গা হাট পর্যন্ত মোট ১২টি কালভার্ট রয়েছে। গোডাউনপাড়া স্থানীয় বাজার হতে তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস পর্যন্ত মোট ৩৫টি কালভার্ট রয়েছে। পাহাড়ীপুকুর স্থানীয় বাজার হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৮টি কালভার্ট রয়েছে। খঞ্জনপুর বাজার হতে শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ হতে গোডাউনপাড়া স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। আইহাই ইউনিয়নপরিষদ হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের নিকট জামিরতলা পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে ইসলামপুর স্থানীয় বাজার হয়ে ফুটকৈল পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। উমৈল হাট হতে গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৭টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ হতে সাপাহার বাজার পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। বামনপাড়া বপ হতে মধুইল বাজারের নিকট বক্স কালভার্ট পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। মিদাগ্রাম হতে নচনাহার স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে মাদা গ্রাম পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে সাপাহার গ্রাম পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। হাপানিয়া ঘাট হতে কৃষ্ণসোদা গ্রামের নিকট ভারত সীমান্ত পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। পিসলডাঙ্গা হাট হতে মীরপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ১০টি কালভার্ট রয়েছে। আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ হতে আইহাই স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট আছে আরও ৩টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ হতে উমৈল হাট হয়ে তাতৈর পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে বহপুর স্থানীয় বাজার হয়ে বাবুপুর, বাদ দমদমা ও লক্ষীপুর পর্যন্ত মোট ১৭টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে পিসলডাঙ্গা হাট পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট রয়েছে। চকচাহেরা গ্রাম হতে হাপানিয়া হয়ে আলাদীপুর এবং বিরামপুর পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। বাগপারুল স্থানীয় বাজার হতে বড় মির্জাপুর পর্যন্ত মোট ১০টি কালভার্ট রয়েছে। মাঙ্গৈরল গ্রাম হতে আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। কল্যাণপুর স্থানীয় বাজার হতে পাহাড়ীপুর দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। লালচান্দা গ্রাম হতে ভাটকারা মোড় স্থানীয় বাজার হয়ে ভাটকারা গ্রাম পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট আছে আরও ৬টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। হরিপুর স্থানীয় বাজার হতে হরিপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। মৈপুর স্থানীয় বাজার হতে রায়পুর গ্রাম হয়ে কোচকরোলিয়া পর্যন্ত মোট ৪টি কালভার্ট রয়েছে। ইসলামপুর স্থানীয় বাজার হতে খেরুন্দা গ্রাম হয়ে ফুটকৈল পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। হরিপুর স্থানীয় বাজার হতে চকগোপাল হাট পর্যন্ত মোট ১৩টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে মৈপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৪টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে গোয়ালা স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। বাগপারুল স্থানীয় বাজার হতে চুন্দুরিয়া হয়ে হোসাইনডাঙ্গা পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে ও খঞ্জনপুর বাজার হতে শীতলডাঙ্গা হয়ে ডাঙ্গাপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলায় সড়ক ও জনপদসহ মোট ২৪টি ব্রীজ রয়েছে। উপজেলায় স্থানীয় সরকার কতৃক নির্মিত ৫৪৯টি কালভার্ট রয়েছে।

মান্দা উপজেলায় সড়ক ও জনপদের ৪৮৬টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। মান্দা উপজেলার জলচত্বর সড়ক হতে পাঞ্জর ভাঙ্গা বাজার পর্যন্ত ২০ টি কালভার্ট রয়েছে। দেলুয়াবাড়ি বাজার হতে চৌবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। প্রসাদপুর বাজার

হতে দেলুয়াবাড়ি বাজার পর্যন্ত ৯টি কালভার্ট রয়েছে। দেলাবাড়ি বাজার হতে চক গৌরী পর্যন্ত ১১টি কালভার্ট রয়েছে। সতীহাট বাজার হতে পাঠাকাঁঠা বাজার (মহাদেবপুর) পর্যন্ত ৯টি কালভার্ট রয়েছে। চৌবাড়ি বাজার হতে খারীবাড়ি বাজার (নিয়ামতপুর) পর্যন্ত ৫টি কালভার্ট রয়েছে। সতীহাট বাজার হতে সিংজ্ঞী হাট-খাটকৈর বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। কালিকাপুর সড়ক হতে কালামারাঘাট –বত্তোলী বাজার (নিয়ামতপুর) পর্যন্ত ৮টি কালভার্ট রয়েছে। হাজীগোবিন্দপুর সড়ক হতে চেরাগপুর-বত্তোলী বাজার পর্যন্ত ১৭ টি কালভার্ট রয়েছে। নীলকুঠী সড়ক হতে গোটগাড়ী হাট-জোতবাজার-দামনাশ বাজারে আরও একটি কালভার্ট তৈরী করতে হবে।

ধামুইরহাট উপজেলায় ৪৫৯ টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মানাধীন রয়েছে যার মধ্যে আগ্রাদ্বিগুন রাস্তায় আত্রাই নদীর উপর ৪০০.২৫ মিটার ব্রীজ, ইসবপুরে গোবরচাঁপা রাস্তায় ছোট যমুনা নদীর উপর ৯৯.১০ মিটার ব্রীজ, রামরামপুর নানাইস প্রাইমারি স্কুল রাস্তায় শ্রীনদীর উপরে ৪৫ মিটার ব্রীজ, রসুলবিল পল্লীতলা রাস্তায় রসুলবিল খালের উপরে ২০ মিটার ব্রীজ ও জাহানপুর আরানগর রাস্তায় ঘুপসী খালের উপর ৭৬ মিটার ব্রীজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাস্তা

নওগাঁ জেলায় মোট ৫৮৩১.৩২ **কি.মি. রাস্তা রয়েছে।**

টেবিল ১.৩: জেলার রাস্তার তথ্য

উপজেলার নাম ও জি ও কোড	প্রকার	রাস্তার সংখ্যা	পাকা	কাঁচা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
আত্রাই (৩)	**উপজেলা রোড**	**১৩**	৪৪.৮৮	৬১.৬৭	**১০৬.৫৫**
	ইউনিয়ন রোড	**১৭**	২৬.১৩	৬৩.৮৭	**৯০.০০**
	ভিলেজ রোড এ	**২১**	২.৪	৬১.৬৩	**৬৪.০৩**
	ভিলেজ রোড বি	**২৪**	১.১	৩২.৬৩	**৩৩.৭৩**
বদলগাছি (০৬)	**উপজেলা রোড**	**১২**	৭৫.২৯	১৯.৯৫	**৯৫.২৪**
	ইউনিয়ন রোড	**১৯**	৪২.৩৬	৬০.২২	**১০২.৫৮**
	ভিলেজ রোড এ	**৫৭**	৩৩.০৮	১০৫.১৬	**১৩৮.২৪**
	ভিলেজ রোড বি	**৪৯**	৩.৩৬	৫৭.৩৩	**৩৯৬.৭৫**
ধামইরহাট (২৮)	**উপজেলা রোড**	**৮**	৫৬	১২.৩২	**৬৮.৩২**
	ইউনিয়ন রোড	**২৩**	৪৬.৬৮	১১৪.৩৭	**১৬১.০৬**
	ভিলেজ রোড এ	**৩৭**	১০.৩৮	১০৪.০৪	**১১৪.৪৩**
	ভিলেজ রোড বি	**৮১**	১.৬	১১০.৮২	**১১২.৪২**
মান্দা (৪৭)	**উপজেলা রোড**	**১৮**	১২৮.৩৮	৫৭.৭৮	**১৮৬.১৫**
	ইউনিয়ন রোড	**৩৪**	৭৬.২৫	১০১.৮	**১৭৮.০৫**
	ভিলেজ রোড এ	**৮১**	১৬.৪৮	২২০.৮৫	**২৩৭.৩৩**
	ভিলেজ রোড বি	**৭৪**	১.২৫	১৪৯.০৫	**১৫০.৩**
মহাদেবপুর (৫০)	**উপজেলা রোড**	**১৯**	১৩৫.১৪	৬৩.৭৫	**১৯৮.৮৯**
	ইউনিয়ন রোড	**২২**	৪৬.৬৬	৯২.২২	**১৩৮.৮৯**
	ভিলেজ রোড এ	**১০০**	৩০.৭৮	১৭৭.৪৫	**২০৮.২৩**
	ভিলেজ রোড বি	**৭৬**	৮.০৫	১০৪.১২	**১১২.১৭**
নওগাঁ সদর (৬০)	**উপজেলা রোড**	**১৪**	৮২.৫৩	১৩.৮৭	**৯৬.৪**
	ইউনিয়ন রোড	**২১**	৫৫.৩৫	৪৮.৭৯	**১০৪.১৪**
	ভিলেজ রোড এ	**৯৯**	৪০.৮৯	২১২.৩৫	**২৫৩.২৪**
	ভিলেজ রোড বি	**৫২**	১.৩৮	৮৩.২৬	**৮৫.০৯**
নিয়ামতপুর (৬৯)	**উপজেলা রোড**	**১৬**	১৩১.০৪	৫৩.০৫	**১৮৪.০৯**

উপজেলার নাম ও জি ও কোড	প্রকার	রাস্তার সংখ্যা	পাকা	কাঁচা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
	ইউনিয়ন রোড	১০	২৬.১৬	৮১.৩৪	১০৭.৫
	ভিলেজ রোড এ	৪১	৯.৮৮	১৫১.৩১	১৬১.১৯
	ভিলেজ রোড বি	৬৮	২.৪	১৬০.৩৩	২৬২.৭৩
পত্নীতলা (৭৫)	উপজেলা রোড	১৪	২.৮	৩৩.০২	৯৮.৬
	ইউনিয়ন রোড	১৭	৬৫.৫৮	৯১.৬৩	১৪৫.৯১
	ভিলেজ রোড এ	৭৯	৫৪.২৮	১৫৫.২১	১৮৩.৯২
	ভিলেজ রোড বি	৪৪	১.৪৮	৫৮.৯৬	৬০.৪৪
পোরশা (৭৯)	উপজেলা রোড	১০	৫২.০৩	২০.২৮	৭২.৩১
	ইউনিয়ন রোড	৯	২৪.৭৩	৩১.৪৭	৫৬.২
	ভিলেজ রোড এ	৩৯	৮.২২	১০২.৭৭	১১০.৯৯
	ভিলেজ রোড বি	৮১	১.৯৩	১৬৮.৭৯	১৭০.৭২
রাণীনগর (৮৫)	উপজেলা রোড	১৩	৯১.০৫	১৬.৫৫	১০৭.৬
	ইউনিয়ন রোড	১৩	২৩.৬৬	৪৩.৮৮	৬৭.৫৪
	ভিলেজ রোড এ	৪০	১৩.২৯	৮৪.৫১	৯৭.৮
	ভিলেজ রোড বি	৮৩	৭.৫২	১২০.১৩	১২৭.৬৫
সাপাহার (৮৬)	উপজেলা রোড	৮	৫২.৩১	২৯.২১	৮১.৫২
	ইউনিয়ন রোড	১৩	২৩.৩৪	৫১.০২	৭৪.৩৬
	ভিলেজ রোড এ	২৪	১০.২৫	৭০.৬	৮০.৮৫
	ভিলেজ রোড বি	৭১	১.২৫	১১৪.৯২	১৪৭.১৭
	মোট		১৫৬৯.৬	৩৭৬৮.২৮	৫৮৩১.৩২

তথ্যসূত্র: এলজিইডি, ২০১৪

সেচ ব্যবস্থা

নওগাঁ মূলত কৃষি সমৃদ্ধ জেলা। কৃষিই এই জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। কাটারী ভোগ, কালাজিরা চাল সহ উন্নত মানের চালের জন্য এই জেলা বিশেষভাবে পরিচিত। এছাড়াও ধানচাষ নির্ভর এই জেলা দেশের সিংহভাগ চালের যোগান দেয়। কৃষি কাজের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সেচ ব্যবস্থার জন্য এ জেলায় ৩৭১৬টি গভীর নলকূপ, ৬৮৮১৮ টি অগভীর নলকূপ, ৩০২১ টি শক্তি চালিত পাম্প এবং ৮৫৫ টি অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেচের আওতাধীন রয়েছে ২১২৪৫৬ হেক্টর জমি।

টেবিল ১.৪: উপজেলা ভিত্তিক নেচ ব্যবস্থা

উপজেলার নাম	গভীর নলকূপ	অগভীর নলকূপ
আত্রাই (৩)	১৭৬	৫১১৭
বদলগাছি (০৬)	২৯০	৬১৮০
ধামইরহাট (২৮)	৩৫৮	১১৬৩০
মান্দা (৪৭)	৪৪৯	৬২১০
মহাদেবপুর (৫০)	৫১৬	৮৬২০
নওগাঁ সদর (৬০)	৩৯৩	৩৯৯৪
নিয়ামতপুর (৬৯)	২৮৬	৪২৭৫
পত্নীতলা (৭৫)	৪৪৫	১১৪১৬
পোরশা (৭৯)	১১৬	৪৬৩২
রাণীনগর (৮৫)	৩৬৪	৫৪৮১
সাপাহার (৮৬)	৩২৩	১২৭০

মোট	৩৭১৬	৬৮৮১৮

তথ্যসূত্র: বি.এম. ডি. এ, নওগাঁ, ২০১৪

হাটবাজার

শিল্প-কারখানার সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত। শিল্প-কারখানার সমৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামো। নওগাঁ মূলত কৃষি সমৃদ্ধ জেলা। সেজন্য এ জেলাতে যেসব শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক। কৃষিই এই জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। কাটারী ভোগ, কালাজিরা চাল সহ উন্নত মানের চালের জন্য এই জেলা বিশেষভাবে পরিচিত। এছাড়াও ধানচাষ নির্ভর এই জেলা দেশের সিংহভাগ চালের যোগান দেয়। ধান এই জেলার প্রধান কৃষি পণ্য হওয়ায় এই জেলায় শিল্প ও কলকারখানা বলতে প্রায় ২০০০ এর মত চালকল আছে যার মধ্যে প্রায় ১০০টির মত অটোমেটিক ও সেমি-অটোমেটিক চাউল কল; বাকি সবগুলো চাতাল নির্ভর চাল কল। এই পণ্য বিক্রয় ও বিপননের জন্য রয়েছে ২৩০ টি হাট বাজার। নিচে হাটবাজারের তথ্য প্রদান করা হল।

টেবিল ১.৫: উপজেলা ভিত্তিক হাটবাজার

হাটবাজারের অবস্থান	হাটবাজারের নাম
আগ্রাদ্বিগুন উপজেলা	ধামইরহাট
রাণীনগর উপজেলা	আবাদপুকুর হাট, ত্রিমোহনী হাট, বেতগাড়ী হাট, রাণীনগর কালিবাড়ীহাট
আত্রাই উপজেলা	আহসানগঞ্জ হাট, পতিসর হাট, বান্দাইখাড়া, ভবানীপুর হাট এন্ড বাজার, সমসপাড়া হাট
ধামইরহাট উপজেলা	ইসবপুর, ধামইরহাট হাট, মঙ্গলবাড়ী, রাঙ্গামাটী, হরিতকী ডাঙ্গা
পোরশা উপজেলা	উমইল হাট, গাংগুরিয়া, মশিদপুর, শিশা
নওগাঁ সদর উপজেলা	কাটখৈড় হাট, কীর্ত্তিপুর হাট-বাজার, গোয়ালী হাট, তেতুলিয়া হাট, দুবল হাটী হাট-বাজার, ফতেপুর হাট, মাতাসাগর হাট, সোমবাড়ী হাট, হাপানিয়া হাট-বাজার
বদলগাছী উপজেলা	কোলা, গোরচাঁপা, চাঁদপুর, পাহাড়পুর, বদলগাছী, বালুভরা, ভান্ডারপুর
নিয়ামতপুর উপজেলা	খড়িবাড়ী হাট, ছাতড়া তহঃবাজার, ছাতড়া পশু হাট, বটতলী হাট, রাউতাড়া(গাবতলী)হাট
মান্দা উপজেলা	গোপালপুর হাট, চকগৌরী হাট, চৌবাড়ীয়া হাট, জোকাহাট, জোতবাজার হাট, দেলুয়াবাড়ী হাট, পাজরভাঙ্গা হাট, প্রসাদপুর হাট, সতীহাট বাজার, সাবাইহাট, সুতিহাট
মহাদেবপুর উপজেলা	চকগৌরী, ছাতিয়ানতলী, পাঠাকাটা, মহাদেবপুর, মাতাজী, সরস্বতীপুর
নওগাঁ পৌরসভা উপজেলা	নওগাঁ হাট বাজার, শিবপুর হাট বাজার
নজিপুর পৌরসভা উপজেলা	নজিপুর নতুন হাট মাছের আড়ৎ, নজিপুর নতুন হাট, বাসষ্ট্যান্ড দৈনিক বাজার
পত্নীতলা উপজেলা	মধইল হাট ও দৈনিক বাজার, শিবপুর হাট ও দৈনিক বাজার
সাপাহার উপজেলা	মীড়াপাড়া দীঘির হাট, সাপাহার হাট-বাজার

তথ্যসূত্র: জেলা তথ্য বাতায়ন, ২০১৪

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

বরেন্দ্র অঞ্চলের আওতায় হওয়ায় এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি আঠালো, শক্ত ও লাল বর্ণের হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে মাটির দ্বীতল ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে আসছে। আদিবাসিদের দর্শণ ও কৌশলগত কারনে এ উপজেলার ঘরবাড়ির কাঠামোগত ভীন্নতা রয়েছে সমতল ভূমি অপেক্ষা। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য এবং অধিক চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বরেন্দ্র এলাকার ঘরবাড়ি সাধারনত লাল মাটি, টালি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। এ জেলায় ঘরবাড়ির মধ্যে ৫.৩%পাকা, ২১.৯% আধা পাকা, ৬৯.২% কাঁচা এবং ৩.৬% ঝুপড়ি রয়েছে।

পানি

নওগাঁ জেলার ৩.২% লোকজন সাপ্লাইয়ের পানির সুবিধা ভোগ করে এবং ৮৯.৮% মানুষ নলকূপের পানি দিয়ে সুপেয় পানির চাহিদা পুরণ করে। এছাড়া বাকি ৭% মানুষ অন্যান্য উপায়ে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করে। নওগাঁ জেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রমপরিচালনা করে থাকে যা নিচে উল্লেখ করা হল।

- পৌরসভা পর্যায়ে পৌর এলাকার জনগনের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদক নলকুপ, ওভারহেডেড ট্যাংক, আয়রন রিমোভাল প্লান্ট, পাইপ লাইন ও অন্যান্য পানির উৎস স্থাপন করা।
- গ্রামীণ জনগনের সূপেয় পানির চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে প্রতি বছর এডিপি বরাদ্দ হতে সমগ্র জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস যেমন- গভীর নলকূপ, অগভীর নলকুপ, তারা ও রিংওয়েল স্থাপন করা।
- পাইপ্ড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনগনের সুপেয় পানির চাহিদা পুরণ করা।
- পানির উৎস সমূহ স্থাপনের পর মেরামত/রক্ষনাবেক্ষনের জন্য উপকারভোগীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- দপ্তরীয় মেকানিক দ্বারা সাময়িক অচল নলকূপ মেরামত করে সচল করা।
- আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা।
- ফিল্ড কিটস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা।
- পানির উৎস সমূহ স্থাপনের বিষয়ে জনসাধারণকে কারিগরী পরামর্শ দেওয়া।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

নওগাঁ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে মান সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য দপ্তরীয় জনবল দ্বারা রিং-স্লাব তৈরী ও সরকার নির্দ্ধারিত/ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরন করে, মানসম্মত ল্যাট্রিন সেট নির্মানের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে, স্বল্পমূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের কৌশল ও রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে জনগনকে ধারণা দিয়ে থাকে, দপ্তরীয় জনবল দ্বারা জনগনের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারনকে সচেতন করে। যার ফলে নওগাঁ জেলায় সম্পূর্ন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (ওয়াটার সিল্ড) ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮% এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া নন-ওয়াটার সিল্ড স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারকারী রয়েছে ১৮.৮% ও অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহারকারী ৩২.৫%। সরকারি নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও এখনও ৩০.৭% লোকজন কোন প্রকার স্যনিটেশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত নয়।

এছাড়াও আপদকালীন সময়ে যেমন- বন্যা, ঘূর্নিঝড় আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষে স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা মোতাবেক জরুরী কাজ করে এবং বন্যা চলাকালীন সময়ে পানি বিশুদ্ধ করন ট্যাবলেট, ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার

নওগাঁ জেলায় ১ টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৬ টি সরকারী মহাবিদ্যালয়, ৭৪টি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, ২টি বেসরকারী কৃষি কলেজ, ৪টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৭৫টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৫টি বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৯৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮২টি রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৭৭টি মাদ্রাসা যার মধ্যে ৩৩টি ফাজিল, ৪০টি আলিম, ২০২টি দাখিল ও ২ টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। এছাড়াও কারিগরী শিক্ষার জন্য রয়েছে ১টি সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ৩৮টি এস,এস,সি (ভোকেশনাল) স্কুল, ৪৪ টি এইচ,এস,সি (বি,এম) কলেজ এবং ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পি,টি,আই)। এ উপজেলার শিক্ষার হার ৬২.৫২%যার মধ্যে পুরুষ ৬৬.৪৩% ও মহিলা ৫৮.৬০%।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

জেলায় ইসলাম ধর্মালম্বীর সংখ্যা বেশি হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা। তারা স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। পূজা পার্বন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গানে বা সংলগ্নস্থানে যাত্রা, পালা গান, বাউল গান এবং মাদারের গানের আয়োজন করা হয়। এখানে বহুকাল ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির চমৎকার বন্ধন অটুট আছে।
নওগাঁ জেলায় ইসলাম, সনাতন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের মানুষ বাস করে এছাড়াও রয়েছে সাঁওতাল, উরাও, মুন্ডা, সুরিয়া পাহাড়ি, মাহালি, বাঁশফোড়, কুরমি ইত্যাদি উপজাতির বসবাস। এ জেলায় মসজিদ ৪,৫৭০ টি, মন্দির ৫৪২ টি এবং গির্জা ৫৩ টি।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

নওগাঁ জেলায় প্রায় ১৫৮০ টি ঈদগাহ্ রয়েছে। তার মধ্যে সাপাহার উপজেলার আইহাই ইউনিয়নে ১৩টি ঈদগাহ, গোয়ালা ইউনিয়নে ১৫টি ঈদগাহ এর মধ্যে ১টি বন্যার কারনে ডুবে যায়, টিলনা ইউনিয়নে ৩২টি ঈদগাহ, পাতাড়ী ইউনিয়নে ১০ টি ঈদগাহ এর মধ্যে ৫ টি ঈদগাহ বন্যার কারনে ডুবে যায়, সাপাহারে ইউনিয়নে ২৫টি ঈদগাহ ও শিরন্টি ইউনিয়নে ১৬টি ঈদগাহ রয়েছে। মান্দা উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্) ইউনিয়ন ভিত্তিতে ২৬ টি ভারশোঁ, ১২ টি ভালাইন, ১২ টি পরানপুর, ১টি মান্দা, ৩০ টি গনেশপুর, ১৩ টি মৈনাম, ২১ টি প্রসাদপুর, ২৪ টি কুশুম্বা, ১৬ টি তেঁতুলিয়া, ১ টি নুরুল্লাবাদ, ২৫ টি কালিকাপুর, কাশোপাড়া, ১১ টি কশব ১৮ টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে বিষ্ণুপুরে। ধামুইরহাট উপজেলায় ছোট বড় ১০৩ টি, মহাদেবপুর উপজেলায় ২৫০টি ও বদলগাছী উপজেলায় ১৭৮ টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে। উৎসবের বিশেষ দিনে ছাড়াও জরুরী সময়ে বা দুর্যোগকালীন সময়ে এ স্থান সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত আকস্মিক বন্যা হলে তুলনামূলক উঁচু ঈদগাহ্ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য সেবা

নওগাঁ জেলায় আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ১ টি আধুনিক সদর হাসপাতাল, ১০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪০ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার, ৬১ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফডব্লিউসি) এবং ২টি এম.সি. ডব্লিউ. সি রয়েছে।

এছাড়াও নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ জেলা) নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে-

ক) সুপেয় পানি সরবরাহ
খ) স্যানিটেশন কার্যক্রম
গ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিচর্যা, হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয় সংক্ষিপ্ত/পরামর্শ প্রদান
ঘ) বন্যা, খরা ইত্যাদি জরুরী অবস্থা মোকাবেলা।

ব্যাংক

নওগাঁ জেলার ব্যাংকসমূহ হল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, গ্রামীন ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। এছাড়াও অন্যান্য স্থানীয় আর্থিক সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে (যারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম করছে) গ্রামীন ব্যাংক, প্রগতি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃও কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ ইত্যাদি। তবে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তার কারনে অধিকাংশ জনসাধারণ ছোট খাটো লেনদেনের ক্ষেতে মোবাইল ব্যাংকিংকে বেছে নিয়েছে। উপজেলায় প্রায় ২৩৭ জন বিকাশ, ডিবিবিএল সহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ডিলার সহ ১০২ টি পূর্নাঙ্গ ব্যাংক রয়েছে।

পোস্ট অফিস

নওগাঁ জেলায় ১১টি প্রধান ডাকঘরসহ প্রায় ১৬৫টি শাখা ডাকঘর রয়েছে।

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নওগাঁ জেলায় প্রায় ৭৪৫টি ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে ৩০৩টি ক্লাব ও ১৮ টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

নওগাঁ জেলায় এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ রয়েছে ৫৪টি তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে কারিতাস, প্রশিকা, ব্রাক, এসোড, আশা, পার্টনার, টি এম এস এস, রিক, সামন্তিলমিশন, নওগাঁ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা, সুশীলন, আলোহা সোসাল সার্ভিস বাংলাদেশ, বি, এন, ই, এল, সি-ডি এফ-আই সি, সি, বি এডুকেশন পোগ্রাম, বাংলাদেশ লুথারেন মিশল-ফিন্নিশ্, বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, টালিথাকুমি, পল্লীশ্রী, জাকস ফাউন্ডেশন, জয়পুরহাট রুরাল ডেভলপমেন্ট মুভমেন্ট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি, চকনিরখীন চাইল্ড ডেভোলপ্মেন্ট স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম, বেডো, ঘাসফুল, সুপথ, ঠাঙ্গামারা, আশ্রয়, আশা, গ্রামীণব্যাংক, ব্র্যাক, ভার্ক, CCDB, সিসিডিএ, এসোড, গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি, পপি ই, দাবী, মৌসুমী, ব্যুরো বাংলাদেশ, দাবী (মৌলিক), রংধনু, মৌসুমি, আত্রাই বহুমুখী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, প্রত্যাশা, ন্যানো, পূর্ণিমা, আইএসডিসিএম, বিত্তহীন মহিলা সমিতি, দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, আলো, বদলগাছি মানব কল্যান সংস্থা, প্রযুক্তী পীঠ, গ্রামীন শক্তি, সিসিডিপি, পিকেএসএফ, পল্লী উন্নয়নসংস্থা প্রভৃতি।

খেলার মাঠ

বদলগাছী উপজেলায় ৩১টি খেলার মাঠ ও ১টি স্টেডিয়াম রয়েছে। সাপাহার উপজেলায় ১২টি খেলার মাঠ রয়েছে যার মধ্যে ৫টি রয়েছে দুর্যোগ পূর্ন। মহাদেবপুর উপজেলায় ৫৫টি, ধামুইরহাট উপজেলায় ৩০ টি, মান্দা উপজেলায় ১৪৬টি খেলার মাঠ রয়েছে। যার মধ্যে কালিকাপুর, কালিতলা, ভাঁরশো, প্রসাদপুর প্রভৃতি মাঠ তুলনামূলক উচু এবং বড়। এ মাঠগুলো সাধারণত খেলাধুলা, গনজমায়েত বা মেলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে দুর্যোগের সময়ে এ মাঠগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

যে কোন দুর্যোগ বা স্বাভাবিক সময়ে মৃত ব্যক্তি সৎকারের জন্য ধর্মীয়রীতি অনুসারে এ কবরস্থান বা শ্মশানঘাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাপাহার উপজেলায় ২৩টি শ্মশানঘাট রয়েছে তার মধ্যে ২টি ডুবে যায়। মহাদেবপুর উপজেলায় ১০৫টি কবরস্থান ও ২৫টি শ্মাশানঘাট রয়েছে। ধামুইরহাট উপজেলায় ৯৬ টি কবর ও ২২টি শ্মশানঘাট রয়েছে। বদলগাছী উপজেলায় ১৩৯৯ টি (সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে) কবর ও ৩৪ টি শ্মশানঘাট রয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

রেলপথ, বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রেলস্টেশন সান্তাহার নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ট্রেনযোগে সান্তাহার স্টেশনে পৌঁছান যায়। সড়কপথ, নওগাঁ জেলায় অবস্থিত নওগাঁ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসযোগে ঢাকাসহ দেশের প্রায় সর্বত্র যাতায়াত করা যায়।

বন ও বনায়ন

বদলগাছী উপজেলায় প্রাকৃতিক বনের পরিমান মাত্র ২৯ হেক্টর যা উপজেলার মোট ভুমির ০.১৪%। তবে এ এলাকায় প্রচুর আম ও লিচু বাগান রয়েছে। সব মিলিয়ে ফল বাগানের পরিমান ৩০৬ হে: যা মোট ভূমির ১.৪৫%। সামাজিক বনায়ন, প্রাকৃতিক বনায়ন ও ব্যক্তি মালিকানাধিন ফল বাগান মিলিয়েও উপজেলায় যে বনের পরিমান রয়েছে তা নিতান্তই অপ্রতুল।

সাপাহার উপজেলায় ১১৭১ একর সামাজিক বনায়ন রয়েছে। এসব বনের প্রধান প্রদান গাছ হলো আকাশমনি, মেহগনি, শিশু, বাবলা ও খয়ের প্রভৃতি। এছাড়াও বরেন্দ্রর আওতায় রয়েছে অনেক ছোট ছোট বাগান। বনায়নের মধ্য দিয়ে এলাকার নারী ও পুরুষ নিজেদের ভাগ্য বদলাতে সক্ষম হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন পতিত জমি , সরকারী রাস্তার দু-পাশ, নদী-নালা, খাল বিলের পাড় ও বন বিভাগের নিজস্ব সম্পত্তির উপর রোপনকৃত চারা গাছ সমুহ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে রক্ষণা-বেক্ষণ করে নির্ধারিত সময়ে বাগান বিক্রির অংশীদারিত্বের লাখ লাখ টাকা হাতে পেয়ে সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন এসব উপকারভোগী নারী পুরুষ। বরেন্দ্র এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশী আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে অনেক বেকার যুবক। নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকার সাপাহার উপজেলায় অনাবাদি জমিতে বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুর করে ১৯৮২ সাল থেকে। ওই এলাকার প্রায় দেড় হাজার অসহায় অতিদরীদ্র উপকারভোগী নারী পুরুষ বনবিভাগের সাথে সরকারী ভাবে নির্ধারীত অংশীদারিত্ব মুলক দলিল চুক্তির মাধ্যমে চারা গাছ রোপন করে বাগান তৈরী করে আসছে অনাবাদি অসমতল জমি গুলিতে। দেশীয় জাতের ফল,আকাশ মনি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইন্ট্রি কদম এবং ঔষুধি জাতের অর্জুন,বয়রা.হর্তকী, নিম ও খয়ের গাছ রোপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র রক্ষায় বন বিভাগ এ বছর ব্যপক কর্মসুচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। বন্য প্রানী শিকার ও নিধোন প্রতিরোধে আদিবাসী সহ এলাকার সকল স্তরের জনগনের মাঝে ব্যপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বন বিভাগ প্রচারনা অব্যহত রেখেছে। সাপাহার উপজেলায় প্রায় ২৩ শ একর জমিতে সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্য কয়েক

দফা বাগান কেটে সেখানে পুনরায় গড়েতোলা হয়েছে উডলট ও ফলজ বাগান। সঠিক নজরদারী ও বাগান রক্ষনা বেক্ষনের মাধ্যমে এলাকার নারী পুরুষ বিপুল পরিমান অর্থ লাভ করেন বলে জানালেন সাপাহার ফরেষ্ট রেঞ্জের অফিসার। তিনি বলেন সামাজিক বনায়ন এ অঞ্চলের ভৌগলিক কাঠামো পরিবর্তনে বড় ভুমিকা রাখছে। পুর্বে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত ছিল খুবই নগন্য কিন্ত গত ৮/১০ বছর থেকে সুষম বৃষ্টিপাতের ফলে বরেন্দ্র এলাকায় রোপা আমন আউশ সহ সব ধরনের ফসল চাষাবাদ করছে স্থানীয় কৃষকরা । সাপাহার উপজেলার শিরন্টি গ্রামের উপকারভোগী মোঃ নজরুল ইসলাম, ছাদেকুল ইসলাম, লোকমান আলী ,জাহাঙ্গীরা পাড়ার মোঃ হাবিবুর রহমান জানালেন চলতি মাসের মাঝা মাঝি সময়ে তাদের নামে সামাজিক বনায়নের অংশীদারিত্বের ৫০ লক্ষ টাকা পেয়ে তারা সহ এলাকার ২৭ জন অসহায় পরিবার এখন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী। তাদের এমন সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক এখন সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারীদ্র বিমোচনের লক্ষে স্থানীয় বন বিভাগের উপকারভোগী সদস্য হয়ে নতুন করে উডলট বাগান ও রাস্তার পাশে ষ্ট্রীপ বাগানে ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপন করছেন। শিরন্টি বন বিট কর্মকর্তা মোঃ আমজাদ হোসেন জানান বন বিভাগের উপকারভোগী সদস্য বনায়নের প্রায় ৫০ ভাগ অর্থ পেয়ে থাকেন । ইতোমধ্যে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সাপাহার, পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলার অনেক বেকার শিক্ষিত যুবক ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা পেয়েছেন। বনায়নের মাধ্যমে অনেকের ভাগ্য পরিবর্তনের এ সব দৃশ্য নিজের চোখে দেখে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বনায়নে এগিয়ে আসছে। অদুর ভবিষ্যতে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ বনায়ন কর্মসূচী এলাকার আমুল পরিবর্তন এনে দিবে বলে এলাকার অভিজ্ঞমহল মনে করছেন।

মহাদেবপুর ও মান্দা উপজেলায় কোন প্রাকৃতিক বনায়ন নেই। তবে এ এলাকায় বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রচুর আম বাগান রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে সামাজিক বনায়ন রয়েছে। রাস্তা ও নদীর দু'ধার দিয়ে সামাজিক বনায়ন রয়েছে।

ধামুইরহাট উপজেলার মাটির শ্রেণী বিন্যাস অনেকটা মধুপুর গড়ের মত সংকরভিত্তিক দেখা যায়। এ উপজেলায় প্রাকৃতিক বনের পরিমান প্রায় ৭০০ একর। এ এলাকার গাছের মধ্যে আকাশমনি, ইউক্যালিপ্টাস, জারুল, অর্জুন, কদম, জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ এলাকায় প্রচুর আম ও লিচু বাগানও রয়েছে। এছাড়াও এ উপজেলার উত্তরে ভারতের সীমান্তবর্তী আলতা দীঘি নামক স্থানে দীঘিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বনভূমি রয়েছে। নওগাঁ জেলায় সব মিলিয়ে প্রায় ৫৪৯৭ একর বনভূমি রয়েছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৃষ্টিপাত ও ভূমির গঠন প্রকৃতিগত তারতম্য অনুসারে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে নওগাঁ জেলার আবহাওয়ার পার্থক্য সুক্ষ্ম হলেও অলক্ষণীয় নয়। জেলার অভ্যন্তরেও ভর এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে আবহাওয়ার কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রান্তীয় আর্দ্র কৃষি ভূমির অন্তর্গত বাংলাদেশের সর্বত্র ভারত মহাসাগর থেকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেও নওগাঁর ব্যাপারে তার কৃপণতা খুব। কেননা সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর মতো অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় যেখানে ১০০(একশ)ইঞ্চির উর্ধ্বে, সেখানে নওগাঁ জেলায় তার পরিমাণ ৪০(চল্লিশ) ৬০(ষাট) ইঞ্চির মধ্যে মাত্র। তার বেশি বৃষ্টি যে কখনোই হয়না তা নয়, তবে সেটা ব্যতিক্রম। অঞ্চল ভেদে আবার এই বৃষ্টিপাতেরও তারতম্য আছে। যেমন জেলার নীতপুর, সাপাহারে বৃষ্টি হয় সবচেয়ে কম এবং রাণীনগর, আত্রাই, নওগাঁয় সবচেয়ে বেশি। ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রধান সমস্যা, আর ভর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা বন্যা। বন্যা অবশ্য সেখানে নিম্নভূমির কারণেই বেশি হয়। ভূমির গঠন ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে খরা মৌসুমে নওগাঁ জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাটি যেমন রূক্ষ, শীতের দাপটও তেমনি তীব্র। মাঘ মাসের হু হু হিমেল বাতাসে মানুষের চামড়ায় টান ধরে, কারোও বা ঠোঁট এবং পায়ের গোড়ালী ও তালু ফেটে রক্ত ঝরে। চৈত্রের খাঁ খাঁ প্রান্তর গ্রীষ্মকালে যেন আগুনের হলকা ছড়ায়, পক্ষান্তরে বিল বা ভর অঞ্চলের মাটি প্রায় সারা বছরই স্যাঁতস্যাতে এবং সেই কারণে কিছুটা অস্বাস্থ্যকরও বটে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেলায় গত সাত বছরের প্রতি বছরেই ছয় মাস বৃষ্টি শূণ্য অবস্থা বিরাজমান থাকে। জেলার বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্প ও কৃষি অফিসের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাফ চিত্র ১.১ এ স্পাইডার বিশ্লেষনে বিগত সাত বছরের তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা গেছে সাধারণত অক্টোবর থেকে পরের বছরের এপ্রিল পর্যন্ত কোন বৃষ্টিপাতই হয় না প্রায়। মে মাসে আংশিক বৃষ্টিপাত হয় এবং সাধারণত জুন এবং আগষ্ট মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়া গ্রাফ চিত্র ১.২ এ সারফেস কন্টুর বিশ্লেষনে দেখা যায় যে গড় বৃষ্টিপাত মাসিক ভিত্তিতে অধিকাংশ সময় ২০০-৪০০ সেমি এর মধ্যে থাকে শুধু মাত্র ২০০৯ এবং ২০০৭ সালে ৪০০-৬০০ সেমি এর মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়ে ছিল এবং স্বল্প সময়ের জন্য ৬০০-৮০০ সেমি হয়েছিল যার আর উক্ত সময়ের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। আর বেশি বৃষ্টিপাত হলেও এক বছর পর পর ঘটে থাকে।

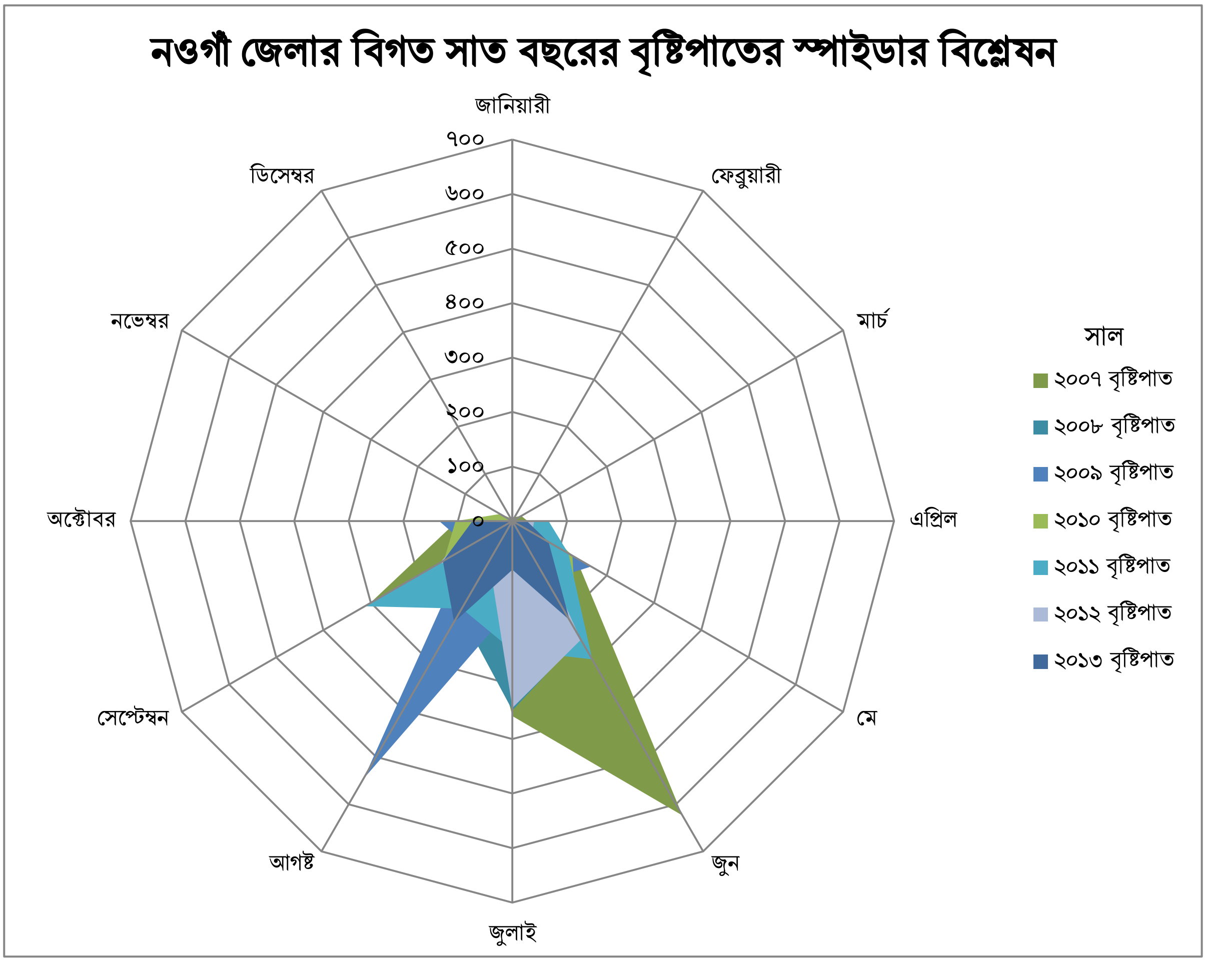

গ্রাফ চিত্র ১.১: বিগত সাত বছরের বৃষ্টিপাতের স্পাইডার বিশ্লেষন *তথ্যসূত্র: নওগাঁ বি.এম.ডি.এ, ২০১৪*

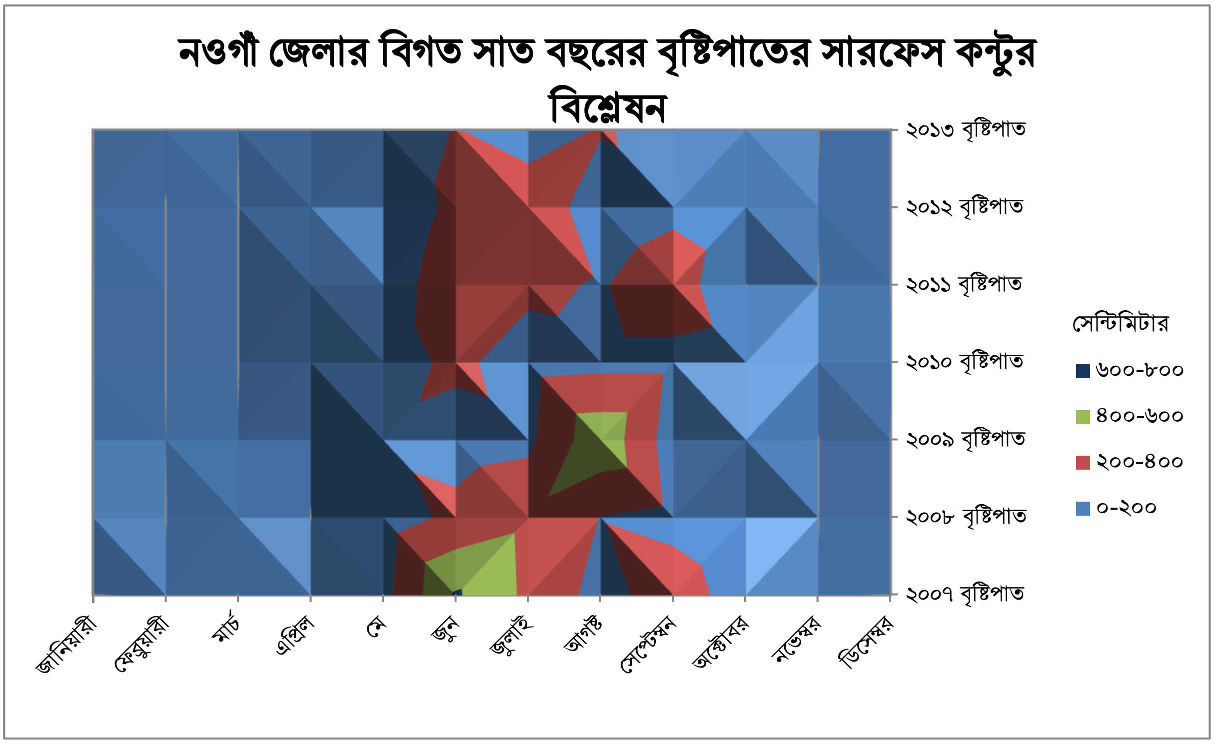

গ্রাফ চিত্র ১.২: বিগত সাত বছরের বৃষ্টিপাতের সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন *তথ্যসূত্র: নওগাঁ বি.এম.ডি.এ, ২০১৪*

তাপমাত্রা

শীত ও গ্রীষ্মে এই জেলার তাপমাত্রায় যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৮৪র ডিসেম্বরের শেষভাগে নওগাঁ শহরের তাপমাত্রা যেখানে ৪৪.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেমে আসে সেখানে ১৯৮৫র ১৬ এপ্রিল দিবাভাগে তা ১১১.২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে উঠে যায়। কোন কোন বছর শীতকালীন তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেমে আসে এবং গ্রীষ্মের তাপমাত্রাও ততোধিক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য গ্রীষ্মের দিবাভাগের তুলনায় সচরাচর রাত্রির তাপমাত্রা কিছুটা কম হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে নওগাঁর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। দক্ষিণ বিভাগ বা পূর্ববঙ্গের মত প্রতি বছর এখানে ঝড় বাদলের তান্ডব নেই। তবে শীতকালে ঘন কুয়াশায় এবং চৈত্র বৈশাখে ধূলি ঝড়ে মাঝে মাঝে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী এর তথ্য মতে গ্রাফ চিত্র ১.৩ এ সারফেস কন্টুর বিশ্লেষনে গত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রা বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (গ্রাফচিত্রের নিচে চিকন লাইন) গড়ে ৩০-৪০ ডিগ্রী এর মধ্যে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা ২-৩ বছর পর পর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়েছে। বিশ্লেষন থেকে আরও পরিলক্ষিত হয় যে শেষ ছয় বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উপজেলার জীব বৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে।

গ্রাফ চিত্র: ১.৩: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন ***তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী***

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

নওগাঁ জেলার সাপাহার ও মান্দা উপজেলায় পানির স্তরের তীব্রতর সংকট দেখা দিয়েছে। তবে মহাদেবপুর ও পোরশা উপজেলায় পানির স্তরের তেমন কোন সমস্যা নেই বললেই চলে। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে যাওয়ায় ও ব্যাপক হারে ইরি উৎপাদনের দরুন প্রতি বছর ৩৭১৬ টি গভীর নলকূপ থেকে পানি উত্তলনের ফলে ধীরে ধীরে স্তর নেমে যাচ্ছে। গ্রীস্ম কালে অধিকাংশ অগভীর নলকূপ থেকে পানি উত্তলন সম্ভব হয় না।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

নওগাঁ জেলার ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দোঁয়াশ ও বরেন্দ্র। এ জেলায় মোট জমির পরিমাণ ৩, ৫০,৬৫১ হেঃ যার মধ্যে ২, ৭৩,৮৩২ হেঃ আবাদী জমি, ৪৪,৪৮৬ হেঃ এক ফসলী জমি, ১, ৬৩,৮৯৩ হেঃ দো- ফসলী জমি, ৬১,২০৫ হেঃ তিন ফসলী জমি, ২,৮৩৩ হেঃ আবাদযোগ্য পতিত জমি, ২, ১২,৪৫৬ হেঃ সেচের আওতাধীন জমি রয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য

শিল্প-কারখানার সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত। শিল্প-কারখানার সমৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামো। নওগাঁ মূলত কৃষি সমৃদ্ধ জেলা। সেজন্য এ জেলাতে যেসব শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক। কৃষিই এই জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। কাটারী ভোগ, কালাজিরা চাল সহ উন্নত মানের চালের জন্য এই জেলা বিশেষভাবে পরিচিত। এছাড়াও ধানচাষ নির্ভর এই জেলা দেশের সিংহভাগ চালের যোগান দেয়। ধান এই জেলার প্রধান কৃষি পণ্য হওয়ায় এই জেলায় শিল্প ও কলকারখানা বলতে প্রায় ২০০০ এর মত চালকল আছে যার মধ্যে প্রায় ১০০টির মত অটোমেটিক ও সেমি-অটোমেটিক চাউল কল; বাকী সবগুলো চাতাল নির্ভর চাউল কল। কৃষিজাত খাদ্যঃ ইরি, বোরো, রোপা

আমন, ইক্ষু, ভুট্রা, আলু, সরিষা,গম, আম, কলা ইত্যাদি। এ জেলায় এল,এস, ডি - এর সংখ্যা ১৯ টি যার মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৪,২৫০ মেঃ টন।

নদী

নওগাঁ জেলার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি নদ-নদী প্রবাহিত। সব কয়টির উৎসমূলে রয়েছে হিমালয়ের সিকিম অঞ্চল হতে নেমে আসা তিস্তা নদী। 'তিস্তা বা ত্রি-স্রোতা উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নদী। হিমালয়ে তার জন্ম। বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা তিনভাগে ভাগ হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণবাহী এবং পূর্বতম প্রবাহের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী এবং পশ্চিমতম ধারার নাম পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা। মধ্যবর্তী ধারার নাম আত্রাই।' (অজয় রায় বাঙলা ও বাঙালী, পৃঃ ১০)

নওগাঁ জেলার (এবং বাংলাদেশেরও) পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত পূনর্ভবা, মধ্যবর্তী আত্রাই এবং পূর্বভাগে যমুনা এই জেলার প্রধান নদী। যমুনাও মূলত তিস্তা নদীরই একটি শাখা। নওগাঁ জেলার মধ্য দিয়ে ৬টি নদী প্রবাহিত হয়েছে (তথ্য সূত্র বাংলাদেশের নদ-নদী ২য় সংস্করণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) নদীগুলো হল আত্রাই, ছোট যমুনা নদী, তুলশী গঙ্গা নদী, শীব নদী, ফকিরণী নদী ও পুনর্ভবা নদী। এই নদীগুলো সম্পর্কে নিম্নে বর্ননা করা হল

আত্রাই নদী, ভারতের হিমালয় অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে করতোয়া নদী নাম ধারন করে প্রথমে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বুড়িবর্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে পুনরায় দিনাজপুর জেলা সদর উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নে এসে আত্রাই নাম ধারণ করে ভারতে প্রবেশ করে, পরবর্তীতে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার আলমপুর ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নওগাঁ জেলার ধামুরহাট, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, মান্দা, আত্রাই উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোটাজিয়া ইউনিয়নে এসে হুড়াসাগর নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৬৯ (কি.মি.)। ছোট যমুনা নদী, দিনাজপুর জেলার ইছামতি নদী পার্বতীপুর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নে ছোট যমুনা নাম ধারণ করে। পরে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নে আত্রাই নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১৯৫ (কি.মি.)। তুলশী গঙ্গা নদী, দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলার শালখুড়িয়া ইউনিয়নের নিম্নভূমি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। পরে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নে ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১০০ (কি.মি.)। শীব নদী, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার ভলাইন ইউনিয়নে আত্রাই নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে। পরে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভায় বার্নাই নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৭১ (কি.মি.)। ফকিরণী নদী, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নে আত্রাই নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে। পরে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার গনিপুর ইউনিয়নে বার্নাই নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৩১ (কি.মি.)। পুনর্ভবা নদী, এটি একটি সীমান্ত নদী। দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার শীবরামপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে বিরল উপজেলা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পুনরায় নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে নবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌরসভার নিকট মহানন্দা লোয়ার (নবাবগঞ্জ) নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৭১ (কি.মি.)।

পুকুর

নওগাঁ জেলায় মোট ৪৩,৮৬০টি আবাদী পুকুর রয়েছে যার মধ্যে ৪৩,৮৬০টি মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুর (৭,৭০৫টি খাস পুকুর) রয়েছে।

খাল

বদলগাছী উপজেলায় পায়েনারী ভরাট্ট খাল, বলরামপুর, বিলাশবাড়ি (সোনাপাতিল খাড়ি), বড়পিঠকাটা, মথুরাপুর পারসোমবাড়ি, গোসাই গাবনা খাড়ি, ৪২ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে। এলজিইডি, সাপাহার এর তথ্য মতে সাপাহার উপজেলায় মোট খাল রয়েছে ২৫টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৯৭.৩২৮ কিমি.। তার মধ্যে দোহার খাড়ি ৬.৫ কিমি.তারা চাঁদ খাড়ি ২.২ কিমি. খনন করেছে এলজিইডি। মহাদেবপুর উপজেলায় মোট খাল ১১টি রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১৮৬.৭৫ কিঃ মিঃ। খালগুলো হল পুঞ্জীখাল (হাতুর), মির্জাপুর খার (হাতুর), দেওয়ানপুর খাল (হাতুর), ভালাইন খাল (উত্তরগ্রাম), কর্ণপুর খাল (উত্তরগ্রাম), বিনোদপুর খার (সফাপুর), সুজাইল খাল (এনায়েতপুর), কালুশহর খাল (এনায়েতপুর), পীরগঞ্জ খাল (এনায়েতপুর), মল্লিকপুর খাল (ভীমপুর) ও বলিহার খাল (চেরাগপুর)। মান্দা উপজেলায় ২টি খাল রয়েছে। প্রথমটি পাঠাকাটা হাট হতে সূর্যনারায়নপুর, কাঞ্চানপুর, সতিহাট হয়ে খলশিকুড়িহাট পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ২০ কি.মি. এবং দ্বিতীয়টি নূরুল্যাবাদ ইউনিয়নের গোয়ালকান্দা স্লুইচগেট হতে কালিকাপুর, বাদুলাধাওয়া হয়ে গোয়ালকান্দা আনিস সাত্তারের বাড়ি পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ২ কি.মি.।

বিল

মহাদেবপুর থানার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল সাপাহার ও পোরশার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তথা জবই ও রোকনপুরের বিল, মহাদেবপুর থানার পশ্চিমাবর্তী ছাতরার বিল, বিল ঠাকুরমান্দা ও উথরাইলসহ মান্দা থানার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং বিল রক্তদহসহ রাণীনগরের উত্তর-পূর্ব ভাগের কিছু অংশ এবং আত্রাই থানার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের নিম্নাংশ নিয়ে নওগাঁ জেলার বিল অঞ্চল গঠিত। বর্ষাকালসহ বছরের ৪ থেকে ৬ মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। গ্রামগুলো দেখায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। শুকনা মৌসুমে শক্ত ও রূক্ষ্ম মাটি দেখা যায়।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বলা হয়, ইন্দ্রের বরে পূণ্যভূমি-উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি। বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস-প্রসিদ্ধি সুবিদিত। উত্তর বাংলায় প্রাপ্ত পঞ্চম ও ষষ্ট শতাব্দীর গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালীন অনেকগুলো তাম্রশাসনে এই অঞ্চলকে পুন্ড্রবর্ধন নামক 'ভূক্তি' বা প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত রচিত হবার কালে উত্তর বাংলার বরেন্দ্র বা বারেন্দ্রী নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শরত কুমার রায় বলেন, বরেন্দ্রভূমির পূর্ব সীমায় করতোয়া নদী ও পশ্চিম সীমায় মহানন্দা নদী প্রবাহিতা ছিল।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এই বরেন্দ্র অঞ্চলের অসামান্য অবদান রয়েছে। সন্দেহ নেই, ভূমির বিশেষ গঠন বৈশিষ্টই তৎকালে এই অঞ্চলকে বিশেষ গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণে আনুকূল্য প্রদান করেছিল।

মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃত বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীকে বলতেন বরিন্দ। স্থানীয় ভাষায় এই 'বরিন্দ' এলাকা খিয়ার নামে সমধিক পরিচিত। 'খিয়ার' শব্দের অর্থ ক্ষীরাভ অর্থাৎ ক্ষীরের আভার ন্যায়। খিয়ারে বহুল পরিমাণে চাউল জন্মে এবং তথায় বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষলতাহীন বিশাল প্রান্তর, লালবর্ণের মৃত্তিকা ও অনেক সুবৃহৎ অপরিষ্কার জলাশয় দেখা যায়-অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লবণাক্ততা

নওগাঁ উপজেলার মান্দা সংলগ্ন ইউনিয়ন ও মান্দা উপজেলার কশব ইউনিয়নে ২টি ও কাশোপাড়া ইউনিয়নের আশেপাশে ৫টি টিউবওয়েলে ১০০-১১০ ফুট গভীরের পানিতে লবণাক্ততা দেখা যায়।

আর্সেনিক দুষণ

নওগাঁ জেলার আর্সেনিক প্রবনতা ০-২০%। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

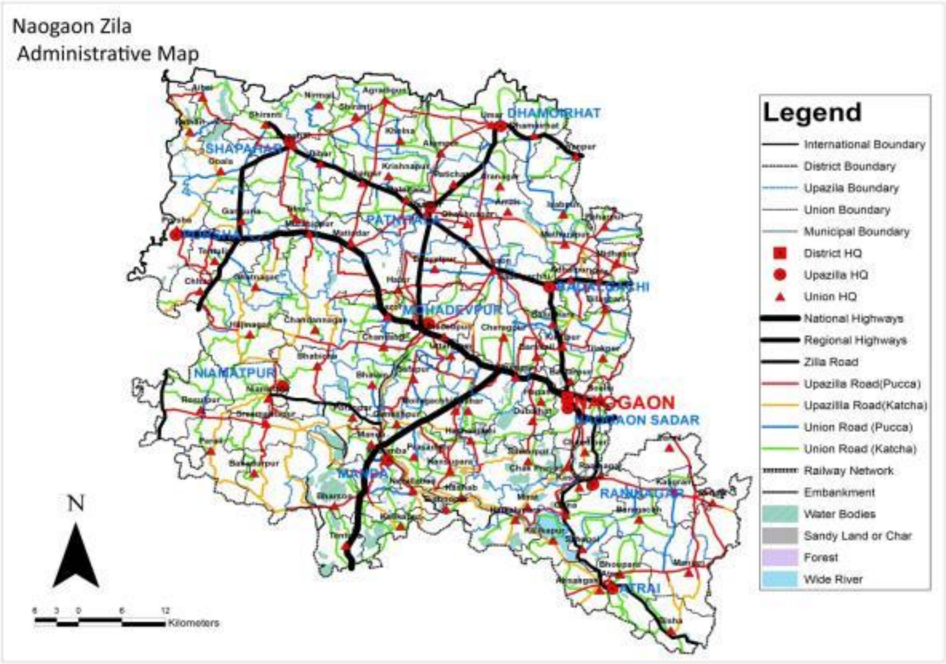

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

নওগাঁ জেলা দুর্যোগ ঝুঁকিসম্পন্ন জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম । প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এই জেলা। খরা, পানির নিম্নস্তর, কালবৈশাখী ঝড়, নদীভাঙ্গন, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ও পোকার আক্রমণসহ বিভিন্ন আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের পানির চাপে খাল-বিলের মাধ্যমে পানি এসে ছোট যমুনা নদীর দুকুল ভাসিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর গভীরতা কম যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর কারণে কৃষিজ ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙ্গানের কারণে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতকালীন রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বদলগাছী উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলো

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতউপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়/
খরা	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯৯	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ, গাছপালা
	১৯৯২,১৯৯৬,২০০৪	মাঝারি	কৃষি, মৎস্য,গাছপালা
কালবৈশাখী	১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ,অবকাঠামো, গাছপালা
	১৯৯৫, ২০০৫	মাঝারি	কৃষি,অবকাঠামো, গাছপালা
নদী ভাঙ্গন	১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮,২০০০, ২০০৬	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ, অবকাঠামো, গাছপালা
	১৯৮৭,১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৫	মাঝারি	কৃষি,অবকাঠামো, গাছপালা
বন্যা	১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ, অবকাঠামো, গাছপালা
	১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩	মাঝারি	কৃষি,অবকাঠামো, গাছপালা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.২ আপদসমূহ

নওগাঁ জেলার উপজেলা ও পৌরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানব সৃষ্ট আপদও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করে সকল আপদের মধ্য থাকে ৬টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ৬টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে যদি কালবিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার।

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		
১. খরা ২. বন্যা ৩. পানির স্তর ৪. নদীভাঙন ৫. শৈতপ্রবাহ ৬. ঘনকুয়াশা ৭. অনাবৃষ্টি ৮. ঝড় ৯. ফাঁপি ১০. আর্সেনিক	১২. ভূমিকম্প ১৩. লু-হাওয়া ১৪. জলাবদ্ধতা ১৫. অনাবৃষ্টি ১৬. টর্নেডো ১৭. শিলাবৃষ্টি ১৮. বজ্রপাত ১৯. ইঁদূরের আক্রমণ ২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	১. পানির স্তর ২. খরা ৩. বন্যা ৪. শৈতপ্রবাহ ৫. ঘনকুয়াশা ৬. নদীভাঙন
মানবসৃষ্ট আপদ		
২১. অগ্নিকান্ড ২২. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন	২৩. ভূমি দখল ২৪. চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা ৩.

খরা

নওগাঁ জেলায় ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা হয়। দিন দিন খরার তিব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খরার পরিমান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

নদীভাঙ্গন

নওগাঁ জেলায় লোকদের নিত্য সঙ্গী হলো নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গন দিনদিন বেড়েই চলেছে। কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে পানি বেশী ফুলে ওঠে আর একারণেই স্রোত ও পানির ধারন ক্ষমতা কমে গিয়ে নদীর পাড়ভাঙ্গাতে থাকে। উপজেলাবাসী জানায় এভাবে চলতে থাকলে আরও বেশী কিছু এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলবে।

বন্যা

নওগাঁ জেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ এলাকায় বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৫ ,, ১৯৯৮এবং২০০২, ২০০৩ , ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

শৈত্যপ্রবাহ

নওগাঁ জেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। এ উপজেলাটিকে ঘিরে অনেক নদী থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বর্তমানে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

ঘনকুয়াশা

মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে ও জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে নওগাঁ জেলাসহ পাশবর্তী এলাকায় বিগত এক দশকে ঘনকুয়াশার প্রকোপ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারনত অগ্রহায়ণপৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে ঘনকুয়াশার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে , ,কৃষিজ ফসলের ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধিসহ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। এভাবে প্রতি বছর ঘনকুয়াশার প্রকোপ বাড়তে থাকলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

পানির নিম্নস্তর

নওগাঁ জেলার প্রেক্ষিতে নিম্ন পানির স্তর সবচেয়ে মারাত্মক আপদ যা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে এবং খরাকে ত্বরান্বিত করে। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান পানির জন্য এ উপজেলার মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। এ আপদ প্রতি বছরই নওগাঁ জেলার প্রতিটি উন্নয়নের খাতকে আক্রান্ত করে। এলাকাবাসী মনে করেন এ আপদ দূরীকরণে অতি দুত সরকারী হস্তক্ষেপ ও বেসরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

২ ৪.বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে।

সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ঠ সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোনো সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
খরা	• খরায় ফসলের ক্ষতি হয় • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয়	*নওগাঁ* জেলায় - ৩৭১৬ টি গভীর নলকুপ রয়েছে - ১৪ টি স্লুইসগেট রয়েছে - জেলায় মধ্যে ও পাশ দিয়ে ৩ টি নদী বয়ে গেছে
বন্যা	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • কবরস্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	*নওগাঁ* জেলায় -১৬ টি স্থানে বাঁধ রয়েছে - ১৪ টি স্লুইসগেট রয়েছে - ৫৬৬৫টি ব্রিজ-কালভার্ট রয়েছে - ১ টি হাসপাতাল, *জেলা* স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে - ১১টি পশু হাসপাতাল রয়েছে - পর্যাপ্ত কবর স্থান বন্যা লেভেলের উপরে রয়েছে
পানির স্তর	• ফসলের ক্ষতি হয় • মৎস্যসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয়	*নওগাঁ* জেলায় ৩৭১৬ টি গভীর নলকুপ রয়েছে *নওগাঁ* জেলায় ৪৩৮৬০ টি পুকুর রয়েছে
নদীভাঙন	• নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানবসম্পদের ক্ষতি হয়	*নওগাঁ* জেলায় - ১৬ টি স্থানে বাঁধ রয়েছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	• অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয়। • পশুসম্পদের ক্ষতি হয়।	
শৈতপ্রবাহ	• ফসলের ক্ষতি হয় • পশুসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে। • জনজীবনের দূর্ভোগ সৃষ্টি হয়। • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• সরকারী সাড়াপ্রদান • এনজিওদের সাড়াপ্রদান
ঘনকুয়াশা	• ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মৎস্যসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ৫.

নওগাঁ জেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ জেলার সকল জনগোষ্ঠী, প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার হঠাৎ করে অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি, গাছপালা, মৎস, প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনওবা নদীভাঙনে গৃহহারা হয় আত্রাই ও যমুনা নদী তীরবর্তী মানুষ। জেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
খরা	মহাদেবপুর উপজেলার হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, চান্দাশ, ভীমপুর, চেরাগপুর, রায়গাঁও, উত্তরগ্রাম ও মহাদেবপুর সদর ইউনিয়নের উত্তর-পূর্বাংশসহ সমগ্র উপজেলা। বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী, কোলা, মথুরাপুর, বদলগাছী ও পাহাড়পুর ইউনিয়নে তুলনামুলকভাবে বেশী খরা হয়। সাপাহার উপজেলার আইহাই, পাতাড়ী, শিরন্টী, গোয়ালার পূর্বাংশ ও সাপাহার সদরের দক্ষীণাংশসহ সমগ্র উপজেলা।	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষিসম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	৪৫০০০-৫৪৯০০ জন (আনুমানিক)
বন্যা	মহাদেবপুর উপজেলার হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, ভীমপুর ইউনিয়নের কিছু এলাকা ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের আত্রাই নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ। বদলগাছী উপজেলার ইদরাকপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামসাপুর, হযরতপুর ঘোষপাড়া, কুমারপুরবাঁধ ও বালুহারা সাধুর মোড় এলাকা বেশি বন্যাপ্রবন। সাপাহার উপজেলার **আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা** নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হচ্ছে, কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২৫৬৫০-২৭০০০ জন (আনুমানিক)
পানির স্তর	বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর, বদলগাছী ও কোলা ইউনিয়নে পানির স্তর খুবই নিম্ন। সাপাহার উপজেলার **শিরন্টি, গোয়ালা ও তিলনাসহ** সমগ্র উপজেলা।	পানির নিম্নস্তরের কারনে এখানে প্রচুর কৃষি সম্পদের ক্ষতি	৪৫০০০-৫৪০০০ জন (আনুমানিক)

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
		হতে পারে। ফলে কৃষকদের চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় এবং খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে।	
নদীভাঙন	মহাদেবপুর উপজেলার হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, সফাপুর ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের আত্রাই নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ বদলগাছী উপজেলার ইদরাকপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামসাপুর, হযরতপুর ঘোষপাড়া, কুমারপুরবাঁধ ও বালুহারা সাধুর মোড় এলাকায় নদীভাঙনের ঝুঁকি বেশি। সাপাহার উপজেলার আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ।	১০ বছর ধরে এই এলাকাগুলোতে নদীভাঙ্গনের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে মিশে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানব সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	১৮০০০-২২৫০০ জন (আনুমানিক)
শৈত্যপ্রবাহ	মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর, রায়গাঁও, উত্তরগ্রাম, চেরাগপুর ও মহাদেবপুর সদর ইউনিয়নে এবং হাতুর, খাজুর, চান্দাশ, সফাপুর ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ, ও এনায়েতপুর ইউনিয়নের উত্তরাংশসহ সমগ্র উপজেলা। বদলগাছী উপজেলার কোলা, আধাইপুর, বিলাসবাড়ী ও পাহাড়পুর ইউনিয়নে শৈত্যপ্রবাহ বেশি দেখা যায়	শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসলের ক্ষতি হতে পারে, পশুসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে, জনজীবনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধরা ঝুঁকিতে থাকে।	৬৩০০০-৬৭৫০০ জন (আনুমানিক)
ঘনকুয়াশা	বদলগাছী উপজেলার কোলা, আধাইপুর, বিলাসবাড়ী ও পাহাড়পুর ইউনিয়নে ঘনকুয়াশা বেশি দেখা যায়। সাপাহার উপজেলার আইহাই, পাতাড়ী, শিরন্টী, গোয়ালার পূর্বাংশ ও সাপাহার সদরের দক্ষীণাংশসহ সমগ্র উপজেলা।	বদলগাছির মধ্যে এই এলাকাগুলোতে সবচেয়ে বেশী আম উৎপাদন হয়। যা ঘনকুয়াশার কারনে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও কৃষি ও পশুসম্পদ প্রচুর ঝুঁকিতে থাকে।	২৪৭৫০-২৯২৫০ জন (আনুমানিক)

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২ ৬.উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	এ জেলায় মোট জমির পরিমাণ ৩,৫০,৬৫১ হেঃ যার মধ্যে ২,৭৩,৮৩২ হেঃ আবাদী জমি। মোট চাহিদা পূরণ করে প্রচুর ফসল উদ্বৃত থাকে যা নওগাঁ জেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে	নওগাঁ জেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অনাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও খরা হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
	কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই নওগাঁ জেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য নওগাঁ জেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে নওগাঁ জেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	নওগাঁ জেলাতে পুকুর, খাল, বিল, নদী ও জলাভূমি মিলে প্রচুর সংখ্যক জলাশয় মাছ উৎপাদনে সক্ষম। নওগাঁ জেলায় মোট ৪৩,৮৬০টি আবাদী পুকুর রয়েছে যার মধ্যে ৪৩,৮৬০টি মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুর (৭,৭০৫টি খাস পুকুর) যা থেকে উপজেলার মানুষ জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই নওগাঁ জেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে নওগাঁ জেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গো-খাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে। এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	নওগাঁ জেলায় ১ টি আধুনিক সদর হাসপাতাল, ১০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪০ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার, ৬১ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফডব্লিউসি) এবং ২টি এম.সি. ডব্লিউ. সি রয়েছে। এগুলো নওগাঁ জেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে নওগাঁ জেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থ্যসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	নওগাঁ জেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে নওগাঁ জেলার মানুষের জীবন জীবিকা অনেক উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে

প্রধান খাতসমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
		যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	নওগাঁ জেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। নওগাঁ জেলায় সরকারিভাবে প্রচুর বনায়ন রয়েছে যা নওগাঁ জেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	নওগাঁ জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই নওগাঁ জেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত “প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান” যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	নওগাঁ জেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট ৫৮৩১.৩২ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ৩৭১৬টি গভীর নলকূপসহ মোট ৫৩৫৩১ টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া ২১৩ টি হাটবাজার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো নওগাঁ জেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	নওগাঁ জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

নওগাঁ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নওগাঁ জেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে নওগাঁ জেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় নওগাঁ জেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে জেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে নওগাঁ জেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ২৬ এ দেখানো হয়েছে।

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

নওগাঁ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নওগাঁ জেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে নওগাঁ জেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে নওগাঁ জেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে নওগাঁ জেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ২৬ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটা আপদের জন্য আলাদা ভাবে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্তি ৯ থেকে দেখানো হয়েছে।

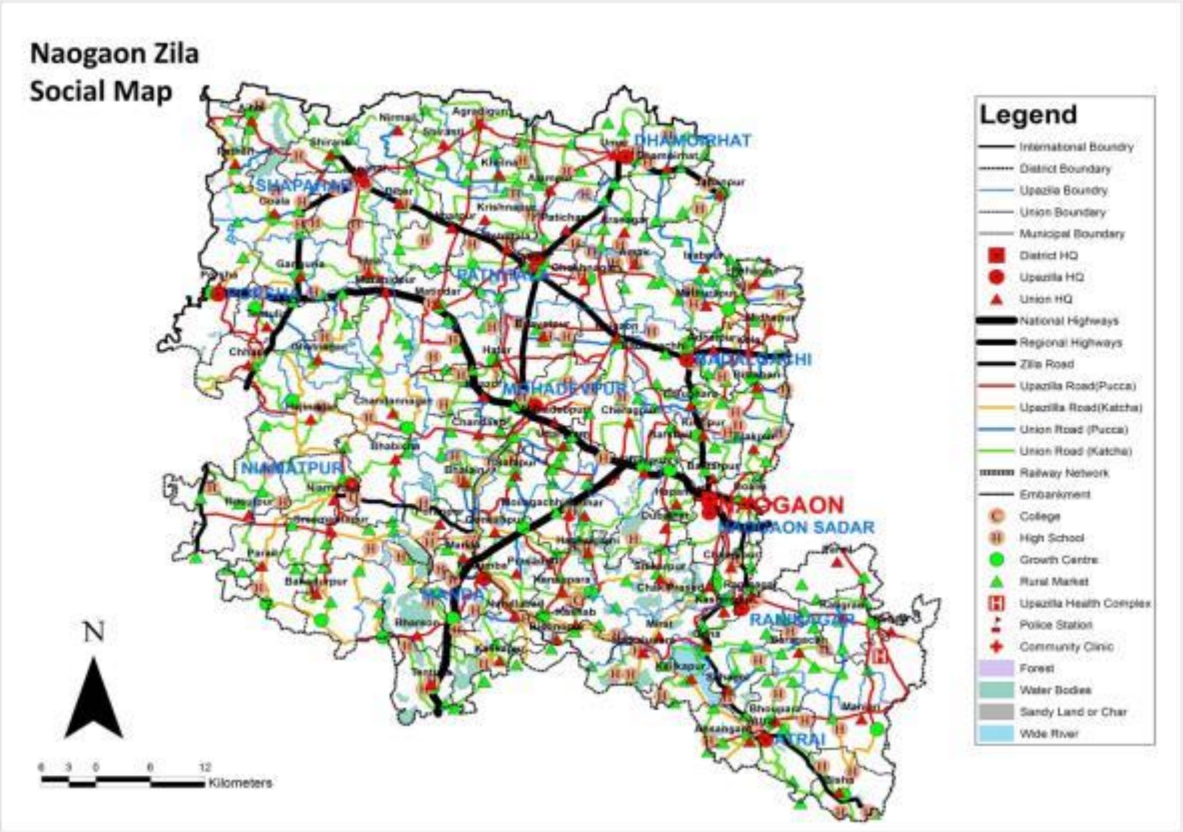
Naogaon Zila
Social Map
DHAMOIRHAT
PATNITALA
NIAMATPUR
NAOGAON
RANINAGAR
ATRAI
N
Kilometers
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazila HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Railway Network
Embankment
College
High School
Growth Centre
Rural Market
Upazilla Health Complex
Police Station
Community Clinic
Forest
Water Bodies
Sandy Land or Char
Wide River

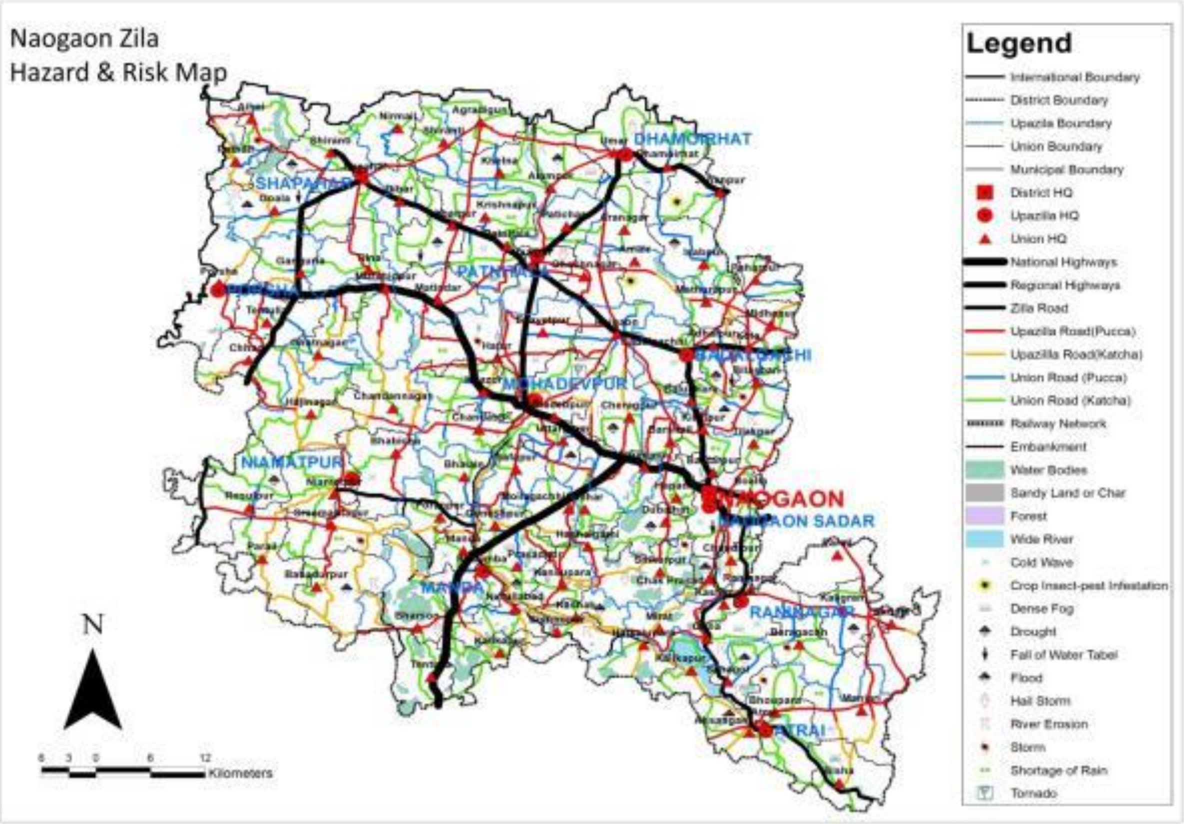

Naogaon Zila
Hazard & Risk Map
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazila HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Railway Network
Embankment
Water Bodies
Sandy Land or Char
Forest
Wide River
Cold Wave
Crop Insect-pest Infestation
Dense Fog
Drought
Fall of Water Tabel
Flood
Hail Storm
River Erosion
Storm
Shortage of Rain
Tornado
N
Kilometers
SHAPAHAR
DHAMOIRHAT
PATNITALA
BADALGACHHI
MOHADEVPUR
NIAMATPUR
NAOGAON
NAOGAON SADAR
MANDA
RANINAGAR
ATRAI

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

নওগাঁ জেলার খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ ,জৈষ্ঠ মাসে তীব্র রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায় ,অধিকাংশ টিউবয়েলে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব হয় না। এছাড়া জেলার ভেতর দিয়ে ৩টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা উজান থেকে ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস

পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

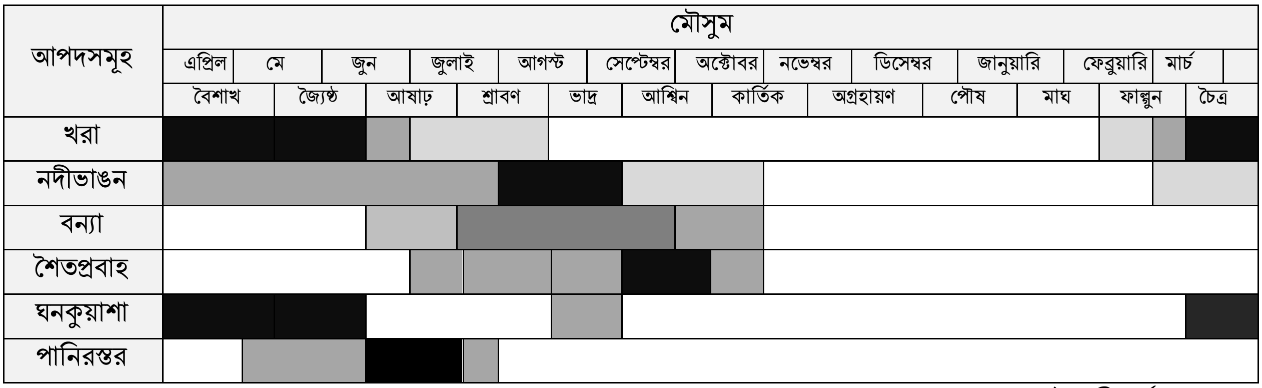

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়:

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। রাজশাহী জেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

নদীভাঙ্গনঃ নওগাঁ জেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গান প্রকট আকার ধারন করে।

পানির স্তরঃ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়াকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির

অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। মে মাস থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পানির স্তর নামতে থাকে এবং জুন থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত প্রকট আকার ধারন করে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ /দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি ,মৎস ,দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা।

জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগসমূহ							
	খরা	বন্যা	পানির স্তর	নদীভাঙন	শৈতপ্রবাহ	ঘনকুয়াশা	অনাবৃষ্টি	ঝড়
কৃষি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
মৎস্য	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
দিনমজুর	✓	✓		✓	✓	✓		
ব্যবসায়ী	✓	✓			✓	✓		

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ১২.

জেলার প্রতিটি আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস্যসম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ/কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
নদীভাঙ্গন	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
খরা	✓	✓	✓	✓					✓	
অনাবৃষ্টি	✓	✓	✓	✓					✓	
শৈত্যপ্রবাহ	✓		✓						✓	
ঘনকুয়াশা	✓		✓						✓	
পানির স্তর	✓		✓						✓	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ১৩.

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ট তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব।

প্রধান খাতসমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	এ জেলায় মোট জমির পরিমাণ ৩,৫০,৬৫১ হেঃ যার মধ্যে ২,৭৩,৮৩২ হেঃ আবাদী জমি। মোট চাহিদা পূরণ করে প্রচুর ফসল উদ্বৃত থাকে যা নওগাঁ জেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই নওগাঁ জেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	নওগাঁ জেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অনাবৃষ্টি, শৈতপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও খরা হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য নওগাঁ জেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে নওগাঁ জেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	নওগাঁ জেলাতে পুকুর, খাল, বিল, নদী ও জলাভূমি মিলে প্রচুর সংখ্যক জলাশয় মাছ উৎপাদনে সক্ষম। নওগাঁ জেলায় মোট ৪৩,৮৬০টি আবাদী পুকুর রয়েছে যার মধ্যে ৪৩,৮৬০টি মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুর (৭,৭০৫টি খাস পুকুর) যা থেকে উপজেলার মানুষ জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। তাই নওগাঁ জেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে নওগাঁ জেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গো-খাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে। এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	নওগাঁ জেলায় ১ টি আধুনিক সদর হাসপাতাল, ১০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪০ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার, ৬১ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফডব্লিউসি) এবং ২টি এম.সি. ডব্লিউ. সি রয়েছে।	দুর্যোগের ফলে নওগাঁ জেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থ্যসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	নওগাঁ জেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে নওগাঁ জেলার মানুষের জীবন জীবিকা অনেক উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
		সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	নওগাঁ জেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। নওগাঁ জেলায় সরকারিভাবে প্রচুর বনায়ন রয়েছে যা নওগাঁ জেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	নওগাঁ জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই নওগাঁ জেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত “প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান” যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	নওগাঁ জেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট ৫৮৩১.৩২ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ৩৭১৬টি গভীর নলকূপসহ মোট ৫৩৫৩১টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া ২১৩টি হাটবাজার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো নওগাঁ জেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।	নওগাঁ জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গানের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ, নওগাঁ জেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ- এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। নওগাঁ জেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ৩.১: নওগাঁ জেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
খরার কারণে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসূন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। নওগাঁ জেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা না থাকা - অতিরিক্ত তাপ, খরা ও বৃষ্টিহীনতা	-কৃত্রিম সেচের খরচ বহনে গরিব কৃষক - অপর্যাপ্ত শ্যালো মেশিন ও গভীর নলকুপের স্বল্পতা -অপর্যাপ্ত বনায়ন - খালগুলোতে পানি না থাকা	- খাল সংস্কার না করার কারণে - আত্রাই নদী ভরাট হওয়ার কারণে - পানির স্তর নীচে নামা যাওয়াতে
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে নওগাঁ জেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।	- উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে	-নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা -অপরিকল্পিত ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	- সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
খরার কারণে নদী, পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	- বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া - পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা না থাকা	-বিকল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানির ব্যাবস্থা না থাকা - পুকুর ভরাট ও শুকিয়ে যাওয়া - গাছপালা না থাকা	- স্থানীয় সরকারের এই বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব -বাজেটের সল্পতা - আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে উপজেলার কৃষি খাত বেশী	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে - অতিবৃষ্টির কারণে	- খাল ভরাট হয়ে যাওয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে খাল খনন না থাকার কারণে। - স্লুইচ গেটের স্বল্পতা

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।			
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- সচেতনার ব্যবস্থা না থাকার কারণে	- গবাদিপশুর চিকিৎসার অভাব।	- গবাদিপশুর চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	- অতিবৃষ্টি - বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে - ফারাক্কা খুলে দেওয়ার ফলে - উজানের ঢল নামার কারণে - আবহাওয়ার বিপর্যয়	- পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকা - খাল ও স্লুইসগেট না থাকা - খাল ভরাট হওয়া - অপরিকল্পিত চাষাবাদ	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদী ও খাল ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা - উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা না থাকা - প্রয়োজনীয় স্লুইসগেট না থাকা
খরা স্থায়ী হলে উপজেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।	- অতিরিক্ত খরা ও বৃষ্টি না হওয়া - সেচ ও পানি সংরক্ষন ব্যবস্থা না থাকা	-গভীর নলকূপ স্থাপন না করা ও গাছপালা না থাকা	-জনগণের অসচেতনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি -সরকারের বাজেটের কমতি
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও নওগাঁ জেলার কিছু মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশানঘাট, দকান ঘর, ধানের মিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	- উজানের ঢল - অতিবৃষ্টি - পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে - খাল ও পকুর ভরাট হওয়া	-খাল ও পকুর পনঃখননের কর্মসূচী না থাকা।
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা, পেঁপে, পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি, ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	- তীব্র বাতাসের সাথে অধিক বৃষ্টি	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে - গাছের গরা নরম হওয়া	- আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা - যথাযথ সরকারী উদ্দ্যোগের অভাব
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।	- হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া - প্রচন্ড গরমের কারণে	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছানো - পরিবেশ দূষণ	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন নীতিমালা না থাকা

কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।			
ঘনকুয়াশায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা, ভুট্টা, টমেটো, সবজি, পেঁয়াজ, রসূন, আলু, সরিষা, গম, ছোলা, মসুর, মরিচ, পান, আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব, অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছান - জনসচেতনতার অভাব	- কৃষি প্রশিক্ষনের অভাব	- সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক সরবরাহ না থাকা
নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	- অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হবার কারণে	- নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	- নদীর পাড় মজবুত না করা
নদীভাঙ্গনের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে - শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব - নদীর বাঁধ তদারকি বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে জেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছানো	- বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কারণে। - সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	- ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরি না করার কারণে। - সরকারিভাবে বৃক্ষ রোপণ নীতিমালা না থাকার কারণে।
বন্যায় কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে - উজানের ঢল নামার কারণে	- নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া - প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকার কারণে	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
উপজেলার নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গনের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে - শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে।	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব

মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।			- নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
নওগাঁ জেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।	- জনসচেতনতার অভাব	- চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বল্পতা	- স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

নওগাঁ জেলায় উপজেলা ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: নওগাঁ জেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
খরার কারণে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। নওগাঁ জেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা করা - বনায়নের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি করা - জলাশয়ের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা - গভীর নলকূপ স্থাপন ও সেচের ব্যবস্থা করা	- কৃষি পন্যের মূল্য কমানো - বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা - নদী খাল পুনঃখনন করা - জমিতে কম খরচে পানি সরবরাহের জন্য পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করা	- গুরুত্ব প্রদান সহ সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু নীতিনালা প্রয়গ করা -সুলভ মূল্যে কৃষি সামগ্রী বিতরন ও বাজার মূল্য নয়ন্ত্রন করা
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে নওগাঁ জেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।	- বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	- উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	- সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
খরার কারণে নদী, পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	-পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা - প্রচুর গাছপালা লাগানো	- অগভীর নলকূপ স্থাপন করা - বিকল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা করা - পুকুর পুনঃখনন করা - সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	- স্থানীয় সরকার, দাতাগোষ্ঠীর এই বিষয়ে বাজেট বৃদ্ধি সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে উপজেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা করা - সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	- খাল পুনঃখননের ব্যবস্থা করা - দখল হয়ে যাওয়া খাল গুলো উদ্ধার ও সংরক্ষন করা	- খাল পুনঃখনন, পাড় বাধাই ও গাছ লাগানো - সরকারের আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা - দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা।	- গবাদিপশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	- স্লুইস গেট খুলে দেওয়া - দ্রুত ফসল কাটা	-উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ - খাল পুনঃখনন করা - কালভাট ও বাঁধ নির্মাণ করা	-বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ করা - উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা - আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা
খরা স্থায়ী হলে উপজেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।	-জন সেচেতনতা সৃষ্টি করা	-চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে	-আগাম বার্তা পৌছানোর	-বসত বাড়ি পরিকল্পনা মাফিক	-বেড়ী বাঁধ নির্মাণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও নওগাঁ জেলার কিছু মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশানঘাট, দকান ঘর, ধানের মিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	ব্যবস্থা করা - নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া -জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	উঁচু স্থানে তৈরী করা - রাস্তা ঘাট উঁচু ও সংস্কার করার ব্যবস্থা করা	- খাল পুনঃখনন - স্লুইসগেট স্থাপনের ব্যবস্থা করা - কাঁচা রাস্তা সমূহ পাকা করার ব্যবস্থা করা
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা, পেঁপে, পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি, ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	- সময়মত আবহাওয়া বার্তা পৌ্ছানো ও বার্তার ব্যাখা সঠিকভাবে জানানো	- বার্তার ব্যাখার সাথে জনগণকে অভ্যন্ত করার ব্যবস্থা করা	- সরকারের সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে কৃষকদের প্রসিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করা
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	- সময় মত আবহাওয়া বার্তা পৌছানো ও বার্তার ব্যাখা - সঠিকভাবে জানানো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া	- ব্যপক ভাবে গাছ লাগানো - পরিবেশ দূষণ রোধ করা - বসত বাড়ি সংস্কার করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা - টেকসই বাড়ি নির্মাণ করা	- সরকারী ভাবে পরিবেশ দূষণ কারীদের জন্য আইন তৈরী ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন - স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির নীতিমালা গ্রহন
ঘনকুয়াশায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা, ভুট্টা, টমেটো, সবজি, পেঁয়াজ, রসূন, আলু, সরিষা, গম, ছোলা, মসুর, মরিচ, পান, আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব, অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	- আগাম বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা করা - জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা	- সময়োপযোগী বালাই নাশক ব্যাবহার করা - কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	- সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক সরবরাহ না থাকা - জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
নদীভাঙ্গানের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	- নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	- ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	- সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
নদীভাঙ্গানের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।	- টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা - বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে জেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করা	- বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা - সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	- ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। - সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণকরা
বন্যায় কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- বাঁধ তদারকি করা	- নদী ড্রেজিং করা - নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া
উপজেলার নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গনের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	- টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। - নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা - বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
নওগাঁ জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।	-জন সেচতনতা সৃষ্টি করা	- চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	- স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা - দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

নওগাঁ জেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেড়ে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	কারিতাস	প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগ বিষয়ে নওগাঁজেলায় কোন কাজ করছে না। তবে পরোক্ষ ভাবে ঝুঁকি নিরসনে অবদান রাখছে।	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
২	ব্রাক	ঐ	১২০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩	বিকাশ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪	কমিউনিটি রিফরম সার্ভিস (সিআরএস)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৫	তরুন সংঘ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৬	মহিলা সংহতি পরিষদ	ঐ	২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৭	ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ	ঐ	১৫০০ জন(আনু)	৩৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৮	স্বনির্ভর কর্মসংস্থা	ঐ	৮০০ জন(আনু)	২৫০০-৭০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৯	সচেতন	ঐ	৮০০ জন(আনু))	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
১০	নিষ্কৃতি	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১১	বস্তি উন্নয়ন কর্মসংস্থা	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১২	সেডাইপো	ঐ	৬০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
১৩	সামিট সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএসডিও)	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৪	সোসাল ইউনিটি ফর ভলান্টারী অর্গানাইজেশন(শুভ)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৫	প্রতিবন্ধী স্বেচ্ছাসেবী সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০ জন	০১ থেকে ০৫ বছর
১৬	পার্টনার	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০-২০০ জন	০১ থেকে ০৫ বছর
১৭	সিএমইএস, গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১৮	ভার্ক	ঐ	৭০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
১৯	সিডিও	ঐ	১২০০ জন(আনু))	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
২০	মুক্তি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	১টি ঘর	০১ থেকে ০৫ বছর
২১	আশা	ঐ	৯০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২২	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	ঐ	৯২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
২৩	স্বকর্ম সেবা সংস্থা	ঐ	২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৪	ডেসকোহ	ঐ	৮২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৫	আশার প্রদীপ সংস্থা	ঐ	৬৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৬	দেশ	ঐ	৪২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৭	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফউন্ডেশন	ঐ	২৯০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৮	সোনালী স্বপ্ন সংস্থা	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৯	অন্তর	ঐ	৫৮০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩০	বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সোসাইটি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩১	ওয়াল্ড ভিশন	ঐ	৭২০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩২	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৩	ওয়েভ ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৪	কৈননীয়া উইমেন্স ক্রেডিট প্রোগ্রাম	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৫	তরী ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৬	এসিডি	ঐ	৪০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৭	ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার	ঐ	৪৭০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৮	মানব কল্যাণ পরিষদ	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৯	প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভর সংস্থা	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৪০	টি.ডি.ই.	ঐ	৮০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪১	প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন।	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪২	দিশা	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪৩	এম এস পি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ, নওগাঁ, ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
১	সংকেত প্রচর করা	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)	৫০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২৫	৫	৪০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে।
২	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	প্রতি গ্রামে ১টি দল	১৪০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২৫	৫	৪০	৩০	
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১০০টি স্থানে (প্রতি ইউপি ও পৌরঃ এলাকার ১০টি স্থানে)	১০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২০	৫	৫০	২৫	
৪	দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)	৭০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২৫	৫	৪০	৩০	
৫	অস্থায়ী সম্পদ স্থানান্তর করা	২১৬ টি দল (প্রতি মৌজায় ১টি)	১০০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২৫	৫	৪০	৩০	
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ইউপি, পৌরসভা	অক্টোবর-মে	৪০	৫	২৫	৩০	
৭	মহড়ার আয়াজন	১০টি (প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলা/পৌরসভায় ১টি করে)	২০০০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫	৫	২০	৪০	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১টি দল ৮টি ইউপি ও ২টি পৌরঃ এলাকার জন্য	২০০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫	৫	২০	৪০	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ প্রস্তুত রাখা	শুকনো খাবার (মুড়ি, চিড়া)-৩ টন,	৩৫০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৪৫	৫	২০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
		চাল/ডাল- ৫ টন								
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১২৬ টি স্কুলে (সঃপ্রাঃবিঃ ৮৪টি + উঃবিঃ ৪২টি)	১২৬,০০০, ০০	প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৩৫	৫	১০	৫০	
১১	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC, UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		উপজেলা পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৩৫	৫	৩০	৩০	
১২	দুযোর্গের পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার (জেলেদের নিরাপদ স্থানে আসার জন্য জোর তাগিদ ঘের এর পাড় মজবুত করতে বলা মাছ ধরে বাজারে বিক্রয় করতে বলা পাকা ধান কর্তন, মাড়ায় করতে বলা খাড়া ধান মাটির সাথে পাড়িয়ে শুয়ে দেওয়া পশুদের নিরাপদ স্তানে নিয়ে আসতে বলা খাবার পানির টিউবওয়েলের মুখ ভালো ভাবে বেধে রাখা শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা)	প্রতি মৌজায় ১টি দল	১০০,০০০, ০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	দুযোর্গের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) খোলা	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারিত হবে	উপজেলা পরিষদে	জরুরী মুহূর্তে	১০০	-	-	-	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার	নিয়মিত (প্রতিদিন/ প্রতিঘন্টায়)		উপজেলা ব্যাপি	ঐ	৩৫	-	৩০	৩০	
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	পরিস্থিতি অনুসারে		উপজেলার সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ডে	ঐ	৫০	-	২৫	২৫	
৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী রাখা	১০ টি দল (৮ ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ঐ	ঐ	২৫	৫০	২৫	-	
৫	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা অনুসারে		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৬	চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৭	প্রাথমিক ত্রান বিতরন	ঐ		ঐ	ঐ	১০০	-	-	-	
৭	বিপদ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মহিলাদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	ঐ		ঐ	ঐ	-	৭৫	২৫	-	
৮	গবাদি পশু-পাখি রাখার স্থান উঁচু, খাবার, ওষুধ	ঐ		ঐ	ঐ	-	১০০	-	-	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
	মজুদ করা									
৯	জরুরী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১০	নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১১	স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১২	আলোবাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১৩	কৃষি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ		৩৫	৫	৩০	৩০	
১৪	বাসস্থান মেরামত করা	ঐ		ঐ	ঐ	-	-	-	-	
১৫	শিশু খাদ্য মজুদ করা, লবন, ভোজ্য তেল, দিয়াশলাই ও কেরোসিন তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা	ঐ			ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৬	আলগা চুলা ও শুকনা খড়ি মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৭	স্যালাইন তৈরির উপকরণ মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৮	নৌকা তৈরী ও মেরামত করা, ভেলা তৈরি করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৯	ঘড়ের বেড়া ও খুঁটি লাগানো/ মেরামত এবং মাচা উঁচু করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২০	জন প্রতি ১ টি রাবার টিউব/ বয়া সংগ্রহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
২১	টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খোলা মুখে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২২	অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, ম্যাচ, পানি, ফিটকারী, চিনি, স্যালাইন ইত্যাদি পলিথিনে মুরে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৩	নারিকেল গাছের ডাব ও পাকা নারিকেল থাকলে তা পেড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অথবা কলসীতে পানি ভরে মুখ মোটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৪	হাঁস মুরগী মজবুত খাঁচায় ভরে উঁচু গাছের (যে গাছ ভেঙ্গে বা উপরে পড়ার সম্ভাবনা নাই) সাথে বেধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৫	শক্ত গাছের সাথে কয়েক গাছা লম্বা মোটা শক্ত রশি বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৬	মহাবিপদ সংকেত পেলে ট্রলার ও নৌকা নিকটস্থ	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
	কোন জলায় বা পুকুরে ডুবিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা/ নৌকার মধ্যে মাটি ভরে রাখতে হবে									
২৭	মহাবিপদ সংকেত পেলে রেডিও/ টেলিভিশনে প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করা এবং ১৫ মিনিট পর পর খবর শুনতে থাকা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৮	মাছ ধরার জাল শক্ত গাছের সাথে পেঁচিয়ে রাখা অথবা পুকুরে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৯	যেসকল ঘর বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় প্রতিরোধক না, সে সকল ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে ঘরের ছাদ ও বেড়া খুলে মাটির উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়া রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৩০	দলিল পত্র ও টাকা পয়সা পলিথিনে মুরে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
১	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা ও ক্ষতির পরিমান অনুসারে	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	দূর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক সময়ে	৫০	২০	২৫	৫	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুর্ণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা হলে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৩০	১০	৫০	১০	
৩	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৫	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৬	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
১	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
২	জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৩	জনসেবা পুনরাম্ভ করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
৪	রাস্থা ঘাট তৈরি ও সংস্থার	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	২৫	০	০	৭৫	
৫	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	ঐ		উপজেলা, ইউপি ও পৌরসভা	ঐ	২৫	০	২৫	৫০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
১	পুকুর সংস্কার ও পাড় উঁচু করা এবং সরকারী জমিতে জলাধার খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা	৩ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	সাপাহার, গোয়ালা, শিরন্টি, পাতাড়ী, আইহাই, তিলনা	সেপ্টেম্বরমে-	২০	১০	২০	৫০	পানি ও জলের সুবিধা এবং মৎস্য উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে
		২ টি		ধামুইরহাট, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, আড়ানগর, ইসবপুর, জাহানপুর, খেলনা, উমার	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		ভারশোঁ, বিষ্ণুপুর, কাঁশোপাড়া, কশব, কুশুম্বা, মৈনম, নূরুল্যাবাদ	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		ভীমপুর, চাঁনদাশ, চেরাগপুর, এনায়েতপুর, হাতুর, খাজুর, মহাদেবপুর, সফাপুর, রাঁইগা ও উত্তরগ্রাম	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		আধাইপুর, বদলগাছী, পাহাড়পুর, বিলাসবাড়ী, কোলা, মথুরাপুর, বালুভরা, মিঠাপুর	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
২	খাল পুনঃখনন	১.৫০কি মি	বিস্তারিত পরিকল্পনা	ভারশোঁ, বিষ্ণুপুর, গণেশপুর, কালিকাপুর, কাঁশোপাড়া, কশব,	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	মৎস্য, কৃষি উৎপাদন সহ সারা বছর পানীয় জলের

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
			অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	কুশুম্বা, মৈনম, প্রসাদপুর, তেঁতুলিয়া ও মান্দা						সংস্থান
		১.৫০কি মি		আধাইপুর, বদলগাছী, পাহাড়পুর, বিলাসবাড়ী, কোলা, মথুরাপুর, বালুভরা, মিঠাপুর	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১.৫ কিমি		ধামুইরহাট, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, আড়ানগর, ইসবপুর, জাহানপুর, খেলনা, উমার	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৩ কিমি		সাপাহার, গোয়ালা, শিরন্টি, পাতাড়ী, আইহাই, তিলনা	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১০ কিমি		ভীমপুর, চাঁনদাশ, চেরাগপুর, এনায়েতপুর, হাতুর, খাজুর, মহাদেবপুর, সফাপুর, রাঁইগা ও উত্তরগ্রাম	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৩	স্লুইসগেট সংস্কার	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	আধাইপুর, বদলগাছী, পাহাড়পুর, বিলাসবাড়ী, কোলা, মথুরাপুর, বালুভরা, মিঠাপুর	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	পানি নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দুরীকরন।
				সাপাহার, গোয়ালা, শিরন্টি, পাতাড়ী, আইহাই, তিলনা		৩০	১০	২০	৪০	
				ভীমপুর, চাঁনদাশ, চেরাগপুর, এনায়েতপুর, হাতুর, খাজুর, মহাদেবপুর, সফাপুর, রাঁইগা ও উত্তরগ্রাম	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
				ধামুইরহাট, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, আড়ানগর, ইসবপুর, জাহানপুর, খেলনা, উমার	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
				ভারশোঁ, বিষ্ণুপুর, গণেশপুর, কালিকাপুর, কাঁশোপাড়া, কশব, কুশুম্বা, মৈনম, নূরুল্যাবাদ, পরাণপুর, প্রসাদপুর, তেঁতুলিয়া ও মান্দা	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৪	স্লুইসগেট নির্মাণ	১ টি		ধামুইরহাট, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, আড়ানগর, ইসবপুর, জাহানপুর, খেলনা, উমার	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
				ভীমপুর, চাঁনদাশ, চেরাগপুর, মহাদেবপুর, সফাপুর, রাঁইগা ও উত্তরগ্রাম	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৫	ড্রেন নির্মাণ	১.৫ কিমি		ভারশোঁ, বিষ্ণুপুর, গণেশপুর, মৈনম, নূরুল্যাবাদ, পরাণপুর, প্রসাদপুর, তেঁতুলিয়া ও মান্দা	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৬	বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণ	৬ কিমি		এনায়েতপুর, হাতুর, খাজুর, মহাদেবপুর, সফাপুর, রাঁইগা ও উত্তরগ্রাম	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	১ টি	৭ লক্ষ টাকা	আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়ন গুলোতে	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার ।
৮	আপদ সহনশীল ঘর নির্মাণ	জনসংখ্যা অনুসারে	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়ন গুলোতে	নভেম্বর- মে	৬০	--	১৫	২৫	
৯	বসতবাড়ির ভিটা উঁচু করা	ঐ			নভেম্বর- মে	২০	--	--	৮০	
১০	দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	ঐ		আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়নসহ জেলার সবগুলো উপজেলাতে	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১১	বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	ঐ		আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়নসহ জেলার	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
				সবগুলো উপজেলাতে						
১২	বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন	ঐ		আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়নসহ জেলার সবগুলো উপজেলাতে	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৩	বাড়ীর আশেপাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো	ঐ		আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়নসহ জেলার সবগুলো উপজেলাতে	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৪	গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা	ঐ		আত্রাই উপজেলা ও সাপাহার উপজেলার ইউনিয়নসহ জেলার সবগুলো উপজেলাতে	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৫	মৌসুম শুরুর সাথে সাথে চাষাবাদ শুরু ও সল্প মেয়াদি ফসলের বীজ বপন	ঐ		সাপাহার, গোয়ালা, শিরন্টি, পাতাড়ী, আইহাই, তিলনা	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিলঃ ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিক	পদবী	সদস্য	মোবাইল
০১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি	০৭৪১-৬২৫২৩ ০১৭১৫২৯২৩৭৭
০২	এম.পি	উপদেষ্টা	---
০৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নওগাঁ জেলা	সদস্য	০১৭১০-৮১৪৩৬৭
০৪	নির্বাহী অফিসার, মান্দা	সদস্য	০১৭১৩৭৮৫৮৮৬
০৫	নির্বাহী অফিসার, মহাদেবপুর	সদস্য	০১৭৭৪৯১৪৮৪৯
০৬	নির্বাহী অফিসার, সাপাহার	সদস্য	০১৭১২০৮৩২৮১
০৭	নির্বাহী অফিসার, রানীনগর	সদস্য	০১৭১১৪৬০৮৩৩
০৮	নির্বাহী অফিসার, ধামুইরহাট	সদস্য	০১৮২৭১১১৮৮৮
০৯	নির্বাহী অফিসার	সদস্য	০১৭১১৪৬০৮৩৩
১০	নির্বাহী অফিসার, নিয়ামতপুর	সদস্য	০১৭১১৩৭২১৫০
১১	নির্বাহী অফিসার, বদলগাছী	সদস্য	০১৭১১১৯০৬৯৩
১২	নির্বাহী অফিসার	সদস্য	০১৭১২১১২৬২৯
১৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	সদস্য	০১৭১১৯৬০৯০৮
১৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সাপাহার	সদস্য	০১৭১৭৫৬৬৪৩২
১৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	সদস্য	০১৭২৫০৮৫২৯৫
১৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	সদস্য	০১৭১৫১৫৫৯৪০
১৭	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, নওগা সদর	সদস্য	০১৬১১৯৫৪৮৯৭
১৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৯৪৮৫৮৬
১৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৫৭০১৯৫
২০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৫৭০১৯৫
২১	জেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬২৯৮৫২৭
২২	জেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২০১৯২৯৮১
২৩	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৪৫১৬৯৯
২৪	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৪৩৯৫৯৩
২৫	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১১৯০৬৯৩
২৬	পরিচালক বি,আর,ডি,বি	সদস্য	০১৭১৬৫৫২৪৪৩
২৭	উপজেলা চেয়ারম্যান, রানীনগর	সদস্য	০১৭১১৪১৬১৭১
২৮	পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন	সদস্য	০১৭১৮০৩০৫২৭
২৯	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩৭১৯৬৩৩
৩০	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০৭৪১-৬২৪৩৯১/ ০১৯১১৭৭৫২৫২
৩১	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য	১৫৫৮৩৫৪০৩৭
৩২	সিভিল সার্জন	সদস্য	০৭৪১-৬২৩০৩/ ০১৭১২২২৬৭৩৭

ক্রমিক	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩৩	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নওগাঁ।	সদস্য	০৭৪১-৬২৪৮৫
৩৪	সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট ও জেলা কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনী নওগাঁ।	সদস্য	০১৭৩০০৩৮০৯৪
৩৫	জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	---

তথ্যসূত্র: নওগা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪.১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই জেলা / উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গো কমপক্ষে ৩/ ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা / উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ / জেলা সদরের সঙ্গো সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
  দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা / উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২. আপদ কালিন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি উপজেলা থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক উপজেলার কাউন্সিলর সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি উপজেলা পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিক ভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক জেলার কাউন্সিলরগন তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব উপজেলার কাউন্সিলর সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগ প্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- জেলা পরিষদ কাউন্সিলরগন বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারী র সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়র দায়িত্ব উপজেলা চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- জেলা প্রাণি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণিচিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণিচিকিসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাসপ্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা প্রবণ এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবেনদুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ জেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
ধামইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
উমার ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
আড়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	২০০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
বদলগাছিইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মথুরাপুরইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
পাহাড়পুরইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মিঠাপুরইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	২০০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
কোলাইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
বিলাসবাড়িইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
আধাইপুরইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
বালুভরাইউনিয়নপরিষদ	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
ভালাইন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
ভারশোঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
গনেশপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
কাঁশোপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
কশব ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
কুশুম্বা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মৈনম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মান্দা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
নূরুল্যাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	২০০০-৫০০০ জন	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
		(আনুমানিক)	
পরানপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	--
প্রসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মোঃ হামিদুর রহমান	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মোঃ তরিকুল ইসলাম	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
রফিকুল ইসলাম	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
আব্দুর রহমান কল্লোল	নওগাঁ	২০০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
মোঃ জিল্লির রহমান	নওগাঁ	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ,নওগাঁ, ২০১৪

মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নওগা	১০০০-০০০ জন (আনুমানিক)	--
আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নওগা	১০০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	--

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,নওগাঁ, ২০১৪

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
পাতাড়ী স্কুল কাম শেল্টার	নওগা	৮৫০ জন (আনুমানিক)	---
আইহাই স্কুল কাম শেল্টার	নওগা	৮৫০ জন (আনুমানিক)	---
গোয়ালা স্কুল কাম শেল্টার	নওগা	৮৫০ জন (আনুমানিক)	---

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,নওগাঁ, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
মহিষ বাথান	নওগা	১০০০০-১৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
সুজাইল মোড়	নওগা	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
পাঠাকাটা	নওগা	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
শিবগঞ্জহাট	নওগা	৫০০০-১০০০০ জন (আনুমানিক)	---
খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ	নওগা	২৫০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
বদলগাছিইউনিয়নপরিষদ	নওগা	২০০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
মথুরাপুরইউনিয়নপরিষদ	নওগা	২৫০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
বিলাসবাড়িইউনিয়নপরিষদ	নওগা	২৫০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---
মিঠাপুকুর থেকে পাঠাকাটা হাট পর্যন্ত(বিষ্ণুপুর-..)	নওগা	২৫০০-৫০০০ জন (আনুমানিক)	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	জেলা	ধরন ক্ষমতা	মন্তব্য
গোয়ালা	নওগা	২০০০-২৫০০ জন (আনুমানিক)	---
আইহাই	নওগা	২০০০-২৫০০ জন (আনুমানিক)	---
পাতাড়ী	নওগা	২০০০-২৫০০ জন (আনুমানিক)	---

তথ্য সূত্র: এলজিইডি,নওগাঁ, ২০১৪

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)

- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	পাতাড়ী স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫৮২৭	---
	গোয়ালা স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬৬৯২	---
	আইহাই স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫৩৮২	---
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র,	আব্দুল মতিন (গোয়ালা)	০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০ --	---
	আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ মতিউর রহমান (আইহাই)	০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০	---

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	উপজেলা পরিষদ ভবন	উপজেলা চেয়ারম্যান		
	নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
	হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬	---
	খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬	---
	চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---
	রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	০১৭১২ ২১৮ ০২১	---
	এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মেহেদী হাসান	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩	---
	সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯	---
	উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০	---
	চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ কুন্ডু	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২	---
	ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬	---
	ধামইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ ওয়াজেদ আলী কবির	০১৭১৬ ৯৬৩০৬০	---
	আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	০১৭২৮ ৭৭২৭২৪	---
	উমার ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ হেলাল হোসেন	০১৭৪৮ ৬৮৭৭৭৩	---
	আড়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কমল	০১৭১৯ ৮৯৮০০৭	---
	জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ ওসমান আলী	০১৭১৫ ৪৬৪৭২৬	---
	ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আবু ওয়াদুদ	০১৭১৪ ৫০৫১৮৬	---
	খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আলহিল মাহমুদ	০১৭১৯ ০৩৬০০০	---
	আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আব্দুল মান্নান	০১৭১২ ৪১৮৪৭৭	---
	বদলগাছিইউনিয়নপরিষদ	এমএমগফুর	০১৭১১৯৮২৪৩৩	---
	মথুরাপুরইউনিয়নপরিষদ	মোঃআব্দুলহাদিচৌধুরী	০১৭১১১৯২৯৭৭	---
	পাহাড়পুরইউনিয়নপরিষদ	মোঃসুলতানমাহমুদসরদার	০১৭২১৭১৮৫৯০	---
	মিঠাপুরইউনিয়নপরিষদ	মীরমহিউদ্দীনআলমগীর	০১৭১৩৭৬০০১০	---
	কোলাইউনিয়নপরিষদ	মোঃগোলামরব্বানী (মুকুল)	০১৭২৬৬৪২৮৯৪	---
	বিলাসবাড়িইউনিয়নপরিষদ	মোঃএমরানহোসেনখান	০১৭১৩৭৩১৫৩৪	---
	আধাইপুরইউনিয়নপরিষদ	মোঃছামসুলআলমখান	০১৭১৩৭১৯৪৬৬	---
	বালুভরাইউনিয়নপরিষদ	মোঃআলএমরানহোসেন	০১৭১৩৭৩১৫৩৪	---
	ভালাইন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৯২২ ৫১৮৪১১	---
	ভারশোঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শারিকুল ইসলাম	০১৭৩৯ ৪১০১৮২	---
	বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২	---
	গনেশপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বাবুল	০১৭১৩ ৭৬০২০৭	---
	কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৩ ৭৬১৭২২	---

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	ভবন			
উঁচু রাস্তা	মহিষ বাথান	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
	সুজাইল মোড়	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
	পাঠাকাটা	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
	শিবগঞ্জহাট	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---
	খেলনাইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আলহিল মাহমুদ	০১৭১৯ ০৩৬০০০	---
	বদলগাছিইউনিয়নপরিষদ	এমএমগফুর	০১৭১১৯৮২৪৩৩	---
	মথুরাপুরইউনিয়নপরিষদ	মোঃআব্দুলহাদিচৌধুরী	০১৭১১১৯২৯৭৭	---
	বিলাসবাড়িইউনিয়নপরিষদ	মোঃএমরানহোসেনখান	০১৭১৩৭৩১৫৩৪	---
	মিঠাপুকুর থেকে পাঠাকাটা হাট পর্যন্ত(বিষ্ণুপুর-..)	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২	---
	গোয়ালা	মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
	আইহাই	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	--
	পাতাড়ী	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	--

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ,নওগাঁ, ২০১৪

৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা)যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে(

টেবিল ৪.৫: জেলার সম্পদের তালিকা

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	০৬	ইউ,এন,ও	মান্দা উপজেলায়-২টি,আত্রাই উপজেলায়-৪টি ।
গোডাউন	৩৭	জেলা প্রশাসক	মালামাল সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
গাড়ি	২৬	জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা	জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত সরকারী গাড়ী।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

জেলা পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা উপজেলা পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ জেলা পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (উপজেলা কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- জেলা পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে উপজেলা পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে জেলা পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। জেলা পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	চেয়ারম্যান	০১৭১৫২৯২৩৭৭
২	মোঃ আনওয়ার হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭১০-৮১৪৩৬৭
৩	ড.নুরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৬২৯৮৫২৭
৪	আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২৪৩৯৫৯৩
৫	ডাঃ কস্তুরী আমিনা কুইন	সদস্য	০১৭১১১৯০৬৯৩

তথ্য সূত্রঃ নওগা জেলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	চেয়ারম্যান	০১৭১৫২৯২৩৭৭
২	মোঃ আনওয়ার হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭১০-৮১৪৩৬৭
৩	দিলরুবা আক্তার	মহিলা সদস্য	০১৯১১৭৭৫২৫২
৪	ডাঃ মোঃ আলাউদ্দিন	সরকারী কর্মকর্তা	০১৭১২২২৬৭৩৭
৫	মোঃআবু বক্কর সিদ্দীক	এনজিও প্রতিনিধি (BRAC)	০১৭১৩৭১৯৬৩৩
৬	মোঃ রবিউল আহসান	সদস্য	০৭৪১-৬২৪৮৫
৭	মোঃ আলী আজগর	সদস্য	১৫৫৮৩৫৪০৩৭

তথ্য সূত্রঃ নওগা জেলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২৫০৩৮২ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও জেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ১১টি উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৩৮৫ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৬৬৯২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নওগাঁ জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২২২৫৬৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ২২২৫৬৩ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে নওগাঁ জেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৮৭৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	নওগাঁ জেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৫২৫৩৬ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। নওগাঁ জেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৮২০৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ১১টি উপজেলায় প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	নওগাঁ জেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে নওগাঁ জেলায় প্রায় ৫০% জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, পানির স্তর নিচে নামা, বজ্রপাত, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে নওগাঁ জেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে নওগাঁ জেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নওগাঁ জেলায় ১১টি উপজেলায় প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২৫০৩৮২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩৬২৭.২৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ১১টি উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৭৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রূত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	সভাপতি	০১৭১৫ ২৯২৩৭৭
২	---	উপদেষ্টা	---
৩	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	সদস্য	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	সদস্য	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৫	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৬	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৭	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৮	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
১০	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
১১	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১২	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১৩	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১৪	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৫	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৬	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
১৭	মোঃ দেলদার হোসেন	সদস্য	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
১৮	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সদস্য	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
১৯	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
২০	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
২১	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
২২	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
২৩	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
২৪	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
২৫	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
২৬	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
২৭	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫
২৮	মোঃ অলি আহম্মেদ রুমি চৌধুরী	সদস্য	
২৯	মোঃ হোসেন সওকত	সদস্য	
৩০	জনাব ডেজি বেগম	সদস্য	০১৭১২ ২৬৪ ৭১৬
৩১	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৩২	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭
৩৩	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	সদস্য	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০
৩৪	মীর মহিউদ্দীন আলমগীর	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০ ০১০
৩৫	মোঃ গোলাম রব্বানী (মুকুল)	সদস্য	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪
৩৬	মোঃ এমরান হোসেন খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪
৩৭	মোঃ ছামসুল আলম খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭১৯ ৪৬৬
৩৮	মোঃ আল এমরান হোসেন	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১৫৩৪
৩৯	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৪০	মোঃ আরিফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ৫৭০ ১৯৫
৪১	অধ্যাপক আব্দুর রশিদ	সদস্য	০১৭১৬৮৪৪৫৯১
৪২	জনাব শাহানা আখতার জাহান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৮৫৮৮৬
৪৩	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৪৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০
৪৫	মোঃ ফারুক হোসেন মোল্ল্যা	সদস্য	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২
৪৬	মোঃ এজাজ আহমেদ হিন্দোল	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০২০৭
৪৭	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৮ ৫৭৫৬৩৭
৪৮	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	০১৭৫৭ ৯৬১৮৩৬
৪৯	মোঃ ফয়েজ উদ্দীন সরদার	সদস্য	০১৭১১ ৪৭৯০৪৬
৫০	মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭৯৪০১
৫১	এ.কে.এম নাজমুল হক (নাজু)	সদস্য	০১৭১০ ৮৭৪০৮১
৫২	এস.এম রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬১৭২২
৫৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০
৫৪	মোঃ ইয়াদআলী	সদস্য	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫
৫৫	মোঃ খয়বর আলী প্রামাণিক	সদস্য	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২
৫৬	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৫৭	জনাব মোঃ আবু-লোহেল-আল মামুন	**সদস্য**	০১৭১১০৩২০৮৯
৫৮	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
৫৯	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সদস্য	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৬০	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৬১	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৬২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬৩	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৬৪	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৬৫	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৬৬	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নওগাঁ, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	সভাপতি	০১৭১৫ ২৯২৩৭৭
২	---	উপদেষ্টা	---
৩	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	সদস্য	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	সদস্য	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৫	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৬	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৭	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৮	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
১০	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
১১	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১২	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১৩	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১৪	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৫	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৬	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
১৭	মোঃ দেলদার হোসেন	সদস্য	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
১৮	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সদস্য	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
১৯	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
২০	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
২১	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
২২	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
২৩	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
২৪	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
২৫	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
২৬	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
২৭	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫
২৮	মোঃ অলি আহম্মেদ রুমি চৌধুরী	সদস্য	
২৯	মোঃ হোসেন সওকত	সদস্য	
৩০	জনাব ডেজি বেগম	সদস্য	০১৭১২ ২৬৪ ৭১৬
৩১	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৩২	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭
৩৩	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	সদস্য	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০
৩৪	মীর মহিউদ্দীন আলমগীর	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০ ০১০
৩৫	মোঃ গোলাম রব্বানী (মুকুল)	সদস্য	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪
৩৬	মোঃ এমরান হোসেন খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪
৩৭	মোঃ ছামসুল আলম খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭১৯ ৪৬৬
৩৮	মোঃ আল এমরান হোসেন	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১৫৩৪
৩৯	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
৪০	মোঃ আরিফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ৫৭০ ১৯৫
৪১	অধ্যাপক আব্দুর রশিদ	সদস্য	০১৭১৬৮৪৪৫৯১
৪২	জনাব শাহানা আখতার জাহান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৮৫৮৮৬
৪৩	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৪৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০
৪৫	মোঃ ফারুক হোসেন মোল্ল্যা	সদস্য	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২
৪৬	মোঃ এজাজ আহমেদ হিন্দোল	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০২০৭
৪৭	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৮ ৫৭৫৬৩৭
৪৮	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	০১৭৫৭ ৯৬১৮৩৬
৪৯	মোঃ ফয়েজ উদ্দীন সরদার	সদস্য	০১৭১১ ৪৭৯০৪৬
৫০	মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭৯৪০১
৫১	এ.কে.এম নাজমুল হক (নাজু)	সদস্য	০১৭১০ ৮৭৪০৮১
৫২	এস.এম রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬১৭২২
৫৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০
৫৪	মোঃ ইয়াদআলী	সদস্য	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫
৫৫	মোঃ খয়বর আলী প্রামাণিক	সদস্য	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২
৫৬	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৫৭	জনাব মোঃ আবু-লোহেল-আল মামুন	**সদস্য সচিব**	০১৭১১০৩২০৮৯
৫৮	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্‌ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
৫৯	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৬০	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৬১	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৬২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬৩	মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৬৪	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৬৫	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৬৬	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নওগাঁ, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	সভাপতি	০১৭১৫ ২৯২৩৭৭
২	---	উপদেষ্টা	---
৩	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	সদস্য	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	সদস্য	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৫	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৬	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৭	মোঃ আকবর আলী মণ্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৮	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
১০	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১১	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১২	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১৩	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১৪	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৫	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৬	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
১৭	মোঃ দেলদার হোসেন	সদস্য	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
১৮	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সদস্য	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
১৯	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
২০	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
২১	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
২২	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
২৩	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
২৪	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
২৫	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
২৬	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
২৭	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫
২৮	মোঃ অলি আহম্মেদ রুমি চৌধুরী	সদস্য	---
২৯	মোঃ হোসেন সওকত	সদস্য	---
৩০	জনাব ডেজি বেগম	সদস্য	০১৭১২ ২৬৪ ৭১৬
৩১	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৩২	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭
৩৩	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	সদস্য	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০
৩৪	মীর মহিউদ্দীন আলমগীর	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০ ০১০
৩৫	মোঃ গোলাম রব্বানী (মুকুল)	সদস্য	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪
৩৬	মোঃ এমরান হোসেন খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪
৩৭	মোঃ ছামসুল আলম খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭১৯ ৪৬৬
৩৮	মোঃ আল এমরান হোসেন	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১৫৩৪
৩৯	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৪০	মোঃ আরিফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ৫৭০ ১৯৫
৪১	অধ্যাপক আব্দুর রশিদ	সদস্য	০১৭১৬৮৪৪৫৯১
৪২	জনাব শাহানা আখতার জাহান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৮৫৮৮৬
৪৩	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৪৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০
৪৫	মোঃ ফারুক হোসেন মোল্ল্যা	সদস্য	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২
৪৬	মোঃ এজাজ আহমেদ হিন্দোল	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০২০৭
৪৭	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৮ ৫৭৫৬৩৭
৪৮	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	০১৭৫৭ ৯৬১৮৩৬
৪৯	মোঃ ফয়েজ উদ্দীন সরদার	সদস্য	০১৭১১ ৪৭৯০৪৬
৫০	মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭৯৪০১
৫১	এ.কে.এম নাজমুল হক (নাজু)	সদস্য	০১৭১০ ৮৭৪০৮১
৫২	এস.এম রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬১৭২২
৫৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
৫৪	মোঃ ইয়াদআলী	সদস্য	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫
৫৫	মোঃ খয়বর আলী প্রামাণিক	সদস্য	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২
৫৬	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৫৭	জনাব মোঃ আবু-লোহেল-আল মামুন	সদস্য	০১৭১১০৩২০৮৯
৫৮	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্‌ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
৫৯	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সদস্য	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৬০	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৬১	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৬২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬৩	মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৬৪	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৬৫	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৬৬	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নওগাঁ, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এনামুল হক	সভাপতি	০১৭১৫ ২৯২৩৭৭
২	---	উপদেষ্টা	---
৩	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	সদস্য	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	সদস্য	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৫	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৬	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৭	মোঃ আকবর আলী মণ্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৮	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
১০	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
১১	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১২	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১৩	শেখ শাহ্‌ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১৪	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৫	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৬	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
১৭	মোঃ দেলদার হোসেন	সদস্য	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
১৮	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সদস্য	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
১৯	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
২০	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
২১	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
২২	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
২৩	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
২৪	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
২৫	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
২৬	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
২৭	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫
২৮	মোঃ অলি আহম্মেদ রুমি চৌধুরী	সদস্য	---
২৯	মোঃ হোসেন সওকত	সদস্য	---
৩০	জনাব ডেজি বেগম	সদস্য	০১৭১২ ২৬৪ ৭১৬
৩১	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৩২	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭
৩৩	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	সদস্য	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০
৩৪	মীর মহিউদ্দীন আলমগীর	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০ ০১০
৩৫	মোঃ গোলাম রব্বানী (মুকুল)	সদস্য	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪
৩৬	মোঃ এমরান হোসেন খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪
৩৭	মোঃ ছামসুল আলম খান	সদস্য	০১৭১৩ ৭১৯ ৪৬৬
৩৮	মোঃ আল এমরান হোসেন	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩১৫৩৪
৩৯	এম এম গফুর	সদস্য	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩
৪০	মোঃ আরিফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ৫৭০ ১৯৫
৪১	অধ্যাপক আব্দুর রশিদ	সদস্য	০১৭১৬৮৪৪৫৯১
৪২	জনাব শাহানা আখতার জাহান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৮৫৮৮৬
৪৩	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৪৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০
৪৫	মোঃ ফারুক হোসেন মোল্ল্যা	সদস্য	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২
৪৬	মোঃ এজাজ আহমেদ হিন্দোল	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬০২০৭
৪৭	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৮ ৫৭৫৬৩৭
৪৮	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	০১৭৫৭ ৯৬১৮৩৬
৪৯	মোঃ ফয়েজ উদ্দীন সরদার	সদস্য	০১৭১১ ৪৭৯০৪৬
৫০	মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭৯৪০১
৫১	এ.কে.এম নাজমুল হক (নাজু)	সদস্য	০১৭১০ ৮৭৪০৮১
৫২	এস.এম রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৩ ৭৬১৭২২
৫৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০
৫৪	মোঃ ইয়াদআলী	সদস্য	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫
৫৫	মোঃ খয়বর আলী প্রামাণিক	সদস্য	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২
৫৬	মোঃ শরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২২ ৫১৮৪১১
৫৭	জনাব মোঃ আবু-লোহেল-আল মামুন	সদস্য	০১৭১১০৩২০৮৯
৫৮	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
৫৯	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সদস্য	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৬০	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৬১	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৬২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬৩	মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৬৪	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৬৫	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৬৬	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নওগাঁ, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও/ টিভির মাধ্যমে ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত “ছক” (চেক লিস্ট) পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

- **প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।**

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
	উপজেলাপ খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
	১ থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
	উপজেলাপ ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	✓
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	✓
	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	✓
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓

সংযুক্তি ২

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা	সদস্য
০১	জেলা প্রশাসক	১	সভাপতি
০২	জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা	১	সদস্য
০৩	জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ (পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, উপ-পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ), জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নির্বাহী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), নির্বাহী প্রকৌশলী(স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী বিভাগ), উপ-পরিচালক(সমাজসেবা), উপ-পরিচালক(যুব উন্নয়ন), জেলা সমবায় কর্মকর্তা, এ্যাডজুটেন্ট(আনসার ও ভিডিপি), জেলা তথ্য কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী(পানি উন্নয়ন বোর্ড), নির্বাহী প্রকৌশলী(গণপুর্ত), নির্বাহী প্রকৌশলী(সড়ক ও জনপথ), সহকারী পরিচালক/উপ-সহকারী পরিচালক(ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স), বিসিকের জেলা প্রতিনিধি, জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা,(জেলা প্রশাসক মনোনীত)	২১	সদস্য
০৪	জেলা সদরের পৌরসভার মেয়র (যদি থাকে)	১	সদস্য
০৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ (সকল)	---	সদস্য
০৬	মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
০৭	রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
০৮	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
০৯	এন.জি.ও এর প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এন.জি.ও এর প্রতিনিধি)	৩	সদস্য
১০	জেলা পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি (প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আইনজীবী সমিতির সভাপতি, চেম্বার বা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কলেজ/মাদ্রাসার অধ্যক্ষ)	৪	সদস্য
১১	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	---	সদস্য
১২	জেলা স্কাউটস এর প্রতিনিধি	১	সদস্য
১৩	জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা	১	সদস্য সচিব

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ,নওগাঁ, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

উপজেলা সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	উপজেলা	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ নাজিমউদ্দীন সরকার	মোঃ নরিম উদ্দীন সরকার	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১২ ৯৫৯৭০৫
০২	মোঃ আবু হাসান, চেরাগপুর	---	মহাদেবপুর	নাই	০১৭২৪ ৩৮৪৫৪০
০৩	মোসাঃ মোয়ারা বেগম	ওয়াহিদুর ইসলাম	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৪০ ১৬৭৩৭১
০৪	মোঃ মজাফর হোসেন, নওগাঁ	মোঃ মফেজ সরদার	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৩ ৭৪৪৭৪০
০৫	মোঃ ইনুসার রহমান	লুৎফর রহমান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৪ ৪৬০৪০০
০৬	মোসাঃ দিলরুবা খানম	ডা. লুৎফর রহমান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৫৩ ৬১৫৬৯৬
০৭	মোঃ রইস উদ্দীন, উত্তরগ্রাম	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৪ ৬৮২০৩৪
০৮	মোঃ মিজানুর রহমান	কাজিমউদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৩ ৭২১৮৬৯
০৯	মোসাঃ রেবেকা খাতুন	মোঃ মিয়াজ উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৫ ৯৪৬১৬০
১০	মোঃ আয়ুব আলী, খাজুর	মোঃ ছমের আলী	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৪৫ ১৭২৮২৩
১১	মোঃ আরিফুল ইসলাম	মোঃ হাবিবুর রহমান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৩ ২৮৮৪০৮
১২	মোসাঃ আলফুল নেসা	মোঃ সুলাইমান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭২৬ ৩২৫১৫৫
১৩	মোঃ রেজাউল করিম, রাইগাঁ	আব্দুস সাত্তার	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৫ ৬২১২৮০
১৪	মোঃ আব্দুর রহিম	আব্দুল মন্ডল	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৯ ৫৬৯৫৬৫
১৫	মোসাঃ রেশমা আক্তার	আব্দুস সালাম	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৯ ৭৫১৩৭৪
১৬	মোঃ আব্দুল হান্নান, এনায়েতপুর	আব্দুর রহমান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৪০ ৮৬৯৬৬৭
১৭	মোঃ আয়ুব হোসেন	বছির উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭২৪ ৮৪০৬১৫
১৮	মোসাঃ রেহেনা পারভীন	হারুনুর রশীদ	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৪৩ ৪৪৯১৮৭
১৯	মোঃ একরামুল হক, চাঁন দাশ	মোঃ ইছামুদ্দীন দেওয়ান	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৫৪ ৩৪৭২৫৭
২০	মোঃ সমসের আলী	নূর মোহম্মাদ	মহাদেবপুর	নাই	০১৯২৯ ১৪৩৬৪৪
২১	মোসাঃ তাছলিমা	মোঃ শাইকুল ইসলাম	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৪৯ ৭৮৭৮১৩
২২	মোঃ আলামুদ্দীন সরকার, ভীমপুর	মোঃ মফিজ উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৩ ৭৮৭৪৮৩
২৩	মোঃ আনোয়ারা হোসেন	মোঃ কারমুল ইসলাম	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৩ ১০০৫২২
২৪	শ্রী আধীর চন্দ্র	রঘু মন্ডল	মহাদেবপুর	নাই	০১৭২৫ ০২০২৯২
২৫	মোঃ আব্দুল হাকিম, সফাপুর	বছির উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৯১২ ৪৪৭৯৫৩
২৬	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	ফকির উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭১৯ ৮৬৬১৪৬
২৭	মোসাঃ রহিমা বেগম	মুসলিম উদ্দীন	মহাদেবপুর	নাই	০১৭৩৯ ৭৩৫৩১২
২৮	হাতুর	--	মহাদেবপুর	নাই	--
২৯	--	--	মহাদেবপুর	নাই	--
৩০	--	--	মহাদেবপুর	--	--
৩১	মোঃ গোলাম মওলা	মোঃ নেছার আলী মন্ডল	ধামুইরহাট	নাই	০১৯১৫ ৩৪৩১১৬
৩২	মোঃ হায়দার আলী	---	ধামুইরহাট	নাই	০১৭১৪ ৩১৪৬১৬
৩৩	মোঃ জাকারিয়া	---	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২৮ ৩৭৬২৫৬
৩৪	শ্রী সুরেন চন্দ্র, আলমপুর	শ্রী রামপ্রসাদ	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৩৬ ৭৫৩১৯২
৩৫	মোঃ সোহরাফ	মোঃ কাদের	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৪৭ ৮৭২২৯৭
৩৬	মোঃ আতিয়ার	মোঃ ইজামুদ্দীন	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৬৭ ৪০০৮২৭
৩৭	মোঃ নাজমুল হক	আমজাদ হোসেন	ধামুইরহাট	নাই	০১৭১৫ ৩৬০৭৩২
৩৮	শ্রী রামজনম বরিদ	রামপিরিত রবি রায়	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২৬ ৪৩৩৪৫৭
৩৯	মোসাঃ উম্মে কুলসুম	মোঃ বিলাল হোসেন	ধামুইরহাট	নাই	০১৭১৩ ৭৮৮৬৯৮
৪০	মোঃ কুরমত আলী, আড়ানগর	মোঃ শমসের আলী	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৪৮ ৫৯৬১১৫
৪১	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ পবন আলী	ধামুইরহাট	নাই	০১৭১৪ ৫১৩৮০৮
৪২	মোসাঃ তানজিলা	মোঃ হাবু রহমান	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৩৬ ৫০১৩৯৮

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	উপজেলা	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৪৩	মোঃ আব্দুল কাদের, জাহানপুর	আব্দুল গফুর মন্ডল	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২১ ৮৮৮৮৭৬
৪৪	মোঃ আব্দুর রহমান	আব্দুস সাত্তার	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২৮ ১০৫৫৮৫
৪৫	মোসাঃ সুলতানা রাজিয়া(লাভলী)	আব্দুস সালাম	ধামুইরহাট	নাই	০১৭১৮ ৭৩৯৫৬৫
৪৬	মোঃ আহসান হাবিব, ইসবপুর	মোঃ নূরুল ইসলাম	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৩৩১০৫১০৩
৪৭	মোঃ হাবিবর রহমান	মোঃ সামসুউদ্দীন	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২৪ ৪২৪৩৯৯
৪৮	মোঃ তারা বানু	মোঃ হেলাল উদ্দীন	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৩৮ ৭৮৬৯৮২
৪৯	মোঃইদ্রিস আলী, খেলনা	মোঃ আজিমউদ্দীন মন্ডল	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৩০ ৯৬২৬৪৯
৫০	দীনেশ মাডী	ভোলা মাডী	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৪৫ ০৫২০১৫
৫১	মোসাঃ রোকসনা	মোঃ রশিদুল ইসলাম	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৫৬ ৯৭৮২৯১
৫২	মোঃ ছানাউল হক, আগ্রাদ্বিগুন	মোঃ আব্দুল আজিজ	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৪৫ ০৭২৬৮৫
৫৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	ধনী মোহম্মদ	ধামুইরহাট	নাই	০১৭৪৪ ৮১৮৭৪৩
৫৪	মোসাঃ উম্মে কুলসুম	জাহিদুল ইসলাম	ধামুইরহাট	নাই	০১৭২২ ৭৭৫৮৬৩
৫৫	মোঃ জিল্লুর রহমান	মৃত মোজাম্মেল হক	বদলগাছি	নাই	০১৭১৯ ৯৩২ ৪৭১
৫৬	মোঃ আইতুল হোসেন	মৃত তায়েজ উদ্দিন	বদলগাছি	নাই	০১৭১৪ ৬৮৫ ০৩৫
৫৭	লাইলী	স্বা: হাইদুল	বদলগাছি	নাই	০১৭৪০ ৪২৪ ৫৪৬
৫৮	আবু সাঈদ চৌধুরী	মৃত ডাঃ শাহাদাত হোসেন	বদলগাছি	নাই	০১৭৭৭ ৫৪৫ ২০৩
৫৯	নুর নবী দেওয়ান	মোয়াজ্জেম	বদলগাছি	নাই	০১৭২৬ ১৩৮ ৮৭০
৬০	পারুমা	ইরফান	বদলগাছি	নাই	০১৭১৩ ৭৬১ ৮৭৫
৬১	মোঃ আব্দুস সালাম	মৃত মোকলেসুর রহমান	বদলগাছি	নাই	০১৭২৮ ৫২৫ ১৩২
৬২	আইয়ুব হোসেন	মৃত মোঃ আক্কাস আলী	বদলগাছি	নাই	০১৭৩২ ৯৬৫ ৭৩৪
৬৩	শাহিদা বেগম	মৃত আক্কাস আলী	বদলগাছি	নাই	০১৭২৩ ১৮৩ ৮৭৪
৬৪	রাসেল মাহমুদ (পিন্টু)	মৃত মোসলেম উদ্দীন মন্ডল	বদলগাছি	নাই	০১৭২৮ ২৪৮ ৭২০
৬৫	আব্দুল জব্বার	মৃত হাফেজ উদ্দীন	বদলগাছি	নাই	০১৭২৯ ১১৯ ৮২৯
৬৬	আনোয়ারা বেগম	আফজাল হোসেন	বদলগাছি	নাই	০১৭২৬ ৫৫৯ ৭০৭
৬৭	মোসলেম উদ্দীন	আলহাজ মোজাম্মেল হক	বদলগাছি	নাই	০১৭১৪৪ ২০৭৯৯
৬৮	মোঃ সওকত আলী	মৃত মফিজ উদ্দীন	বদলগাছি	নাই	০১৭৪৮ ০৯১৩৫৮
৬৯	মোসাঃ রাশিদা বেগম	হবিবুর	বদলগাছি	নাই	০১৭২৬ ২৫৮৪৬৬
৭০	হেদায়েতুল ইসলাম	আয়েজ উদ্দীন সরদার	বদলগাছি	নাই	০১৭২৮ ৪৬৪১১৪
৭১	শাহিনুর ইসলাম (স্বপন)	মোঃ আব্দুর সামাদ	বদলগাছি	নাই	০১৭১৮ ৭০৯৫৯৪
৭২	মোসাঃ পারুল বেগম	মোঃ বিল্লাল হোসেন	বদলগাছি	নাই	০১৭২৩ ৯৬৯৬৩২
৭৩	হারুনুর রশীদ	ইব্রাহিম খলীল	বদলগাছি	নাই	০১৭২৬ ০৮৪৮২৪
৭৪	মোঃ আব্দুল জলিল	রিয়াজ উদ্দীন	বদলগাছি	নাই	০১৮৩৭ ৮২৯৭৯৭
৭৫	শিউলী বেগম	হালিম উদ্দীন	বদলগাছি	নাই	০১৭৪৯ ৫২২১২৯
৭৬	মোঃ সাব্বর আলী, ভারশো	মৃতঃ অছির গাইন	মান্দা	নাই	০১৭৩৬ ৩৫০৬৫২
৭৭	মোঃ মোতাহের হোসেন	আলহাজ্ব মোঃ আলী মোড়ল	মান্দা	নাই	০১৭১৪ ৬০২৩৪২
৭৮	মোসাঃ জিন্নাতুনেছা	স্বামী মৃতঃ কছিম উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭১০৬৩৩৭৫৫
৭৯	মোঃ গোলাম মোস্তফা, ভালাইন	মৃতঃ রমিজউদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭১৮ ৭-৯৩৪৯
৮০	মোঃ রইজউদ্দীন শাহা	মৃতঃ খোজ শাহা	মান্দা	নাই	০১৭৫৮ ২১১৩১০
৮১	মোসাঃ শিরিন সুলতানা	স্বামী আব্দুর রব	মান্দা	নাই	০১৭৮৩ ১০৩৩৬৯
৮২	মোঃ আসতান আলী, গণেশপুর	দৈওম মোল্লা	মান্দা	নাই	০১৭২৫ ৬৫৪২৭৮

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	উপজেলা	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৮৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মোজাহার আলী	মান্দা	নাই	০১৭২১ ৮৯৭৯২৪
৮৪	মোসাঃ আনোয়ারা বেগম	স্বামী-আসতান আলী	মান্দা	নাই	০১৭৩৬ ৮৪৫৩৯৬
৮৫	মোঃ মুনসুর আলী, কুসুম্বা	মৃতঃ কায়েম উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭২২ ০৮৫২১২
৮৬	মোঃ এয়াছিন আলী	মৃতঃ ইসমাইল হোসেন	মান্দা	নাই	০১৭২৫ ৬২১৩৭২
৮৭	মোসাঃ মমতাজ বেগম(মুক্তি)	স্বামী-হাদেক আলী	মান্দা	নাই	০১৭৫১ ৫২৫৩১৭
৮৮	মোঃ ইদ্রিস আলী শাহা, পরানপুর	মৃতঃ বছির উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭১৩ ৯৩১৭২০
৮৯	মোঃ আলমগীর হোসেন	মোঃ ময়েজউদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৯৮৫ ৭৩৫০৮৫
৯০	মোসাঃ ছফুরা বেগম	স্বা- মৃতঃ বাবুল হোসেন	মান্দা	নাই	০১৭২৭ ১৩৩১৩২
৯১	মোঃ দেলোয়ার হোসেন, তেঁতুলিয়া	মৃতঃ ছবের আলী	মান্দা	নাই	০১৭১০ ১৩৭৯৯১
৯২	মোঃ তহিদুল ইসলাম	মৃতঃ আমির উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭২৬ ৫১৫০৮৫
৯৩	মোসাঃ আইরীন বিবি	স্বা-রেজাইল করিম	মান্দা	নাই	০১৭৬০ ১৭৩০০৫
৯৪	মোঃ মুনসুর রহমান, কালিকাপুর	মৃতঃ সোলাইমান আলী	মান্দা	নাই	০১৭২৮ ৪৬১৯৫৫
৯৫	মোঃ মোস্তফা	মোঃ মুজিবর রহমান	মান্দা	নাই	০১৭৪৭ ২৫৪৭৭৩
৯৬	মোসাঃ সোফেদা বেগম	মোঃ ওয়াজেদ আলী	মান্দা	নাই	০১৭৪৮ ২২৭৫৮০
৯৭	মোঃখুরশিদ আলম, নুরুল্ল্যাবাদ	মোঃ আহমেদ খুরশিদ	মান্দা	নাই	০১৭৩৫ ১৮১১৩৫
৯৮	মোঃ আবুল হোসেন	মৃতঃ মেকুর উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭১০০৬০৫২৬
৯৯	মোসাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম	স্বা-চান মোড়ল	মান্দা	নাই	০১৭৫১ ৭২২৯৫০
১০০	এস.এম গোলাম আযম, বিষ্ণুপুর	মোঃ সাইদুর রহমান	মান্দা	নাই	০১৭৩১ ৩৩৮৫৫৯
১০১	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ আয়ুব আলী	মান্দা	নাই	০১৭৪৬ ৮৪৮৪৩৬
১০২	মোসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন	স্বা-হাবিবুর রহমান	মান্দা	নাই	০১৭৩৩ ১০৪৭১১
১০৩	মোহম্মাদ আলী, মান্দা	মছির উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭৩৯ ৪৮৮৮৩২
১০৪	মোঃ খায়রুল ইসলাম	মোঃ সবির উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭৮২ ৯২৮৩৯১
১০৫	মোসাঃ জিন্নাতু বেগম	স্বা-রেজাউল করিম	মান্দা	নাই	০১৭৭০ ৬৫৭৩৩৮
১০৬	মোঃ আব্দুল জব্বার মোন্ডল, প্রসাদপুর	মৃতঃ জুজু মোন্ডল	মান্দা	নাই	০১৮২০ ৫৬৯৮৫৮
১০৭	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	মৃতঃ আলহাজ্ব তমিজউদ্দীন মোল্ল্যা	মান্দা	নাই	০১৭২০ ৩৫৭০৮৭
১০৮	মোসাঃ রুবিনা আক্তার	স্বা- আনাল হক	মান্দা	নাই	০১৭৫৮ ৩৫৫৯৩৮
১০৯	মোঃ আব্দুস সামাদ, মৈনম	মৃতঃ তহির উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৯৮১ ৬০১৭০৪
১১০	মোঃ মার্শেল মন্ডল	মৃতঃ জুমুল মন্ডল	মান্দা	নাই	০১৭১৪ ৭২২৫০০
১১১	মোসাঃ রওশন আরা	স্বা- আফাজ উদ্দীন	মান্দা	নাই	০১৭৫৭ ৯৭৪১৮৮
১১২	মোঃ আব্দুল মালেক, কশব		মান্দা	নাই	০১৭২৬ ৫৮৫৯৩৬
১১৩	মোঃ আব্দুস সামাদ		মান্দা	নাই	০১৭৩৪ ৪৪৪২৭১
১১৪	মোসাঃ জিনাতুর হেনা	---	মান্দা	নাই	০১৭৪৩ ৯৭৭২২১
১১৫	আবুল কাশেম	সাহার আলী	মান্দা	নাই	০১৭৪৭ ৮৭২০০৯
১১৬	মোঃ শাহাজালাল	গবিব্রাং পরামানিক	মান্দা	নাই	০১৭৬৪ ০০৫৯৫০

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	উপজেলা	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১১৭	মোসাঃ নাদিরা খাতুন	মোঃ মাহাতার হোসেন	মান্দা	নাই	০১৭২৭ ৬৩৮৩১০
১১৮	মোঃ শাহীন আলম, সাপাহার	মৃতঃ শফি উদ্দীন	সাপাহার	নাই	০১৭৩৩ ১৮৩৪৫৪
১১৯	মোঃ রেজাউল	মৃতঃ শফি উদ্দীন	সাপাহার	নাই	০১৭৩৫ ৪১৮৮০০
১২০	মোসাঃ অজিফা বেগম	স্বামী-আব্দুর রশীদ	সাপাহার	নাই	০১৭৩৩ ৮৪৭০৯০
১২১	পলাশ চন্দ্র পাল,তিলনা	মৃতঃ গোপাল চন্দ্র পাল	সাপাহার	নাই	০১৭১৩ ৭৩২১৪৬
১২২	মোঃ এনামুল হক	নজির উদ্দীন	সাপাহার	নাই	০১৭৩৩ ২৮৮৫২১
১২৩	মোসাঃ হামিদা বেগম	সাদেক আলী	সাপাহার	নাই	০১৭১৩ ৭৪৫৬১৫
১২৪	মোঃ ইউসুব আলী, পাতাড়ী	মোঃ মোসলেম	সাপাহার	নাই	০১৭১৩ ৭২৪৪২১
১২৫	মোঃ মনিরুল ইসলাম	আলহাজ্ব সাজ্জাদ আলী	সাপাহার	নাই	০১৭৪০ ৬৩২৩৫৭
১২৬	নাজিরা খাতুন	মোকবুল মাস্টার	সাপাহার	নাই	০১৭৪১ ২৮২২৬৮
১২৭	মোঃ আব্দুর নূর, গোয়ালা	মৃতঃ তৈয়েব আলী	সাপাহার	নাই	০১৭৩৩ ১৯৭৬৯৬
১২৮	মোঃ মোজাহারুল হক	আজিজুর রহমান	সাপাহার	নাই	০১৭১৭ ২৫৬৩১১
১২৯	মোসাঃ হামিদা খাতুন	মৃতঃ কসিমউদ্দীন	সাপাহার	নাই	০১৭৪৯ ২৬৬৮১১
১৩০	মোঃ ইব্রাহীম হোসেন, আইহাই	--	সাপাহার	নাই	০১৭৬১ ৭১৬৫৩৫
১৩১	মোঃ মফিজুল হক	--	সাপাহার	নাই	০১৭১৮ ২৯০০৯২
১৩২	মোসাঃ আমিনা বেগম	--	সাপাহার	নাই	০১৯৩০ ৯৩৮৫৭৫
১৩৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, শিরন্টী	লসকর আলী	সাপাহার	নাই	০১৭৩৫ ৬২৫৪৮০
১৩৪	জনাব মোঃ আইউব আলী	--	সাপাহার	নাই	০১৭১৯ ৬১৩৯১২
১৩৫	শ্রীমতি আলোক রানী	বিধু কর্মকার	সাপাহার	নাই	০১৭১৭ ৭২২৮৪৫

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ,নওগাঁ, ২০১৪

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র,	আব্দুল মতিন (গোয়ালা)	০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০	--
আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ মতিউর রহমান (আইহাই)	--	

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,নওগাঁ, ২০১৪

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পাতাড়ী স্কুল কাম শেল্টার	**মোঃ তরিকুল ইসলাম**	০১৭১৮ ১১৫৮২৭	--
আইহাই স্কুল কাম শেল্টার	**মোঃ হামিদুর রহমান**	০১৭১৩ ৮১৫৩৮২	
গোয়ালা স্কুল কাম শেল্টার	**মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল**	০১৭৪১ ১৭৬৬৯২	

তথ্য সূত্র: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,নওগাঁ, ২০১৪

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদ ভবন	**উপজেলা চেয়ারম্যান**	---	---
নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬	---
খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬	---
চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---
রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	০১৭১২ ২১৮ ০২১	---
এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মেহেদী হাসান	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩	---
সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯	---
উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০	---
চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ কুন্ডু	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২	---
ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬	---
ধামইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ ওয়াজেদ আলী কবির**	০১৭১৬ ৯৬৩০৬০	---
আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ আতাউর রহমান**	০১৭২৮ ৭৭২৭২৪	---
উমার ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ হেলাল হোসেন**	০১৭৪৮ ৬৮৭৭৭৩	---
আড়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কমল**	০১৭১৯ ৮৯৮০০৭	---
জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ ওসমান আলী**	০১৭১৫ ৪৬৪৭২৬	---
ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আবু ওয়াদুদ**	০১৭১৪ ৫০৫১৮৬	---
খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আলহিল মাহমুদ**	০১৭১৯ ০৩৬০০০	---
আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আব্দুল মান্নান**	০১৭১২ ৪১৮৪৭৭	---
বদলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ	এম এম গফুর	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩	---
মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭	---
পাহাড়পুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০	---
মিঠাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মীর মহিউদ্দীন আলমগীর	০১৭১৩ ৭৬০ ০১০	---
কোলা ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ গোলাম রব্বানী (মুকুল)	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪	---
বিলাসবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ এমরান হোসেন খান	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪	---
আধাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ ছামসুল আলম খান	০১৭১৩ ৭১৯ ৪৬৬	---
বালুভরা ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আল এমরান হোসেন	০১৭১৩ ৭৩১৫৩৪	---
ভালাইন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**মোঃ রফিকুল ইসলাম**	০১৯২২ ৫১৮৪১১	---
ভারশোঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শারিকুল ইসলাম	০১৭৩৯ ৪১০১৮২	---
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২	---
গনেশপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	০১৭১৩ ৭৬০২০৭	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	বাবুল		
কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৩ ৭৬১৭২২	---
কাঁশোপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ ইয়াদ আলী	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০	---
কশব ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ খয়বর আলী প্রামানিক	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫	---
কুশুম্বা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	০১৭১১ ৪৭৯০৪৬	---
মৈনম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আবুল কালাম আযাদ	০১৭১৮ ৫৭৫৬৩৭	---
মান্দা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ এজাজ আহমেদ হিন্দোল	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২	---
নূরুল্যাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ এস.এম রফিকুল ইসলাম	০১৭১০ ৮৭৪০৮১	---
পরানপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ ফারুক হোসেন মোল্লা	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০	--
প্রসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ ফয়েজ উদ্দীন সরকার	০১৭৫৭ ৯৬১৮৩৬	---
তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ এ.কে .এম নাজমুল হক (নাজু)	০১৭১৮ ২৭৯৪০১	---
মোঃ হামিদুর রহমান	চেয়ারম্যান, আইহাই ইউপি	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	--
মোঃ তরিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পাতাড়ী ইউপি	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	--
রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, সাপাহার ইউপি	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯	--
মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	চেয়ারম্যান, গোয়ালা ইউপি	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
আব্দুর রহমান কল্লোল	চেয়ারম্যান, তিলনা ইউপি	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১	--
মোঃ জিল্লির রহমান	চেয়ারম্যান, শিরন্টি ইউপি	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০	--

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ,নওগাঁ, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মহিষ বাথান	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
সুজাইল মোড়	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
পাঠাকাটা	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
শিবগঞ্জহাট	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---
খেলনা **ইউনিয়ন পরিষদ**	**মোঃ আলহিল মাহমুদ**	**০১৭১৯ ০৩৬০০০**	---
বদলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ	এম এম গফুর	০১৭১১ ৯৮২ ৪৩৩	---
মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আব্দুল হাদি চৌধুরী	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭	---
বিলাসবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ এমরান হোসেন খান	০১৭১৩ ৭৩১ ৫৩৪	---
মিঠাপুকুর থেকে পাঠাকাটা হাট পর্যন্ত(বিষ্ণুপুর-..)	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২	---
গোয়ালা	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
আইহাই	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	--
পাতাড়ী	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	--

তথ্য সূত্র: এজিইডি,নওগাঁ, ২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সারতা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নওগাঁ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	০১৭১০ ১৪০ ২৭৮	---
দাউল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নওগাঁ	মোঃ সাজুদুল	০১৭১২ ৩৯৮ ০২৯	---
বিষ্ণুপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নওগাঁ	মোসাঃ মনোয়ারা খাতুন	০১৭২৫ ৫৩৮ ১১৬	---
বকাপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নওগাঁ	মিঠুন কুমার	০১৭৭৩ ৩৬ ৯ ১৯১	---
গাহলী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাতুর	শেফালী	০১৭২১ ৭৬৬ ২৬২	---
মহিষবাথান উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাতুর	সফিউল আলম	০১৭৪২ ৮১৭ ৩৮৩	---

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
জয়পুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোসাঃ সুমি আক্তার	০১৭২৩ ৭৪৬ ৮২৪	---
দেবীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ সুমন সরদার	০১৭২৮ ০৩০ ৬০৮	---
রনাইল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ জুয়েল রহমান	০১৭২৫ ৩১৮ ০৮৩	---
খোর্দ্দ কালনা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ আকরাম হোসেন	০১৭২৮ ৪০১ ৯০৩	---
চাঁন্দাশ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	বিলকিস	০১৭৩৩ ৮৪৭ ৫৩১	---
ডিমজাউন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	লাকি রানী	০১৭৬৩ ৮৮৯ ০৩৩	---
লক্ষীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	বিকাশ চন্দ্র	০১৭২৫ ০১৮ ৯৫৯	---
কালনা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	তুহিন আখতার	০১৭২৫ ৬৭৭ ০৭০	---
আলতাদিঘী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ আল মামুন	০১৭৭৫ ৩৭০ ৪৯৯	---
নারায়নপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ এরশাদ আলী	০১৭৩৬ ৫৩১ ০১৭	---
হরিপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ শাহিন আলম	০১৭৩৭ ১১৫ ০৫২	---
চক বলরাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	মিনারা ফেরদৌস	০১৭৬৩ ১৮৫ ৯১৬	
মহিনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	নিত্যানন্দ সাহা	০১৭১০ ৭১৮ ০২৫	---
বিলছারা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	মোঃ শাহ্ আলম	০১৭৩৬ ৪৫৩ ৬৪৭	---
বিজয়পুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	সামসুন্নাহার	০১৭২৫ ১০০ ৮৮৫	---
বিনোদপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	প্রিন্সেস	০১৭৬৮ ৩০১ ৬১০	---
মমিনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	ফারজানা মিতালী	০১৭৬৮ ৮৭৬ ৭০০	---
সফাপুরউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	সুখেন্দু কুমার	০১৭২১ ৬৯২ ২৪৪	---
শিবরামপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	মোঃ মাহবুব আলম	০১৭১০ ৭৬৪ ০৬৩	---
সুলতানপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	কণিকা	০১৭৪৬ ১৮০ ২৪৮	---
বামনছাতা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	লক্ষী রানী	০১৭৬১ ৩২৪ ৮৩৩	---
ভালাইন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	শাহনাজ	০১৭৬৩ ১৯২ ৩৮০	---
শালবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	জুলেখা বানু	০১৭৩৬ ৩৫০ ১৫১	---
আজিপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৭২ ২২৯ ৯৮২	---
ফুলবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	সোনতা রানী	০১৭৪৫ ২৪৭ ৯৫২	---
ভীমপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	সুলতানা নাজনীন চৌধুরী	০১৭৪৪ ৩৯২ ৪০৮	---
দক্ষিণ লক্ষীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	কৃষ্ণ কুমার মহন্ত	০১৭৪৬ ৪০৫ ৮০৭	---
বাগাচারা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	নার্গিস পারভীন	০১৭২৯ ৯৭০ ১০৯	---
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ মোহাম্মদ আলী,	০১৭১২২৬৯৯৫০	---
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ সাজেদুর রহমান,	০১৭১১৫৭৮০৩৩	---
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ ফয়সাল ফারম্নক,	০১৭১০২৯২২৫৯	---
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডা: মো: হাসান জামিল হেদায়েতুলা,	০১৭১১০১৪০৮৮	---
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ রতন কুমার সিংহ,	০১৭১১৯৩১০০৮	---
ধামইরহাট ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	---	---	---
আলমপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	দিলরুবা রহমান	---	---
উমার ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	---	---	---
আড়ানগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র			---
জাহানপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	মোঃ নুরুজ্জামান	০১৭১৬ ৮৯৫৭৭৬	---
ইসবপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	---
খেলনা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	---
আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	---
বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ডাঃ রওশনারা খানম	০১৭১২ ২২৬৬৫১	---
পাহাড়পুর ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোসাঃ সালেহা বেগম (এসএসিএমও)	০১৭১২ ৯৬২৯৩৮	---
মিঠাপুর ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (এসএসিএমও)	০১৭২৪ ০১৯৩৪৩	---

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
কোলা ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ শফীকুল ইসলাম (ফার্মাস্টি)	০১৭১১ ০৩৩০৬৬	---
আধাইপুর ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ রফিকুল ইসলাম (এসএসিএমও)	০১৭১৮ ২৫৩০১৮	---
বিলাসবাড়ী ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ নুরুল ইসলাম (এসএসিএমও)	০১৭২১ ৪৬৩৮৪৩	---
বালুহারা ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ আব্দুল কাদের পিকে (এসএসিএমও)	০১৭২৪ ৪০৯৭৯৫	---
মথুরাপুর ইউনিয়ন শিশু ক্লিনিক	মোঃ মাহফুজুর রহমান (ফার্মাস্টি)	০১৭১২ ৯৮৫৭৭৬	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে, নওগাঁ	ডাঃ এ,এইচ,এম ইজাহারম্নল ইসলাম	০১৭১১৯০২৭৮৫	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	ডাঃ মনোরঞ্জন মন্ডল	০১৭১৮০৫৬৯৯১	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	ডাঃ রম্নলিয়া ইসলাম	০১৭১৫৪১৩০৩১	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	মোঃ নাজিম উদ্দিন	০১৯১২৬৩৩৫৭৮	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	শ্রী সুনির্মল কুমার পাল	০১৭১৪৪৯৫৫৪৮	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	নিলয় কুমার আচার্য্য	০১৭১৫৩৬০১৪৪	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	দিলীপ কুমার প্রাং	০১৭১৮০৩৯৭৪৫	---
মান্দা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, নওগাঁ।	গনেশ চন্দ্র সাহা	০১৭১৫৩২৪৭৩৭	---
ভালাইন ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	মরিয়ম খাতুন	০১৭২৬৩১৫৮৪৪	---
কালিকাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	নার্গিস পারভীন	০১৯৪৮৭৫১৭৮৫	---
কুশুম্বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	মোঃ মুসুদুজ্জামান	০১৯১৯২৬০৮০১	---
নূরুল্যাবাদ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	কিউ,এ,টি,এম ওবায়দুর রহমান	০১৭৪৫১৭৩১৫৭	---
পরানপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	মোঃ রাফিকুল	০১৭১৭৬৮০৮১০	---
প্রসাদপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	পার্থ প্রতীম	০১৭২৪১৩১১৪৮	---
মদনসিং কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রাসেল বাবু	০১৭২৫৭৫২৭৮১	---
বাহাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	রোজিনা	০১৭৪৬৮৩০৩৬৩	
পিছলি কমিউনিটি ক্লিনিক	আরকিনা খাতুন	০১৭৩৮ ৫১০১০৪	
হাঁপানিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: শহীদুল ইসলাম	০১৭১৮৭৮৬৬৬৪	---
কৈবত্তগ্রাম কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মিজানুর রহমান	০১৭১৭৮২১৯৭১	
কোঁচকুরুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: সুরাইয়া খাতুন	০১৭৬১৩৩০১৬৬	
নিশ্চিন্তপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মাহ্বুবুর রহমান	০১৭৪৫৪২২৩১২	
হরিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: আমিনা বেগম	০১৯১৮৭৪৫৩২৭	---
বাদ দমদমা কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মোশারফ হোসাইন	০১৭৬৪৭২৪৫৭২	
বাগমারী কমিউনিটি ক্লিনিক	মোহম্মদ আলী	০১৭৩৩৭৬৭১৮৩	
গৌরীপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রায়হান কবির মিলন	০১৭২২৩০২১৯৩	---
কল্যাণপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	শিউলি আকতার	০১৭৬১৪৫৭০৯০	
পাতাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: খাদিজা আকতার বানু	০১৭২৬৭১৯৮৭৮	---
বেলডাঙ্গাঁ কমিউনিটি ক্লিনিক	জুলেখা	০১৭৪৪৫৭৬৫৬৮	
বাখরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রাজিব হোসেন	০১৭১২৬৬৩৫১৯	---
গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৪০৮৮২০৯৯	
বিন্যাকুড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক	আয়েশা খাতুন	০১৭৮৩২৫১৫৭৭	

তথ্য সূত্র: জেলা স্বাস্থ্য অফিস,নওগাঁ, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

স্থানীয় ব্যবসায়ী

উপজেলা	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
মহাদেবপুর	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯২৮৭	---
মহাদেবপুর	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮১২৬	---
মহাদেবপুর	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১৮৬৬	---
মহাদেবপুর	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫১৫৭	---
মহাদেবপুর	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	০১৭১২ ২১৮০২১	---
মহাদেবপুর	মোঃ আবু এমরান রাজু	০১৭২৫ ৬৭৫১৫৫	---
মহাদেবপুর	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১৮০৯	---
মহাদেবপুর	মোঃ রমজান আলী	০১৭১৩ ৭১৬৬৩৭	---
মহাদেবপুর	মোঃ রহমতউল্লাহ ফজর	০১৭১১ ৪১২৫২৪	---
মহাদেবপুর	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫১৯৬	---
ধামইরহাট	**মোঃ ওয়াজেদ আলী কবির**	**০১৭১৬ ৯৬৩০৬০**	---
ধামইরহাট	**জনাব মোঃ আতাউর রহমান**	**০১৭২৮ ৭৭২৭২৪**	---
ধামইরহাট	**মোঃ হেলাল হোসেন**	**০১৭৪৮ ৬৮৭৭৭৩**	---
ধামইরহাট	**জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কমল**	**০১৭১৯ ৮৯৮০০৭**	---
ধামইরহাট	**জনাব মোঃ ওসমান আলী**	**০১৭১৫ ৪৬৪৭২৬**	---
ধামইরহাট	**মোঃ আবু ওয়াদুদ**	**০১৭১৪ ৫০৫১৮৬**	---
ধামইরহাট	**মোঃ আলহিল মাহমুদ**	**০১৭১৯ ০৩৬০০০**	---
ধামইরহাট	**মোঃ আব্দুল মান্নান**	**০১৭১২ ৪১৮৪৭৭**	---
ধামইরহাট	মোঃ আব্দুল হাদী চৌধুরী	০১৭১১ ১৯২ ৯৭৭	---
ধামইরহাট	মোঃ আনিসুর রহমান	০১৭৩৭৫০২ ৯১৬	---
ধামইরহাট	এসরাক হোসেন	০১৭৩০৯৮৮ ০২৮	---
বদলগাছী	সরদার গোলাম	০১৭১৬ ০৮৯ ৬১৬	---
বদলগাছী	আজিজুর রহমান সরদার	০১৭১৬ ২১৫ ৯৭৮	---
বদলগাছী	গোলাম রব্বানী (মুকুল)	০১৭২৬ ৬৪২ ৮৯৪	---
বদলগাছী	আজিজুল হক	০১৮২৯ ৯৫৯ ৩১৩	---
বদলগাছী	মোঃ সুলতান মাহমুদ সরদার	০১৭২১ ৭১৮ ৫৯০	---
মান্দা	মোঃ আনোয়ারুল হক	০১৭৬১ ৯৩৮৯৩৪	---
মান্দা	মোঃ শারিকুল ইসলাম	০১৭৩৯ ১৪০১৮২	---
মান্দা	মোঃ জাহাঙ্গির আলম	০১৭১৭ ৬৬৯৫৩২	---
মান্দা	মোঃ শাহআলম	০১৭১২ ৩৪০৪৯৩	---
মান্দা	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৩ ৭৬১৭২২	---
মান্দা	মোঃ ইয়াদ আলি	০১৭৪৮ ৩৩৯৭৩০	---
মান্দা	মোঃ খয়বর আলী প্রামানিক	০১৭৪০ ৫৫১৯৬৫	---
মান্দা	মোঃ মুজিবুর রহমান	০১৭৪৯ ৮৪৬০০২	---
মান্দা	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৩ ৭০৫৩০৫	---
মান্দা	মোঃ এজাজ আহমেদ হিল্লোল	০১৭১৮ ৪৪৮৫৪২	---
মান্দা	এ কে এম রফিকুল ইসলাম	০১৭১০ ৮৭৪০৮১	---
মান্দা	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	০১৭৬৮ ৯০৯৯৯০	---
মান্দা	মোঃ তারেশ উদ্দিন মন্ডল	০১৭৩৫ ৯৬০০৮২	---

উপজেলা	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
মান্দা	মোঃ নাজমুল হক নাজু	০১৭১৮ ২৭৯৪০১	---
সাপাহার	মজবুল হক	০১৭৩৩ ১৬০৬০৯	---
সাপাহার	মতিউর রহমান	০১৭১৬ ৮৫৯৮০৯	---
সাপাহার	মোঃ জিল্লুর রহমান	০১৭৩৩ ১১৬৬১১	---
সাপাহার	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৭১৭ ১৫০৮১৮	---
সাপাহার	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫৩৮২	---
সাপাহার	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫৮২৭	---

তথ্য সূত্র: জেলা পরিষদ, নওগাঁ, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে জেলা

আয়তন	৩৪৩৫.৬৭ বর্গ কি. মি.	ঈদগাঁহ্	---
ইউনিয়ন	৯৯টি	ব্যাংক	১০২টি
মৌজা	২৫৪১টি	পোস্ট অফিস	১৩২টি
গ্রাম	২৮৫৪টি	ক্লাব	৩০৩টি
পরিবার	৭০০৮৯১টি	হাট বাজার	২৩০টি
মোট জনসংখ্যা	৩০৫৭৩৮২টি	কবরস্থান	---
পুরুষ	২৬৯৮৫৬৩জন	শ্মশান ঘাট	---
মহিলা	২৬৯০৭৭২জন	মুরগির খামার	১৫০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৩৮৩টি	তাঁত শিল্প কারখানা	১৪১২টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৫	গভীর নলকূপ	৩৭১৬টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪১টি	অগভীর নলকূপ	৬৮৮১৮টি
কলেজ	১৮টি	হস্ত চালিত নলকূপ	১২১৮টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৮৯১টি	নদী	২০টি
শিক্ষার হার	---	খাল	---
কমিউনিটি ক্লিনিক	---	বিল	---
বাঁধ	---	পুকুর	---
স্লুইচ গেট	---	জলাশয়	---
ব্রীজ	---	কাঁচা রাস্তা	৬৫৪টি
কালভার্ট	---	পাকা রাস্তা	৩৩টি
মসজিদ	৪১৮৬টি	মোবাইল টাওয়ার	৭২টি
মন্দির	৩১০টি	খেলার মাঠ	---
গীর্জা	৪২টি		

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

সংযুক্তি ৭

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে
মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ
(ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

এপ্রিল ২২, ২০১৪ স্থান নওগাঁ জেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ । এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এনামুল হক।

মূলকার্যক্রম

সকাল ০১.১৫ মিনিটে সুশীলনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি জনাব মোঃ এনামুল হক এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক অফিসার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলেধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেইসব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাক/সংশোধনী সমূহ

উপরোক্ত আলোচনা হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে বজ্রপাত, ফসলে পোকার আক্রমন, অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত আবকাঠামো স্থাপন, চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা, ভূমি দখল ও ভূমিকম্প অবশ্যই থাকতে হবে।
- বদলগাছী উপজেলায় পানির সমস্যা রয়েছে।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ২টি উঁচু বাঁধ আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- উপজেলাতে ৬টি বিল অছে।
- ইদরাকপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামসাপুর, হযরতপুর ঘোষপাড়া, কুমারপুরবাঁধ বালুহারা সাধুর মোড় নদী সংলগ্ন এলাকা নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- বদলগাছী উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ খরা।
- মান্দা উপজেলায় পানির সমস্যা সবচেয়ে বড়
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ২৫ কি:মি: বাঁধ কিন্তু নতুন বেড়ী বাঁধ করার জায়গা আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- উপজেলাতে বিখ্যাত জবই বিল অবস্থিত। তাছাড়া ছোট-বড় মিলে ১৭টি বিল অছে।
- অইহাই, পাতাড়ী, গোয়ালার উত্তরাংশ ও শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন এলাকা নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- মান্দা উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।
- সাপাহার উপজেলায় পানির সমস্যা সবচেয়ে বড়

- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ২৫ কি:মি: বাঁধ কিন্তু নতুন বেড়ী বাঁধ করার জায়গা আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- উপজেলাতে বিখ্যাত জবই বিল অবস্থিত। তাছাড়া ছোট-বড় মিলে ১৭টি বিল অছে।
- অইহাই, পাতাড়ী, গোয়ালার উত্তরাংশ ও শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন এলাকা নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- সাপাহার উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।
- ধামুইরহাট উপজেলায় পানির সমস্যা সবচেয়ে বড়।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ১০টি উঁচু বাঁধ ও ক্রস ড্যাম আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- খেলনা, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, ধামুইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদী সংলগ্ন এলাকা বাঁধ না থাকায় নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- ধামুইরহাট উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ ফসলে পোকার আক্রমণ।
- মহাদেবপুরে নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী।
- আত্রাইতে বন্যার পরিমান সবচেয়ে বেশী।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভাটি উপজেলার চেয়ারম্যান এবং এই সভার সভাপতি জনাব মোঃ এনামুল হক বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের জেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরি। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮

মহাদেবপুর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	নওগাঁ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯৪	১১	না
	২	নাটশাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৯	৬	না
	৩	ফাজিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৭	৭	না
	৪	দাউল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৫	না
	৫	বকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৭	৭	না
	৬	জোয়ানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৬	৬	না
	৭	জন্তিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৬	না
	৮	আখেড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬২	৭	না
	৯	মহিষবাথান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৩	৯	না
	১০	বেলকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৪	না
	১১	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৫	না
	১২	চক কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৬	না
	১৩	বিলশিকারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৬	না
	১৪	গাহলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩	৪	না
	১৫	চকচকী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৩	না
	১৬	এনায়েতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৩	৭	না
	১৭	পৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	৪	না
	১৮	বিজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৭	না
	১৯	মহীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২	৬	না
	২০	কালুশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৬	না
	২১	কালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	৫	না
	২২	সুজাইলহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯১	৬	না
	২৩	হোসেনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৬	না
	২৪	দেবরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	২৫	খাজুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১০	১১	না
	২৬	জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৪	না
	২৭	মর্তুজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	৪	না
	২৮	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৪	না
	২৯	কুড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৩	না
	৩০	খোর্দ্দকালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪	৬	না
	৩১	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৭	না
	৩২	বনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	না
	৩৩	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৬	৭	না
	৩৪	দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	৪	না
	৩৫	৩৫-লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	৫	না
	৩৬	পাঠাকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৭	৬	না

	৩৭	পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৭	৭	না
	৩৮	হামিদপুর জিগাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	৬	না
	৩৯	বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	না
	৪০	পবাতৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭	৪	না
	৪১	চাঁন্দাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৭	না
	৪২	গংগারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৭	৭	না
	৪৩	বৃন্দারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫	৪	না
	৪৪	পাঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৬	না
	৪৫	বাগডোব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৭	না
	৪৬	বাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	না
	৪৭	কাঞ্চন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	৪৮	৪৮-লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	৫	না
	৪৯	রাইগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৮	৮	না
	৫০	কুড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	না
	৫১	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৭	না
	৫২	বিড়মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৫	না
	৫৩	শেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৫	না
	৫৪	কুন্দনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	৬	না
	৫৫	সহরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৬	না
	৫৬	কাদিয়াল নাউরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৫	না
	৫৭	ঘোংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭	৪	না
	৫৮	উত্তরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৪	১০	না
	৫৯	বামনসাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫২	৮	না
	৬০	দোহালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৮	৭	না
	৬১	সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৪	৬	না
	৬২	শিবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩০	১০	না
	৬৩	শিবরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	৬	না
	৬৪	ভালাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৭	না
	৬৫	কর্নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩	৫	না
	৬৬	শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৪	না
	৬৭	চেরাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৬	না
	৬৮	আজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৫	৬	না
	৬৯	মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৭	না
	৭০	বাজিতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৪	না
	৭১	ধনজইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৩	৬	না
	৭২	শালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৭	না
	৭৩	বাগধানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৪	না
	৭৪	আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৩	৬	না
	৭৫	সরস্বতীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৭	না
	৭৬	পাতনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৬	১০	না
	৭৭	রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬	৮	না
	৭৮	সোনাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৭	না
	৭৯	খোর্দ্দনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২	৬	না

	৮০	চকগৌরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৮	না
	৮১	ঝাড়িরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০	৩	না
	৮২	চক শ্যামপুর সারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	৪	না
	৮৩	সারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৫	না
	৮৪	বাখেড়াবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬১	৪	না
	৮৫	জোতহরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	৪	না
	৮৬	চকরাজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	৪	না
	৮৭	গুড়হারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯১	৩	না
	৮৮	বিলছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৪	না
	৮৯	নূরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৪	না
	৯০	দেওয়ানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৩	না
	৯১	সাহাজাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	না
	৯২	বুজরকান্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	৪	না
	৯৩	চকবলরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	না
	৯৪	শালগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	না
	৯৫	পন্ডিতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	৪	না
	৯৬	নওগাঁ সঃ উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৪	না
	৯৭	আখিড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	৯৮	জাহাঙ্গীরপুর সঃ উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৯	৪	না
	৯৯	রনাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৪	না
	১০০	দেশখিরশিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	১০১	স্ববুপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	৪	না
	১০২	বয়ড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪	৪	না
	১০৩	শিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	৪	না
	১০৪	মুখরবিশ্বনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	না
	১০৫	তাঁতারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	৪	না
	১০৬	খোশালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	৪	না
	১০৭	মুগইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	৪	না
	১০৮	জন্তইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	না
	১০৯	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	৪	না
	১১০	খোর্দ্দজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	না
	১১১	জয়পুর সরদার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৪	৪	না
	১১২	ঘাষিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	৪	না
	১১৩	রহট্টা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৩	না
	১১৪	মইজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	৪	না
	১১৫	সফাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	না
	১১৬	সাবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	৪	না

	১১৭	বেলট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	না
	১১৮	কালনা-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	৪	না
	১১৯	কালনা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৫	৪	না
	১২০	চকউজাল বেহুলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	১২১	ইছাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২	৪	না
	১২২	ভীমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	৪	না
	১২৩	ছিলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৪	না
	১২৪	হরিরামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	না
	১২৫	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৪	না
	১২৬	দঃ লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	১২৭	হাসানপুর চৌমহনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	৪	না
বিদ্যালয়	**১**	**জাহাঙ্গীরপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ**	৪৯৫	৯	না
	২	**নওগাঁ সর্বমঙ্গলা উচ্চ বিদ্যালয়**	১০৬৫	১৩	না
	৩	**জাহাঙ্গীরপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়**	৫৫৪	১১	না
	৪	**রাইগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়**	৯৬০	২৪	না
	৫	**খাজুর ইউ পি উচ্চ বিদ্যালয়**	৪৩৬	১৩	না
	৬	**সরস্বতীপুর উচ্চ বিদ্যালয়**	৬৯৪	১৪	না
	৭	**জয়পুর ডাঙাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়**	৫৩২	১৪	না
	৮	**হাট চকগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়**	৬৬০	১০	না
	৯	**শিবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়**	৪১৬	১২	না
	১০	**হামিদপুর জিগাতলা উচ্চ বিদ্যালয়**	২৯৫	১১	না
	১১	**পাঁঠাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়**	৩২৭	১০	না
	১২	**কৃষ্ণগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়**	২৩৫	১২	না
	১৩	**ভরাডুবা আখতার হামিদ সিদ্দিকী উচ্চ বিদ্যালয়**	১৯১	৯	না
	১৪	**উত্তরগ্রাম দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়**	২৪৩	১১	না
	১৫	**রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়**	২৬১	১২	না
	১৬	**ধনজইল উচ্চ বিদ্যালয়**	২৫৫	১২	না
	১৭	**শালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়**	৩০০	১২	না
	১৮	**জন্তিগ্রাম টি এ উচ্চ বিদ্যালয়**	১৭৫	১১	না
	১৯	**জোয়ানপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়**	১৮৩	১১	না
	২০	**বকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়**	২২৫	৯	না
	২১	**দাউল বারবাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়**	১৮০	১১	না
	২২	**কুড়াইল শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়**	২০১	৯	না
	২৩	**কালুশহর উচ্চ বিদ্যালয়**	২২৫	১১	না
	২৪	**খাঁপুর হাজী ধনেশ উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়**	৪১৩	১১	না
	২৫	**দেবরপুর ডি. এন. জি. উচ্চ বিদ্যালয়**	১০৫	১০	না
	২৬	**বিলছাড়া আর. সি. পি. উচ্চ বিদ্যালয়**	২৪৫	৯	না
	২৭	**মহীনগর উচ্চ বিদ্যালয়**	২১৯	৯	না
	২৮	**মহিষবাথান উচ্চ বিদ্যালয়**	৪৮০	১৫	না
	২৯	**গাহলী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়**	৩৪০	১০	না
	৩০	**বেলকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়**	২২৫	১১	না
	৩১	**মর্তুজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়**	৩০০	১০	না

	৩২	চান্দাশ এম এস উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭২	১২	না
	৩৩	বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয়	৪০৫	১১	না
	৩৪	কুঞ্জবন বন্দর কারিগরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৭	৭	না
	৩৫	পাহাড়পুর জে. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৭	৯	না
	৩৬	গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৫	১১	না
	৩৭	মালাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৭	৮	না
	৩৮	আখতার সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৬৬	৯	না
	৩৯	বরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতন	২০৬	৯	না
	৪০	ভালাইন আঃ মেমোঃ উচ্চ বিদ্যালয়	১২৩	৭	না
	৪১	বিলশিকারী উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৬	৮	না
	৪২	বামনছাতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	৯	না
	৪৩	মাতৃমঙ্গলা নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	১০৮	৯	না
	৪৪	চান্দা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭০	১০	না
	৪৫	ফরমানপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৪	৮	না
	৪৬	কাঞ্চন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯	৯	না
	৪৭	বাগডোব নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	৩৯	৭	না
	৪৮	চান্দাশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৬১	১১	না
	৪৯	সাগরইল আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৪	৭	না
	৫০	বি.এস. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৫	৮	না
	৫১	মইজোড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৯	৭	না
	৫২	পাহাড়পুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩	৬	না
	৫৩	ডা. আফাজ উদ্দীন মেমোঃ নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	৯০	৯	না
মাদ্রাসা	১	চৌমাশিয়া রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৯৭	৯	না
	২	লক্ষপুর খায়রুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা	১৩২	১০	না
	৩	জোয়ানপুর ফাজিল মাদ্রাসা	১৭৪	৮	না
	৪	সারতা নোমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৪৯	৯	না
	৫	খোশালবাড়ী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫২	১০	না
	৬	মির্জাপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৫৫	৯	না
	৭	আলীদেওনা আলিম মাদ্রাসা	১৪১	৮	না
	৮	এনায়েতপুর ওয়াঃ ফাজিল মাদ্রাসা	১৫৬	৮	না
	৯	পাঘা বছিরউদ্দীন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭৫	৭	না
	১০	গোফানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১১৭	৬	না
	১১	জাহাঙ্গীরপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৯৪	৮	না
	১২	রামচন্দ্রপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৫৭	৭	না
	১৩	শেরপুর কুড়ারীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮৮	৭	না
	১৪	সফাপুর ইউনিয়ন আলিম মাদ্রাসা	১৫৬	৯	না
	১৫	ফতেপুর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৫	৮	না
	১৬	প্রসাদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৮	৯	না
	১৭	কুন্দনা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	৭	না
	১৮	উত্তরগ্রাম পলিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১১৭	৮	না

	১৯	উত্তরগ্রাম হাটখোলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৪	৮	না
	২০	রামরায়পুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১১২	৬	না
	২১	জয়পুর ডাঙ্গাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১০০	৫	না
	২২	চকরাজা আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২০০	৭	না
	২৩	বিনোদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৯	৭	না
	২৪	বিনোদপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২০	৮	না
	২৫	সোনাকুড়ি মালাহার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৮	৯	না
	২৬	সমাসপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১০০	৭	না
	২৭	পশ্চম গোসাইপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	৬	না
	২৮	ফরমানপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২১	৯	না
কলেজ	১	জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজ	২৮৩	১৭	না
	২	জাহাঙ্গীরপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ	২৯৪	১৯	না
	৩	চান্দাশ ডিগ্রী কলেজ	৩৫৫	২১	না
	৪	রাইগাঁ কলেজ	২৬৭	১৭	না
	৫	আরিফ মেমোরিয়াল কলেজ	২৭৯	১৭	না
	৬	নওগাঁ টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৬৮	১৬	না
	৭	মাতাজীহাট টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৭৭	১৬	না
	৮	রোদইল টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৯২	১৮	না
	৯	নওগাঁ কৃষি ও কারিগরী কলেজ	২৮৭	১৭	না
	১০	বিনোদপুর আখতার হামিদ সিদ্দিকী টেকঃ এন্ড বি. এম. কলেজ	২৬০	১৬	না
	১১	জাহাঙ্গীরপুর টি. বি. এম. কলেজ	২৫৯	১৫	না
	১২	নওগাঁ (কুঞ্জবন) টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৪৫	১৭	না

ধামুইরহাট উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	চকময়রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকময়রাম	২১৫	০৭	না
	২	বড় মইশর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় মইশর	১৪৫	০৪	না
	৩	কালুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালুপাড়া	১৪৫	০৩	না
	৪	নিকেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিকেশ্বর	৬৪	০৪	না
	৫	বেনিদুয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেনিদুয়ার	১৬৭	০৬	না
	৬	হরিতকিডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিতকিডাঙ্গা	১৯৪	০৭	না
	৭	আংগরত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আংগরত	১১২	০৪	না
	৮	শুক্রবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শুক্রবাটি	১৮১	০৪	না
	৯	উস্তমাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উস্তমাবাদ	৮০	০৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	১০	রুপনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপনারায়নপুর	১১৬	০৪	না
	১১	হযরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হযরতপুর	১০৪	০৪	না
	১২	আগ্রাদ্বীগুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বীগুন	২৮৯	০৮	না
	১৩	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামচন্দ্রপুর	১৩৪	০৪	না
	১৪	ভাতগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভাতগ্রাম	১১২	০৪	না
	১৫	পুস্তইলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুস্তইলপাড়া	৮৪	০৩	না
	১৬	মহেশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহেশপুর	৭৬	০৪	না
	১৭	রাঙ্গামাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাঙ্গামাটি	১৯৪	০৮	না
	১৮	ভেড়ম রাঙ্গামাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেড়ম রাঙ্গামাটি	১৯৮	০৮	না
	১৯	ছিলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিলিমপুর	৯৮	০৩	না
	২০	বীরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীরগ্রাম	২৫০	০৮	না
	২১	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৪৬	০৪	না
	২২	শংকরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শংকরপুর	১৭৬	০৫	না
	২৩	দিলালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দিলালপুর	১৪৬	০৪	না
	২৪	বস্তাবর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বস্তাবর	১৩৬	০৪	না
	২৫	কুলফৎপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কুলফৎপুর	১৫৫	০৪	না
	২৬	ফার্শিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফার্শিপাড়া	২১৫	০৬	না
	২৭	গাংরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গাংরা	১৭৩	০৪	না
	২৮	বিহারী নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিহারী নগর	১৫৩	০৪	না
	২৯	ধামইরহাট মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধামইরহাট	২৩০	১২	না
	৩০	চকযদু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকযদু	১৩৬	০৬	না
	৩১	চন্ডীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চন্ডীপুর	১৪৯	০৪	না
	৩২	খড়মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খড়মপুর	৭৬	০৪	না
	৩৩	বাসুদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাসুদেবপুর	১১৭	০৪	না
	৩৪	লক্ষনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লক্ষনপাড়া	৩০৯	০৯	না
	৩৫	কাজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাজিপুর	১৪৮	০৫	না
	৩৬	পলাশবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পলাশবাড়ী	৩৭৬	০৯	না
	৩৭	আড়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ানগর	২৭৩	০৮	না
	৩৮	খেড়ুশুকনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেড়ুশুকনা	১৭৮	০৪	না
	৩৯	ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৮৫	০৬	না
	৪০	কর্নাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কর্নাই	১২৮	০৪	না
	৪১	চকরহমতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকরহমতপুর	১৬০	০৪	না
	৪২	উত্তর জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর জাহানপুর	১০৯	০৪	না
	৪৩	জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাহানপুর	১৬৫	০৭	না
	৪৪	মংগলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মংগলবাড়ী	৪৭০	০৯	না
	৪৫	নানাইচ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নানাইচ	২৬২	০৬	না
	৪৬	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিবপুর	১৯০	০৪	না
	৪৭	ভাতকুন্ডু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভাতকুন্ডু	২২৪	০৪	না
	৪৮	বিকন্দ্রখাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিকন্দ্রখাস	১৯৫	০৪	না
	৪৯	কোকিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কোকিল	১৫১	০৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৫০	বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় শিবপুর	১৬৭	০৩	না
	৫১	পোড়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পোড়ানগর	১৫৩	০৫	না
	৫২	ধুরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধুরইল	২৩৫	০৬	না
	৫৩	বৈদ্যবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বৈদ্যবাটি	২০২	০৬	না
	৫৪	জামালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালপুর	২০১	০৪	না
	৫৫	ইসবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসবপুর	২০২	০৭	না
	৫৬	চন্দ্রকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চন্দ্রকোলা	২২০	০৭	না
	৫৭	বাদল আশেকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদল আশেকিয়া	১৫৯	০৬	না
	৫৮	ভগবানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভগবানপুর	৯৫	০৪	না
	৫৯	খেলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেলনা	১৬৬	০৬	না
	৬০	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবীপুর	২৩৫	০৪	না
	৬১	বেড়ীতলা নন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেড়ীতলা নন্দনপুর	১৪৮	০৩	না
	৬২	রসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রসপুর	১২৯	০৩	না
	৬৩	কমলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কমলপুর	১৪১	০৪	না
	৬৪	দাদনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দাদনপুর	১১৯	০৪	না
	৬৫	রামরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামরামপুর	১৫১	০৩	না
	৬৬	অমরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অমরপুর	১৩১	০৪	না
	৬৭	নেউটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নেউটা	১৫১	০৪	না
	৬৮	পূর্ব তাহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব তাহেরপুর	১৫০	০৪	না
	৬৯	বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় শিবপুর	১৫১	০৪	না
	৭০	মড়লই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মড়লই	১৫১	০৪	না
	৭১	শিববাটী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিববাটী	১৩০	০৪	না
	৭২	আমাইতাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমাইতাড়া	১৫১	০৪	না
	৭৩	চকমহেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকমহেশ	১৫১	০৪	না
	৭৪	জোতওসমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোতওসমান	১৩২	০৪	না
	৭৫	চকবদন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকবদন	১৫২	০৩	না
	৭৬	পূর্ব বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব বড় শিবপুর	১৫৫	০৪	না
	৭৭	তালান্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তালান্দর	১৫১	০৪	না
	৭৮	মড়রো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মড়রো	১৫২	০৪	না
	৭৯	চান্দিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দিরা	১৫২	০৪	না
	৮০	বনগ্রাম আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বনগ্রাম	২১৬	০৪	না
	৮১	আলতা দিঘী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলতা দিঘী	১০২	০৪	না
	৮২	কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদিপুর	১৫১	০৪	না
	৮৩	উদয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উদয়শ্রী	১৫৩	০৪	না
	৮৪	মালাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মালাহার	১২৬	০৪	না
	৮৫	ব্রজবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ব্রজবন	১৫৩	০৪	না
	৮৬	চৌঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চৌঘাট	১৫২	০৪	না
	৮৭	পূর্ব রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব রঘুনাথপুর	১৫১	০৪	না
	৮৮	শল্লী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শল্লী	২০০	০৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৮৯	তালঝাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তালঝাড়ী	১৫১	০৪	না
	৯০	ঘোড়াবট কলোনী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঘোড়াবট কলোনী	১৫১	০৪	না
	৯১	কৈগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈগ্রাম	১৫০	০৪	না
	৯২	চকসুবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকসুবইল	১৩৬	০৪	না
	৯৩	চকপ্রসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকপ্রসাদ	১৫১	০৪	না
	৯৪	জয়জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়জয়পুর	১৫১	০৪	না
	৯৫	পূর্ব নন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব নন্দনপুর	১৩২	০৪	না
	৯৬	পশ্চিম নানাইচ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পশ্চিম নানাইচ	১৫৩	০৪	না
	৯৭	চকইলাম দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকইলাম দূর্গাপুর	১৫১	০৪	না
	৯৮	জগদল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জগদল	১৫২	০৪	না
	৯৯	উত্তর চৌঘাট আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর চৌঘাট	১৩০	০৪	না
	১০০	আগ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আগ্রা	১৭৮	০৪	না
	১০১	কাটনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাটনা	১৫১	০৪	না
	১০২	সোনাদিঘী আদিবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সোনাদিঘী	১৩০	০৪	না
	১০৩	বলরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলরামপুর	১৩২	০৪	না
	১০৪	পশ্চিম জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পশ্চিম জাহানপুর	১৫৮	০৪	না
	১০৫	রামপুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর হাট	১৫০	০৪	না
	১০৬	মাহিসন্তোষ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাহিসন্তোষ	১৫৭	০৪	না
	১০৭	মানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মানপুর	১৫১	০৪	না
	১০৮	গোকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোকুল	১৫১	০৪	না
কলেজ	১	ধামইরহাট এম এম ডিগ্রী কলেজ	ধামইরহাট	৭৪৭	৬৮	না
	২	ধামইরহাট মহিলা কলেজ	ধামইরহাট	৩৫৬	৫৩	না
	৩	জগদল আদাবাসী স্কুল ও কলেজ	জগদল	২২২	৩৩	না
	৪	আল জাহাঙ্গীর আলম মেমো. কলেজ	ধামইরহাট	১৪৭	১৩	না
	৫	আগ্রাদ্বিগুন কলেজ	আগ্রাদ্বিগুন	১০০	১৪	না
	৬	পোড়ানগর মডেল কলেজ	পোড়ানগর	১৮২	১৮	না
	৭	ধামইরহাট টেকঃ এ্যান্ড বি এম কলেজ	ধামইরহাট	১৪০	০৬	না
বিদ্যালয়	১	ধামইরহাট সফিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	৪৬৪	১১	না
	২	পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	পলাশবাড়ী	২৯২	১০	না
	৩	কাজিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	কাজিপাড়া	২৬০	১১	না
	৪	জাহানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জাহানপুর	২৬৭	১২	না
	৫	ভাতকুন্ডু কে এন উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	৩২৭	০৮	না
	৬	খেলনা উচ্চ বিদ্যালয়	খেলনা	২৮৩	১১	না
	৭	বেড়ীতলা একাডেমি	বেড়ীতলা	১৭৯	০৯	না
	৮	হরিতকিডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	হরিতকিডাঙ্গা	৩৯৫	১২	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৯	ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	২৩৬	১১	না
	১০	আড়ানগর উচ্চ বিদ্যালয়	আড়ানগর	৪০০	১০	না
	১১	শংকরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	শংকরপুর	২৮০	১১	না
	১২	চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	চন্ডিপুর	২০৪	১১	না
	১৩	ভেড়ম উচ্চ বিদ্যালয়	ভেড়ম	২২৭	১১	না
	১৪	রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়	রাঙ্গামাটি	২৯৪	১৩	না
	১৫	আগ্রাদ্বিগুন উচ্চ বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বিগুন	৩৪৩	০৯	না
	১৬	বীরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	বীরগ্রাম	১৬৩	০৯	না
	১৭	চকময়রাম উচ্চ বিদ্যালয়	চকময়রাম	১০৮৩	১৩	না
	১৮	লক্ষণপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	লক্ষণপাড়া	২১১	১২	না
	১৯	পোড়ানগর উচ্চ বিদ্যালয়	পোড়ানগর	২৮৯	১১	না
	২০	মঙ্গালবাড়ি সিরাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মঙ্গালবাড়ি	৪৫৭	১৩	না
	২১	কুলফৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কুলফৎপুর	১০৬	০৮	না
	২২	ইসবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ইসবপুর	৪২৯	১১	না
	২৩	দেবীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীপুর	১১৬	১০	না
	২৪	শহীদ আঃ জঃ মঙ্গালবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়	মঙ্গালবাড়ী	২৩০	১২	না
	২৫	আগ্রাদ্বিগুন বালিকা বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বিগুন	২৭৩	১২	না
	২৬	পুর্বনন্দনপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পুর্বনন্দনপুর	১৩৫	০৬	না
	২৭	পুর্বতাহেরপুর নিম্ন বালিকা বিদ্যালয়	পুর্বতাহেরপুর	৯৫	০৬	না
	২৮	পতেপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পতেপুর	৯৬	০৪	না
	২৯	ভাতগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ভাতগ্রাম	১২৫	০৬	না
	১	রঘুনাথপুর কালিম মাদ্রাসা	রঘুনাথপুর	২৪০	২৭	না
	২	মাহমুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা	মাহমুদপুর	২০০	২১	না
	৩	পাগল দেওয়ান ফাজিল মাদ্রাসা	পাগল দেওয়ান	১৭০	১৮	না
	৪	ধামইরহাট ফাজিল মাদ্রাসা	ধামইরহাট	২৬০	৩৩	না
	৫	বড়থা ডি আই ফাজিল মাদ্রাসা	ধামইরহাট	১৪৫	২২	না
	৬	দূর্গাপুর ও বাসুদেবপুর আলিম মাদ্রাসা	দূর্গাপুর	১৮০	২০	না
	৭	রূপনারায়নপুর ও কোকিল আলিম মাদ্রাসা	ধামইরহাট	২০৫	১৯	না
মাদ্রাসা	৮	সেনগর আলিম মাদ্রাসা	সেনগর	১১৫	২০	না
	৯	গাংরা মহিলা আলিম মাদ্রাসা	গাংরা	১৩৩	১১	না
	১০	লোদিপুর দাখিল মাদ্রাসা	লোদিপুর	১১৭	১৪	না
	১১	বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসা	বলরামপুর	৭৪	১৩	না
	১২	পশ্চিম ধুরইল দাখিল মাদ্রাসা	পশ্চিম ধুরইল	১০৯	১২	না
	১৩	বস্তাবর দাখিল মাদ্রাসা দাখিল মাদ্রাসা	বস্তাবর	১৯০	১৬	না
	১৪	কাশিপুর দাখিল মাদ্রাসা	কাশিপুর	১৮৯	১৩	না
	১৫	সাহাপুর দাখিল মাদ্রাসা	সাহাপুর	১৬৯	১৫	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	১৬	মালাহার জামেয়া দাখিল মাদ্রাসা	মালাহার	১৪৪	১৫	না
	১৭	ফার্শিপাড়া এম আর দাখিল মাদ্রাসা	ফার্শিপাড়া	১৫৩	১৪	না
	১৮	জগদল ফারাজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	জগদল	১২২	১৬	না
	১৯	পলাশবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	পলাশবাড়ী	৯৬	১৫	না
	২০	বড় শিবপুর দাখিল মাদ্রাসা	বড় শিবপুর	১৭৯	১৫	না
	২১	শিশু দাখিল মাদ্রাসা	শিশু	১১২	১৭	না
	২২	উত্তর চক রহমত দাখিল মাদ্রাসা	উত্তর চক	১১৪	১৬	না
	২৩	বেলঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বেলঘরিয়া	৬৯	১৩	না
	২৪	রসপুর দাখিল মাদ্রাসা	রসপুর	১৭৪	১৩	না

বদলগাছী উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	বদলগাছী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১১	০৭	বদলগাছী	না
	২	শেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	০৪	শেরপুর	না
	৩	গোরশাহী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২	০৫	গোরশাহী	না
	৪	দাউদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	০৪	দাউদপুর	না
	৫	ভাতশাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৪	ভাতশাইল	না
	৬	তেজাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	০৪	তেজপাড়া	না
	৭	চকরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৩	চকরাইল	না
	৮	গাবনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৫	গাবনা	না
	৯	জাইজাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৬	০৫	জাইজাতা	না
	১০	গোলন্টা মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৩	গোলন্টা	না
	১১	জিলাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৬	০৪	জিলাহার	না
	১২	ভুবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫	০৫	ভুবন	না
	১৩	জিধিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	০৪	জিধিরপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	১৪	মথুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	০৫	মথুরাপুর	না
	১৫	সন্ন্যাসতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭	০৪	সন্ন্যাসতলা	না
	১৬	গোবরচাপাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৩	গোবরচাপা	না
	১৭	ফয়জাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৬	০৪	ফয়জাবাদ	না
	১৮	গয়েশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	গয়েশপুর	না
	১৯	কাটগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪	০৪	কাটপাড়া	না
	২০	হাটশাপিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮	০৪	হাটশাপিলা	না
	২১	কদমগাছী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	০৩	কদমগাছী	না
	২২	জালালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	জালালপুর	না
	২৩	ভয়ালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	ভয়ালপুর	না
	২৪	জগদ্বীশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	জগদ্বীশপুর	না
	২৫	চকনিজাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭২	০৭	চকনিজাম	না
	২৬	চাকলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	চাকলা	না
	২৭	বামনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	বামনপাড়া	না
	২৮	পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	পাহাড়পুর	না
	২৯	নুনুজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	নুনুজ	না
	৩০	নুনুজ চাতড়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৫	নুনুজ	না
	৩১	মিঠাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	মিঠাপুর	না
	৩২	খাদাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	খাদাইল	না
	৩৩	গন্ধর্বপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৪	০৬	গন্ধর্বপুর	না
	৩৪	তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	তাজপুর	না
	৩৫	সাগরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	সাগরপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	৩৬	কান্দাভেরেন্ডী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	কান্দাভেরেন্ডী	না
	৩৭	রহিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	রহিমপুর	না
	৩৮	রকনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	রকনপুর	না
	৩৯	জগপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	জগপাড়া	না
	৪০	কোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	কোলা	না
	৪১	ঝাড়ঘাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	ঝাড়ঘাড়িয়া	না
	৪২	কয়াভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	কয়াভবানীপুর	না
	৪৩	ইসমাইলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	ইসমাইলপুর	না
	৪৪	পুখুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	পুখুরিয়া	না
	৪৫	ভান্ডারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	ভান্ডারপুর	না
	৪৬	ভোলার পালসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	ভোলার পালসা	না
	৪৭	কেশাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৮	০৬	কেশাইল	না
	৪৮	তেঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০৪	০৬	তেঘরিয়া	না
	৪৯	নন্দাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	নন্দাহার	না
	৫০	বিলাসবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	বিলাসবাড়ী	না
	৫১	কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	কৃষ্ণপুর	না
	৫২	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	শিবপুর	না
	৫৩	কটকবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	কটকবাড়ী	না
	৫৪	শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭২	০৭	শ্রীরামপুর	না
	৫৫	জোলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	জোলাপা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ড়া	
	৫৬	চৌকিবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	চৌকিবাড়ী	না
	৫৭	দুধকুড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	দুধকুড়ী	না
	৫৮	এনায়েতপুর চকাবীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	এনায়েতপুর	না
	৫৯	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	০৫	গোপালপুর	না
	৬০	আধাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৬	০৪	আধাইপুর	না
	৬১	বেগুনজোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	বেগুনজোয়ার	না
	৬২	বৈকন্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭	০৬	বৈকন্ঠপুর	না
	৬৩	দেউলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	দেউলিয়া	না
	৬৪	কার্তিকাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	কার্তিকাহার	না
	৬৫	ব্যাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	ব্যাশপুর	না
	৬৬	বিষ্ণুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	বিষ্ণুপুর	না
	৬৭	বিলুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	বিলুপাড়া	না
	৬৮	চকবনমালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	চকবনমালী	না
	৬৯	বালুভরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	বালুভরা	না
	৭০	পাটনঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	পাটনঘাটা	না
	৭১	আরচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	আরচা	না
	৭২	ঢেকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	ঢেকড়া	না
	৭৩	ভরট্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	ভরট্ট	না
	৭৪	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	মির্জাপুর	না
	৭৫	দোনইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	দোনইল	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	৭৬	প্রধান কুন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	০৬	প্রধান কুন্ডি	না
	৭৭	বিষপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	বিষপাড়া	না
	৭৮	রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	রসুলপুর	না
	৭৯	পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	পাহাড়পুর	না
	৮০	দ্বারিশন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	দ্বারিশন	না
	৮১	ইদ্রাকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	ইদ্রাকপুর	না
	৮২	তেঁতুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	তেঁতুলিয়া	না
	৮৩	উত্তর মালঞ্চা ও রনাহার	৩৭২	০৭	উত্তর মালঞ্চা	না
	৮৪	দক্ষিন আধাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	দক্ষিন আধাইপুর	না
	৮৫	গন্ধর্বপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	গন্ধর্বপুর	না
	৮৬	রনাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	রনাহার	না
	৮৭	মালঞ্চা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	মালঞ্চা	না
	৮৯	বারাতৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২	০৫	বারাতৈল	না
	৯০	পাঁড়োরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৪	পাঁড়োরা	না
	৯১	জগন্নাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	জগন্নাথপুর	না
	৯২	সোহাসা সূর্যমূখী গুচ্ছগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৩	০৬	সোহাসা	না
	৯৩	আবাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	আবাদপুর	না
	৯৪	ইন্দ্র সগুনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	ইন্দ্র সগুনা	না
	৯৫	কাশিমালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	কাশিমালা	না
	৯৬	পূর্ববনগ্রাম আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	পূর্ববনগ্রাম	না
	৯৭	লক্ষীকোল আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক	২৪৮	০৪	লক্ষীকোল	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		বিদ্যালয়				
	৯৮	জগৎনগর কলকুঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	জগৎনগর	না
	৯৯	রামসাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	রামসাপুর	না
	১০০	সত্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	সত্যপাড়া	না
	১০১	চাঁপাডাল আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	চাঁপাডাল	না
	১০২	চাংলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	চাংলা	না
	১০৩	পয়নাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	পয়নাড়ী	না
	১০৪	কোলার পালশা পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	কোলার পালশা পূর্বপাড়া	না
	১০৫	উত্রাসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	উত্রাসন	না
	১০৬	কামার বাড়ী আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৬	কামার বাড়ী	না
	১০৭	পরশুরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০৪	১০	পরশুরামপুর	না
	১০৮	কোমারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	কোমারপুর	না
	১০৯	উত্তররামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	উত্তররামপুর	না
	১১০	হাজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	হাজিপুর	না
	১১১	চকনরসিংহ আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	চকনরসিংহ	না
	১১২	সেনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	সেনপাড়া	না
	১১৩	কোলার পালশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭২	০৭	কোলার পালশা	না
	১১৪	কামারবাড়ী চন্দ্রমূখী সরকারী প্রাথমিক	২৫৩	০৪	কামারবা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		বিদ্যালয়			ড়ী	
	১১৫	উত্তর রাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	উত্তর রাজপুর	না
	১১৬	নহেলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	নহেলা	না
	১১৭	দেবরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	দেবরাইল	না
	১১৮	খোকশাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	খোকশাবাড়ী	না
	১১৯	পশ্চিম খাদাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	০৪	পশ্চিম খাদাইল	না
	১২০	নিহনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	নিহনপুর	না
	১২১	ছোট কাবলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯	০৬	ছোট কাবলা	না
	১২২	উত্তর সাদিসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	উত্তর সাদিসপুর	না
	১২৩	চমচমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	চমচমপুর	না
	১২৪	চক আলম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	চক আলম	না
	১২৫	উত্তর শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	উত্তর শ্যামপুর	না
উচ্চ বিদ্যালয়	১	বদলগাছি পাইলট হাইস্কুল	৭৮৩	১৪	বদলগাছি	না
	২	বদলগাছি লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭৬	১২	বদলগাছি	না
	৩	মিঠাপুর ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১১৪	১১	ভান্ডারপুর	না
	৪	মথুরাপুর বি, এল উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭৫	১০	জাবারিপুর হাট	না
	৫	গোবরচাঁপাহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৫৬৫	১২	জাবারিপুর হাট	না
	৬	শ্রীরামপুর এফ, কে উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৬	১০	শ্রীরামপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	৭	ভাতশাইল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৬১	১২	ভাতশাইল	না
	৮	গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৮	১০	জাবারিপুর হাট	না
	৯	বেগুনজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩০	১১	বেগুনজোয়ার	না
	১০	বালুভরা আর, বি, উচ্চ বিদ্যালয়	৩৬৭	১০	বালুভরা	না
	১১	নুনুজ কলিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৫	১০	জামালগঞ্জ	না
	১২	পাহারপুর আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়	৫২৩	১৩	পাহারপুর	না
	১৩	বৈকুণ্ঠপুর বি, এল উচ্চ বিদ্যালয়	২২২	১১	বেগুনজোয়ার	না
	১৪	কোলা বিজলী উচ্চ বিদ্যালয়	৬৮৪	১৩	কোলাহাট	না
	১৫	মলিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩৫	১০	নাজিরপুর	না
	১৬	মিঠাপুর বি, এল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯৬	১২	বান্দারপুর	না
	১৭	শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪১৭	১০	শ্রীরামপুর	না
	১৮	মির্জাপুর কে, সি উচ্চ বিদ্যালয়	৩০৩	১২	খলসি	না
	১৯	ভান্ডারপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৬৬৮	১৩	ভান্ডারপুর	না
	২০	শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৭৯	১০	বদলগাছি	না
	২১	কান্তিকাহার উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩১	১০	নিউ রসুলপুর	না
	২২	ঢেকড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৮০	১০	খলসি	না
	২৩	সাগরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭১	১১	ভান্ডারপুর	না
	২৪	আরচা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫৫	৫	বেগুনজোয়ার	না
	২৫	জগপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৫৮	১২	ভান্ডারপুর	না
	২৬	কদমগাছী উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৪	জাবারিপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	২৭	দেউলিয়া শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়	২২৯	১১	বদলগাছি	না
	২৮	বিলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	২৯২	১০	বিলাশবাড়ী	না
	২৯	গাবনা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৮	১১	প্রধানকুন্ডী	না
মাদ্রাসা	৩০	ধর্মপুর গোয়ালভিটা সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা	১৮৮	২০	পাহাড়পুর	না
	৩১	ইসলামপুর রহমানিয়া সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা	১২৫	১৮	ভান্ডারপুর	না
	৩২	রুকুনপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	২২৩	১৪	ভান্ডারপুর	না
	৩৩	গয়ড়া তেতুলিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	৩৯৭	১৯	কোলাহাট	না
	৩৪	নুনুজ কলিমিয়া সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা	১২৩	১৯	জামালগঞ্জ	না
	৩৫	চাংলা জে, এম দাখিল মাদ্রাসা	২৪৫	১৫	বদলগাছি	না
	৩৬	মিঠাপুর সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা	২০৪	১৯	ভান্ডারপুর	না
	৩৭	ফতেজঈপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭০	১৫	বদলগাছি	না
	৩৮	খাদাইল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৬০	১১	মিঠাপুর	না
	৩৯	চাকলা ও দ্বারিশন শহিদুলাহ দাখিল মাদ্রাসা	১৭১	১৫	পাহাড়পুর	না
	৪০	জগদীশপুর দাখিল মাদ্রাসা	২১৭	১৬	জামালগঞ্জ	না
	৪১	কেশাইল নূরানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭৫	১৫	কেশাইল	না
	৪২	ভান্ডারপুর সাবিত্রী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২১৭	১২	ভান্ডারপুর	না
	৪৩	বি, টি, এম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮৭	৭	জাবারিপুর হাট	না
	৪৪	সন্ন্যাসতলা নাসরিন সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২২৬	৭	জাবারিপুর হাট	না
	৪৫	কাষ্টগাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	২০০	১২	জাবারিপুর	না
	৪৬	জোলাপাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২২৬		জোলাপা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ড়া	
	৪৭	দাউদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৬৬	১১	বদলগাছি	না
	৪৮	মুক্তিনগর দাখিল মাদ্রাসা	২২০	১৪	মুক্তিনগর	না
	৪৯	গোবরচাঁপাহাট আখতার হামিদী সিদ্দিকী দাখিল মাদ্রাসা	১৭০	১০	গোবর চাঁপাহাট	না
	৫০	আরজী পাঁচ ঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	১১	আরজী পাঁচ ঘরিয়া	না
	৫১	গাবনা দাখিল মাদ্রাসা	১৫৬	১০	গাবনা	না
	৫২	খোজাগাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	১৫০	১৩	খোজাগাড়ী	না
	৫৩	গোরশাহী জুনিয়র হাইস্কুল	৯০	১১	গোরশাহী	না
	৫৪	খাদাইল দাখিল মাদ্রাসা	১৩৯	১১	খাদাইল	না
কলেজ	১	বদলগাছী সরকারী কলেজ	৩১২	১৭	বদলগাছী ইউনিয়ন	না
	২	বদলগাছী মহিলা ডিগ্রী কলেজ	৪২২	১৯	বদলগাছী উপজেলা	না
	৩	গোবরচাঁপাহাট মহাবিদ্যালয়	৩৭৭	২০	মথুরাপুর ইউনিয়ন	না

মান্দা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	আলালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	০৭	ভাঁরশো	না
	২	মজিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৫	ভাঁরশো	না
	৩	বালিচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৩	ভাঁরশো	না
	৪	পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩২	১০	ভাঁরশো	না
	৫	বাঁকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯	০৪	ভাঁরশো	না
	৬	আইওরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	০৭	ভাঁরশো	না
	৭	ভারশোঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৩	০৭	ভাঁরশো	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৮	তুড়ুকগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৬	ভালাইন	না
	৯	আয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৩	ভালাইন	না
	১০	ভালাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৪	ভালাইন	না
	১১	বানডুবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	ভালাইন	না
	১২	বৈদ্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৬	০৬	ভালাইন	না
	১৩	মোয়াই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	০২	ভালাইন	না
	১৪	চকশিবরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	ভালাইন	না
	১৫	পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৫১	০৮	পরানপুর	না
	১৬	বালুবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	পরানপুর	না
	১৭	চককেশব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	পরানপুর	না
	১৮	শিশইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭২	০৭	পরানপুর	না
	১৯	হাটোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	পরানপুর	হ্যাঁ
	২০	কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	কালিকাপুর	না
	২১	বাদলঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	মান্দা	না
	২২	নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	মান্দা	না
	২৩	কেকে মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০	মান্দা	না
	২৪	মান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৪	মান্দা	না
	২৫	গণেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	মান্দা	না
	২৬	পারইর (দ)সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	মান্দা	না
	২৭	শ্রীরামপুর (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	গণেশপুর	না
	২৮	ভেবড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	গণেশপুর	না
	২৯	কাঞ্চন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	গণেশপুর	না
	৩০	বাংগাড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	গণেশপুর	না
	৩১	পারইল (উ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	গণেশপুর	না
	৩২	শ্রীরামপুর (২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	গণেশপুর	না
	৩৩	রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	মৈনম	না
	৩৪	ভদ্রসেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	মৈনম	না
	৩৫	মৈনম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	মৈনম	না
	৩৬	বর্দ্ধপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	মৈনম	না
	৩৭	পিড়রী ফকিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	মৈনম	না
	৩৮	মৈনম(দ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	মৈনম	না
	৩৯	চকরাজাপুর সরকারি প্রাথমিক	৩৫৫	০৫	প্রসাদপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
		বিদ্যালয়				
	৪০	গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	প্রসাদপুর	না
	৪১	প্রসাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০৪	১০	প্রসাদপুর	না
	৪২	পারইনায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	প্রসাদপুর	না
	৪৩	এনায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	এনায়েতপুর	না
	৪৪	খুদিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	এনায়েতপুর	না
	৪৫	এনায়েতপুর মঞ্জিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	এনায়েতপুর	না
	৪৬	হাজিগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	০৭	কুশুম্বা	না
	৪৭	কুশুম্বা দিঘিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	কুশুম্বা	না
	৪৮	বিলকরিল্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৭	০৬	কুশুম্বা	না
	৪৯	বুড়িদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৫	০৬	কুশুম্বা	না
	৫০	চককানু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	০৬	কুশুম্বা	না
	৫১	কালিগ্রাম কির্ত্তলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭	০৬	কুশুম্বা	না
	৫২	বড়পই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	০৮	প্রসাদপুর	না
	৫৩	গাইহানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	০৭	কুশুম্বা	না
	৫৪	চককার্ত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	০৫	কুশুম্বা	না
	৫৫	শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪০	০৫	তেঁতুলিয়া	না
	৫৬	তেতুঁলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪	০৭	তেঁতুলিয়া	না
	৫৭	ঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	তেঁতুলিয়া	না
	৫৮	নারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩১	০৫	তেঁতুলিয়া	না
	৫৯	একরুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	০৫	তেঁতুলিয়া	না
	৬০	সাটইল পিড়াকোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	০৫	তেঁতুলিয়া	না
	৬১	রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৮	০৫	নুরুল্যাবাদ	না
	৬২	কালিগ্রাম দোডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	০৫	নুরুল্যাবাদ	না
	৬৩	নূরুলাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৪	০৭	নুরুল্যাবাদ	না
	৬৪	বারিল্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	০৫	নুরুল্যাবাদ	না
	৬৫	নূরুলাবাদ নিঃ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৯	০২	নুরুল্যাবাদ	না
	৬৬	চকশ্রীকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪০	০৩	নুরুল্যাবাদ	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৬৭	কালিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯১	০৪		না
	৬৮	চককালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২৭	০৮	কালিকাপুর	না
	৬৯	চকগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৪	০৫	কালিকাপুর	না
	৭০	চকরঘুনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৭	০৬	কালিকাপুর	না
	৭১	ছোট মুলুক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	০৭	কালিকাপুর	না
	৭২	হাট চকগৌরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬১	০৫	কালিকাপুর	না
	৭৩	বাথইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২	০৪	কালিকাপুর	না
	৭৪	তুলশীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	০৬	কালিকাপুর	না
	৭৫	কুলিহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৩	০৬	কালিকাপুর	না
	৭৬	চকউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭১	০৭	কাঁশোপাড়া	না
	৭৭	আন্দারিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	০৬	কাঁশোপাড়া	না
	৭৮	কাশোঁপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০	০৫	কাঁশোপাড়া	না
	৭৯	কুলিহার গঙ্গারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	০৬	কাঁশোপাড়া	না
	৮০	কশব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২	০৬	কাঁশোপাড়া	না
	৮১	শিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	০৬	কশব	না
	৮২	তুড়ুকবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৩	০৪	কশব	না
	৮৩	কশব মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৪	০৬	কশব	না
	৮৪	পাজরভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	০৫	কশব	না
	৮৫	কুড়িয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	০৪	কশব	না
	৮৬	বিলবায়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	০৩	কশব	না
	৮৭	দাসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	বিষ্ণুপুর	না
	৮৮	পাইরটুঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১০	০৫	বিষ্ণুপুর	না
	৮৯	ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	০৫	বিষ্ণুপুর	না
	৯০	কর্ণভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৫	বিষ্ণুপুর	না
	৯১	চকরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৬	বিষ্ণুপুর	না
	৯২	হুলিবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	০৪	বিষ্ণুপুর	না
	৯৩	পারশিমুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	০৩	বিষ্ণুপুর	না
	৯৪	চককামদেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৪	বিষ্ণুপুর	না
	৯৫	সদলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০৪	বিষ্ণুপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৯৬	চকশ্যামরায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	০৫	পরাণপুর	না
	৯৭	পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	০৫	কুশুম্বা	না
	৯৮	সাহাপুর ঢোলপুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬	০৪	কুশুম্বা	না
	৯৯	সৈয়দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	০৪	মান্দা	না
	১০০	শ্রীরামপুর পঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	০৪	শ্রীরামপুর	না
	১০১	রাঙ্গামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৩	রাঙ্গামাটিয়া	না
	১০২	মৈনম সরঃপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	০৪	মৈনম	না
	১০৩	রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	রায়পুর	না
	১০৪	সূর্যনারায়নপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	০৩	সূর্যনারায়নপুর	হ্যাঁ
	১০৫	বড় চকচম্পক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৫	বড় চকচম্পক	না
	১০৬	গোয়ালা মান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৫	গোয়ালা	না
	১০৭	দ্বারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৩	দ্বারিয়াপুর	না
	১০৮	চকহরিনারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	০৩	চকহরিনারায়নপুর	না
	১০৯	সিয়াটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	০৩	সিয়াটা	না
	১১০	ঘাচকৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	০৪	ঘাচকৈর	না
	১১১	দেলুয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	দেলুয়ারা	না
	১১২	মাউল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৪	মাউল	না
	১১৩	সাটইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	০৫	সাটইল	না
	১১৪	সাতবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮	০৪	সাতবাড়িয়া	না
	১১৫	চকগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৪	চকগোপাল	না
	১১৬	এলেঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	এলেঙ্গা	না
	১১৭	চকভোলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৪	চকভোলাই	না
	১১৮	লক্ষীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	০৪	লক্ষীরামপুর	না
	১১৯	বড় মুলুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	০৪	বড় মুলুক	না
	১২০	বাংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	০৪	বাংড়া	না
	১২১	কশব ভোলাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬	০৪	কশব	না
	১২২	খোর্দ্দবান্দাই খাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	০৪	খোর্দ্দবান্দাই	না
	১২৩	বলাক্ষেত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	০৪	বলাক্ষেত্র	হ্যাঁ
	১২৪	পারকালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৭	০৪	পারকালিকাপুর	না
	১২৫	কাঞ্চনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	০৪	কাঞ্চনপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	১২৬	জাফারাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	জাফারাবাদ	না
	১২৭	বিলউথরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৮	০৪	বিলউথরাইল	না
	১২৮	চকমনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	০৪	চকমনোহরপুর	না
	১২৯	মিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	০৪	মিরপুর	না
	১৩০	কদমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	কদমতলী	না
	১৩১	কয়লাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	০৪	কয়লাবাড়ি	না
	১৩২	রাজেন্দ্রবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০১	০৪	রাজেন্দ্রবাটি	না
	১৩৩	শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	০৪	শ্যামপুর	না
	১৩৪	ভরট্রশিবনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	ভরট্রশিবনগর	না
	১৩৫	মটগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	মটগাড়ী	না
	১৩৬	দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	০৪	দূর্গাপুর	না
	১৩৭	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	শিবপুর	না
	১৩৮	নহলাকালুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	নহলাকালুপাড়া	না
	১৩৯	খুদিয়াডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	০৪	খুদিয়াডাঙ্গা	না
	১৪০	মৈনম অযোদ্ধাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	০৪	মৈনম	না
	১৪১	চকবালু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	চকবালু	না
	১৪২	বনগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৪	বনগাঁ	না
	১৪৩	চকউমেদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	চকউমেদ	না
	১৪৪	কালিগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	০৪	কালিগাঁ	না
	১৪৫	দ: নূরুল্যাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	দ: নূরুল্যাবাদ	না
	১৪৬	চকচম্পক ছোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	০৪	চকচম্পক	না
	১৪৭	উ: চকগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৯	০৪	উ: চকগোপাল	না
	১৪৮	পলাশবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	পলাশবাড়ী	না
	১৪৯	তানইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	০৪	তানইল	না
	১৫০	ছোট পারইটুঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	ছোট পারইটুঙ্গী	না
	১৫১	মশিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	০৪	মশিদপুর	না
	১৫২	বিষ্ণুপুর মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	বিষ্ণুপুর	না
	১৫৩	দোডাঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	দোডাঙ্গী	না
	১৫৪	চকবদীরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪১	০৪	চকবদীরাম	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	১৫৫	চককানু দ: পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	০৪	চককানু	না
	১৫৬	কুনকুচি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	০৪	কুনকুচি	না
	১৫৭	হাড় কিশর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	হাড় কিশর	না
	১৫৮	গোসাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৪	গোসাইপুর	না
	১৫৯	কশব মোলা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	০৪	কশব	না
	১৬০	রহিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৯	০৪	রহিমপুর	না
	১৬১	জামদই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	০৪	জামদই	না
	১৬২	কাঠেরডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	০৪	কাঠেরডাঙ্গা	না
	১৬৩	গাংতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩১	০৪	গাংতা	না
বিদ্যালয়	১	একরুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২৪০	১২	মান্দা	না
	২	আলালপুর হাজি শেখ আলম উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৫	১৪	আলালপুর	না
	৩	বৈদ্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯	১১	বৈদ্যপুর	না
	৪	বালুবাজার এস এফ উচ্চ বিদ্যালয়	২১৩	১৩	বালুবাজার	না
	৫	বানডুবি হাজি ইসমাঃ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	২১৭	১২	বানডুবি	না
	৬	বিলবয়রা গয়েশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	বিলবয়রা	না
	৭	বিলকরিল্য উচ্চ বিদ্যালয়	২৩১	১২	বিলকরিল্য	না
	৮	বুড়িদহ উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	বুড়িদহ	না
	৯	চকগোবিন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২১২	১৩	চকগোবিন্দ	না
	১০	চক গোপাল উচ্চ বিদ্যালয়	২২৩	১৪	চক গোপাল	না
	১১	চকউলী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২১১	১১	চকউলী	না
	১২	গোটগাড়ী শহীদ মামুন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২২১	১৪	গোটগাড়ী	না
	১৩	গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৮	১৩	গোবিন্দপুর	না
	১৪	আইওর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৫	১৪	আইওর পাড়া	না
	১৫	কালীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৫	১৪	কালীগ্রাম	না
	১৬	কাঞ্চান বিএল উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৩	১৪	কাঞ্চান	না
	১৭	কর্ণভাগ উচ্চ বিদ্যালয়	২৫১	১৩	কর্ণভাগ	না
	১৮	কশব উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৭	১২	কশব	না
	১৯	কোচড়া বাদলঘাট উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৩	১৪	কোচড়া	না
	২০	পিকেএ উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	কোচড়া	না
	২১	কুশুম্বা ডিবি উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৫	১৪	কুশুম্বা	না
	২২	খোর্দ্দবান্দাই খাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২২২	১২	খোর্দ্দবান্দাই	না
	২৩	মান্দা এস সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	২৫২	১৪	মান্দা	না
	২৪	মান্দা থানা আদর্শ বা: উচ্চ বিদ্যালয় ও	২০৯	১৩	মান্দা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
		কলেজ				
	২৫	মৈনম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯২	১৩	মৈনম	না
	২৬	নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	২৮২	১৫	নবগ্রাম	না
	২৭	নূরুল্যাবাদ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৬	১৪	নূরুল্যাবাদ	না
	২৮	পাকুড়িয়া ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়	২০১	১২	পাকুড়িয়া	না
	২৯	পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২০৮	১২	পরানপুর	না
	৩০	সতীহাট কে, টি উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৩	১৪	সতীহাট	না
	৩১	শিশইল উচ্চ বিদ্যালয়	২১৩	১৩	শিশইল	না
	৩২	তেঁতুলিয়া ডিবিউচ্চ বিদ্যালয়	২১৯	১৩	তেঁতুলিয়া	না
	৩৩	তড়ুক বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	২২৯	১৪	তড়ুক বাড়িয়া	না
	৩৪	ভালাইন এস এফ উচ্চ বিদ্যালয়	২২৩	১৪	ভালাইন	না
	৩৫	ঘোনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১৪	ঘোনা	না
	৩৬	বিষ্ণুপুর চকশৈল্যা উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	১২	বিষ্ণুপুর	না
	৩৭	বাথইল গোপাল প্রামানিক উচ্চ বিদ্যালয়	২৩২	১৩	বাথইল	না
	৩৮	রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৮	১৩	রামনগর	না
	৩৯	কয়াপাড়া কামার কুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২০৯	১২	কয়াপাড়া	না
	৪০	গোয়াল মান্দা উচ্চ বিদ্যালয়	২০৭	১৪	গোয়াল	না
	৪১	দক্ষিন মৈনম উচ্চ বিদ্যালয়	২৮৩	১৫	দক্ষিন মৈনম	না
	৪২	লক্ষীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	লক্ষীরামপুর	না
	৪৩	সাহাপুর ডি এ উচ্চ বিদ্যালয়	২১৬	১২	সাহাপুর	না
	৪৪	গোপালপুর চকগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়	২২৭	১৩	গোপালপুর	না
	৪৫	চকরঘুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৭	১৪	চকরঘুনাথ	না
	৪৬	মশিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	মশিদপুর	না
	৪৭	কালিকাপুর চককালিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	কালিকাপুর	না
	৪৮	চকউমেদ উচ্চ বিদ্যালয়	২১২	১২	চকউমেদ	না
	৪৯	মটগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	২১৭	১২	মটগাড়ী	না
	৫০	চককামদেব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৪	চককামদেব	না
	৫১	মৈনম মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৩	মৈনম	না
	৫২	ছোটমুল্লুক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৮	১২	ছোটমুল্লুক	না
	৫৩	জিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৩৯	১৪	ছোটমুল্লুক	না
	১	পশ্চিম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	ছোটমুল্লুক	না
	২	পাজরভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৫	১৪	ছোটমুল্লুক	না
	৩	কশব মন্ডল পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	কশব	না
	৪	বিদ্যামাধুরী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২১৮	১২	কশব	না
	৫	কাশোঁপাড়া নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩১	১২	কাশোঁপাড়া	না
	৬	জোতবাজার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৪২	১৪	কাশোঁপাড়া	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৭	লালপুকুরিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	কাশোঁপাড়া	না
	৮	মহানগর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১০৭	১১	কাশোঁপাড়া	না
	৯	মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১১৮	০৯	কাশোঁপাড়া	না
	১০	গোটগাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৪৪	১০	গোটগাড়ী	না
	১১	আন্ধারিয়া পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৩২	১১	আন্ধারিয়া	না
	১২	উদয় নারায়ন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৫২	১১	উদয় নারায়ন	না
	১৩	এনায়েতপুর আইডিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৯	এনায়েতপুর	না
	১৪	শ্যামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩৮	১০	শ্যামপুর	না
	১৫	চকচম্পক ছোট নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৫৪	১০	চকচম্পক	না
	১৬	চককেশব নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৯২	১১	চককেশব	না
	১৭	সাহাপুকুরিয়া এএম নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৯৭	০৯	সাহাপুকুরিয়া	না
	১৮	তালপাতিলা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৮৮	০৮	তালপাতিলা	না
মাদ্রাসা	১	পারইল সিনিয়র মাদ্রাসা	১১২	১১	পারইল	না
	২	জামদই গতিউল্যাহ আলিম মাদ্রাসা	১০৯	১২	জামদই	না
	৩	ফতেপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	১০	ফতেপুর	না
	৪	দাসপাড়া দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসা	১২১	১১	দাসপাড়া	না
	৫	চকদেবীরাম চকভোলাই আলিম মাদ্রাসা	১৪৩	১৩	চকদেবীরাম	না
	৬	ভাঁরশো ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৯	ভাঁরশো	না
	৭	শিংগা বাকুল ছালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৯	১০	শিংগা	না
	৮	দেইল দাখিল মাদ্রাসা	১০৯	০৮	দেইল	না
	৯	পরানপুর কামিল মাদ্রাসা	১৪৫	১১	পরানপুর	না
	১০	কালিকাপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	১৩৪	১২	কালিকাপুর	না
	১১	মজিদপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	১৪৪	১৩	মজিদপুর	না
	১২	বড়বেলাদহ ফাজিল মাদ্রাসা	১৩৮	১৩	বড়বেলাদহ	না
	১৩	চকহরিনারায়ান দাখিল মাদ্রাসা	১৩৩	০৯	চকহরিনারায়ান	না
	১৪	রেবা আক্তার দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	১১	চকহরিনারায়ান	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	১৫	নহলা কালুপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১১৩	১০	নহলা	না
	১৬	কুশুম্বা শাহী দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	১১	কুশুম্বা	না
	১৭	দেলুয়াবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা	১৫৩	১১	দেলুয়াবাড়ি	না
	১৮	কোঁচড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৬১	১০	কোঁচড়া	না
	১৯	ছোট চক চম্পক দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	১০	ছোট চক চম্পক	না
	২০	রাম নগর দাখিল মাদ্রাসা	১০৬	০৯	রাম নগর	না
	২১	পিড়াকৈর দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	০৮	পিড়াকৈর	না
	২২	জাফরাবাদ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	১৩৭	০৯	জাফরাবাদ	না
	২৩	চকবাবন বৈলশিং দাখিল মাদ্রাসা	১৬২	১০	চকবাবন	না
	২৪	এলেঙ্গা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	১১	এলেঙ্গা	না
	২৫	মীরপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৫	১১	মীরপুর	না
	২৬	দোসতি দাখিল মাদ্রাসা	১৫৫	১০	দোসতি	না
	২৭	হলুদঘর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	০৯	হলুদঘর	না
	২৮	ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪৭	১১	হলুদঘর	না
	২৯	নিম বাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৮	নিম বাড়িয়া	না
	৩০	গোয়ালমান্দা খোড়ার ঘাট দাখিল মাদ্রাসা	১২২	০৮	গোয়ালমান্দা	না
	৩১	এনায়েতপুর জোয়ারদারপাড়া দাকিল মাদ্রাসা	১১৮	০৯	এনায়েতপুর	না
	৩২	গাইহানা কৃষ্ণপুর মহিলা দাকিল মাদ্রাসা	১২৬	১০	গাইহানা কৃষ্ণপুর	না
	৩৩	চককানু দারুস সালাম মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	১০	চককানু	না
	৩৪	কুড়িয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৩	০৯	কুড়িয়াপাড়া	না
	৩৫	চকরঘুনাথ দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৯	চকরঘুনাথ	না
	৩৬	চকমানিক চকশ্রীকৃষ্ণ দাখিল মাদ্রাসা	১৩৬	০৯	চকমানিক	না
	৩৭	গাড়ীক্ষেত্র দাখিল মাদ্রাসা	১২১	০৮	গাড়ীক্ষেত্র	না
	৩৮	গোবিন্দপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২২	১০	গোবিন্দপুর	না
	৩৯	পলাশবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	০৯	পলাশবাড়ী	না
	৪০	দক্ষিণ মৈনম দাখিল মাদ্রাসা	১৩১	১০	দক্ষিণ মৈনম	না
	৪১	হোসেনপুর ইবতেদায়ী মাদরাসা	১৪৩	১০	হোসেনপুর	না
	৪২	পারইল ফেরিঘাট স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১১৭	০৮	পারইল	না
	৪৩	চকশিদ্ধেশরী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১১৩	০৯	চকশিদ্ধেশরী	না
	৪৪	পীরপালী হাজী রহিমউদ্দীন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১২১	০৯	পীরপালী	না
	৪৫	ফেটগ্রাম স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১২৫	০৮	ফেটগ্রাম	না
	৪৬	কুকরাইল চকরঘুনাথ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী	১৩৩	০৮	কুকরাইল	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
		মাদরাসা				
	৪৭	চকরামাকান্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১৪৩	০৮	চকরামাকান্ত	না
	৪৮	চককামদেব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১৫১	১০	চককামদেব	না
	৪৯	তুডুকবাড়ীয়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা	১৫৪	০৮	তুডুকবাড়ীয়া	না
কলেজ	১	মান্দা মমিন শাহানা ডিগ্রী কলেজ	২৫৩	১৭	মান্দা	না
	২	চকউলী ডিগ্রী কলেজ	২৪৩	১৯	চকউলী	না
	৩	দাসপাড়া ডিগ্রী কলেজ	২৫৫	২১	দাসপাড়া	না
	৪	উত্তরা ডিগ্রী কলেজ	২৬৭	১৭	উত্তরা	না
	৫	পানিয়াল আদর্শ কলেজ	২৭১	১৭	পানিয়াল	না
	৬	ফতেপুর কলিমুদ্দিন কলেজ	২৪৯	১৬	ফতেপুর	না
	৭	মান্দা কারিগরি ও কৃষি কলেজ	২৬৭	১৬	মান্দা	না
	৮	চৌবাড়িয়া হাট কলেজ	২৯২	১৮	চৌবাড়িয়া	না
	৯	জোতবাজার মহিলা কলেজ	২৭৭	১৭	জোতবাজার	না
	১০	বালুবাজার শফিউদ্দিন মোল্যা কলেজ	২৬৫	১৬	বালুবাজার	না
	১১	পূর্বমান্দা আইডিয়াল কলেজ	২৫৪	১৫	পূর্বমান্দা	না
	১২	গোটগাড়ী শহীদ মামুন হাই স্কুল ও কলেজ	২৪৯	১৭	গোটগাড়ী	না
	১৩	মান্দা থানা আদর্শ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৫৩	১৯	মান্দা	না
	১৪	পূর্ব মান্দা টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২৬৪	২০	মান্দা	না
	১৫	সাতবাড়িয়া টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২৭১	১৯	সাতবাড়িয়া	না
	১৬	চককামদেব টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২৬৯	১৭	চককামদেব	না
	১৭	মান্দা বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউট	২৬৩	১৭	মান্দা	না
	১৮	ফতেপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২৫৫	১৬	ফতেপুর	না
	১৯	কাঞ্চন মহিলা টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২৫৩	১৮	কাঞ্চন	না
	২০	আলহেরা কৃষি কলেজ	২৫৮	১৬	আলহেরা	না
	২১	চককামদেব টেকঃ(ভোক) স্কুল	২৪৭	১৭	চককামদেব	না
	২২	ইনডেক্স টেকনিক্যাল/কলেজ	২৪৪	১৯	মান্দা	না
	২৩	নূরুল্ল্যাবাদ জোতবাজার বি এম কলেজ	২৬৫	১৯	নূরুল্ল্যাবাদ	না
	২৪	মান্দা মহানগর কলেজ	২৮২	২০	মান্দা	না
	২৫	চককামদেব আদর্শ মহাবিদ্যালয়	২৭৬	১৯	চককামদেব	না

সাপাহার উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
প্রাইমারিস্কুল	১	সাপাহার মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	সাপাহার	না
	২	তেঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	তেঘরিয়া	না
	৩	পিছলডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	পিছলডাঙ্গা	না
	৪	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	মির্জাপুর	না
	৫	বাহারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	বাহারপুর	না
	৬	মহজিদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	মহজিদপাড়া	না
	৭	কুচিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	কুচিন্দা	না
	৮	ভওইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	০৬	ভওইল	না
	৯	খঞ্জনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	০৪	খঞ্জনপুর	না
	১০	খেড়ুন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	০৩	খেড়ুন্দা	না
	১১	শিরন্টী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	শিরন্টী	না
	১২	গোপালপুর মরাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১০	০৫	গোপালপুর	না
	১৩	তাঁতইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	০৫	তাঁতইর	না
	১৪	বাগডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২	০৫	বাগডাঙ্গা	না
	১৫	জবই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	০৬	জবই	না
	১৬	আশড়ন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	০৪	আশড়ন্দ	না
	১৭	আইহাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	০৩	আইহাই	না
	১৮	চক চন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৬	০৪	চক চন্ডি	না
	১৯	গৌরীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	গৌরীপুর	না
	২০	তুলশী ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	০৫	তুলশী ডাঙ্গা	না
	২১	তিলনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	০৪	তিলনী	না
	২২	বৈকন্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	বৈকন্ঠপুর	না
	২৩	রামাশ্রম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	০৩	রামাশ্রম	না
	২৪	মির্জাপুর বোরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৫	মির্জাপুর বোরা	না
	২৫	কলমুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৫	কলমুডাঙ্গা	না
	২৬	মিরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৩	মিরাপাড়া	না
	২৭	খোট্টাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	০৩	খোট্টাপাড়া	না
	২৮	নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	০৩	নিশ্চিন্তপুর	না
	২৯	কোচকুড়লীয়া সরকারী প্রাথমিক	১২৩	০৪	কোচকুড়লী	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
		বিদ্যালয়			য়া	
	৩০	গোয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	গোয়ালা	না
	৩১	বেলডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	০৪	বেলডাঙ্গা	না
	৩২	কামাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	কামাশপুর	না
	৩৩	তিলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	তিলনা	না
	৩৪	সুন্দরা দিঘীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	০৪	সুন্দরা দিঘীপাড়া	না
	৩৫	দেওপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	দেওপাড়া	না
	৩৬	ভাগপরুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	ভাগপরুল	না
	৩৭	ওড়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	০৪	ওড়নপুর	না
	৩৮	বাদদমদমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	০৪	বাদদমদমা	না
	৩৯	শিহলী বিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	শিহলী বিদিরপুর	না
	৪০	বারদোয়াশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৪	বারদোয়াশ	না
	৪১	গোটাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	গোটাপাড়া	না
	৪২	চকগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	০৪	চকগোপাল	না
	৪৩	পঃ হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	পঃ হরিপুর	না
	৪৪	মামুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	০৪	মামুরিয়া	না
	৪৫	নারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৫	নারায়নপুর	না
	৪৬	চন্দুরা বাবুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৩	চন্দুরা বাবুপুর	না
	৪৭	গাঙ্গাকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	০৫	গাঙ্গাকুড়ি	না
	৪৮	উমইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯	০৪	উমইল	না
	৪৯	উঃ কমলুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	০৫	উঃ কমলুডাঙ্গা	না
	৫০	বলদিয়াঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৩	০৫	বলদিয়াঘাট	না
	৫১	নুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৫	নুরপুর	না
	৫২	কল্যানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৩	কল্যানপুর	না
	৫৩	হুজরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৪	হুজরাপুর	না
	৫৪	শ্রী ধর বাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	শ্রী ধর বাটি	না
	৫৫	রোদ গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	০৬	রোদ গ্রাম	না
	৫৬	চাঁচা হার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	০২	চাঁচা হার	না
	৫৭	বিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	বিরামপুর	না
	৫৮	সিংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	সিংড়া	না
	৫৯	সোনাডাঙ্গা সরকার পাড়া সরকারী	১৫৩	০৫	সোনাডাঙ্গা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
		প্রাথমিক বিদ্যালয়				
	৬০	পশ্চিম কলমুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	পশ্চিম কলমুডাঙ্গা	না
	৬১	বাসুল ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৩	০৬	বাসুল ডাঙ্গা	না
	৬২	ফুরকুটি ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	০৫	ফুরকুটি ডাঙ্গা	না
	৬৩	বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	বাখরপুর	না
	৬৪	হাপানিয়া পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	হাপানিয়া	না
	৬৫	ভকনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	০৬	ভকনা	না
	৬৬	জয়পুর রাজ্যধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	জয়পুর রাজ্যধর	না
	৬৭	মদনসিং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	মদনসিং	না
	৬৮	বৈদ্যপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	বৈদ্যপুর	না
	৬৯	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	মির্জাপুর	না
	৭০	খিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	খিদিরপুর	না
	৭১	বাদচহেড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	বাদচহেড়া	না
	৭২	পদলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	পদলপাড়া	না
	৭৩	কৈবর্ত্তগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	কৈবর্ত্তগ্রাম	না
	৭৪	তিলনা চক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	তিলনা চক	না
	৭৫	পাতাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	পাতাড়ী	না
	৭৬	নিশ্চিন্তপুর বড়ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	নিশ্চিন্তপুর বড়ডাঙ্গা	না
	৭৭	বাগমারী উচলাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৪	বাগমারী উচলাহার	না
	৭৮	বাদউপরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	বাদউপরই ল	না
	৭৯	সদলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৪	০৬	সদলপাড়া	না
	৮০	কুচিন্দরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০৪	১০	কুচিন্দরী	না
	৮১	গোয়ালা মন্ডল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	গোয়ালা মন্ডল	না
	৮২	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	হরিপুর	না
	৮৩	ফুরকুটি ডাঙ্গা আনক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	ফুরকুটি ডাঙ্গা আনক	না
	৮৪	মধইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	মধইল	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৮৫	পশ্চিম কামাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	পশ্চিম কামাশপুর	না
	৮৬	দোয়াশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	দোয়াশ	না
	৮৭	সোনাপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	সোনাপুকুর	না
	৮৮	কৃষসদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	০৪	কৃষসদা	না
	৮৯	রায়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	রায়পুর	না
	৯০	শাহাবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	শাহাবাজপু র	না
	৯১	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	০৬	গোপালপুর	না
	৯২	মানিকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	মানিকুড়া	না
	৯৩	তিলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	তিলনা	না
	৯৪	শিতল ডাঙ্গা রামরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	শিতল ডাঙ্গা রামরামপুর	না
কলেজ	১	সাপাহার সরকারী ডিগ্রী কলেজ	৩৫৩	১৭	সাপাহার	না
	২	চৌধরী চাঁন মোহম্মদ মহিলা ডিগ্রী কলেজ	৪৪৩	১৯	সাপাহার	না
	৩	দিঘীর হাট কলেজ	৪৫৫	২১	গোয়ালা	না
	৪	তিলনা কলেজ	৩৬৭	১৭	তিলনা	না
	৫	ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৯৫	১৭	শিরন্টি	না
	৬	আশড়ন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৩৫	১৯	আইহাই	না
বিদ্যালয়	১	সাপাহার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৯	১৭	সাপাহার	না
	২	তেঘড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৩	১৫	তেঘড়িয়া, সাপাহার	না
	৩	পিছলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১৪	পিছলডাঙ্গা , সাপাহার	না
	৪	মহজিতপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	১৩	মহজিতপা ড়া, সাপাহার	না
	৫	সাপাহার জামান নগর উচ্চ বিদ্যালয়	২৩২	১৫	সাপাহার	না
	৬	সাপাহার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৮	১৮	সাপাহার	না
	৭	সাপাহার ডাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্রারয়	২০৯	১২	সাপাহার	না
	৮	মির্জাপুর জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২০৭	১৪	মির্জাপুর, সাপাহার	না
	৯	বাহাপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৮৯	১৫	বাহাপুর, সাপাহার	না
	১০	নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	নিশ্চিন্তপুর,	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
					গোয়ালা	
	১১	খোট্রাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৬	১৭	খোট্রাপাড়া, গোয়ালা	না
	১২	মীরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২২৭	১৩	মীরাপাড়া, গোয়ালা	না
	১৩	কোচকুরলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৭	১৪	কোচকুরলিয়া, গোয়ালা	না
	১৪	চহেড়া আলাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	বাদচহেড়া, গোয়ালা	না
	১৫	গোয়ালা উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	কৈবর্তগ্রাম, গোয়ালা	না
	১৬	গোয়ালা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২১২	১২	গোয়ালা	না
	১৭	আলহেলাল ইসলামী একাডেমী(স্কুল)	২১৭	১২	কুচিন্দা, শিরণ্টি	না
	১৮	ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৩৪	১৪	ভিওইল, শিরণ্টি	না
	১৯	পাড়াশৈল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৩	পাড়াশৈল, শিরণ্টি	না
	২০	শিরণ্টি ময়নাকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৮	১২	শিরণ্টি	না
	২১	জবই সমিজা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৯	১৪	জবই, শিরণ্টি	না
	২২	তাঁতইর বাখরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	তাঁতইর, শিরণ্টি	না
	২৩	বিন্যাকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৫	১৪	বিন্যাকুড়ি, শিরণ্টি	না
	২৪	খঞ্জনপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	রামরামপুর, শিরণ্টি	না
	২৫	রামরামপুর শীতলডাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২২৯	১৪	শীতলডাঙ্গা, শিরণ্টি	না
	২৬	তিলনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২২৩	১৩	তিলনা	না
	২৭	তিলনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১৪	তিলনা	না
	২৮	পদলপাড়াগোটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	১২	পদলপাড়া, তিলনা	না
	২৯	চকগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়	২৩২	১৫	চকগোপাল, তিলনা	না
	৩০	ওড়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৮	১৩	ওড়নপুর, তিলনা	না
	৩১	ভাগপারুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০৯	১২	ভাগপারুল, তিলনা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৩২	আশড়ন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২০৭	১৪	আশড়ন্দ, আইহাই	না
	৩৩	মধইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৮৩	১৫	মধইল, আইহাই	না
	৩৪	আইহাই উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	আইহাই	না
	৩৫	গৌড়ীপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১৬	১২	আইহাই	না
	৩৬	কলমুডাংগা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২২৭	১৩	কলমুডাংগা , পাতাড়ী	না
	৩৭	তিলনপাতাড়ী নয়াবাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৭	১৪	কলমুডাংগা , পাতাড়ী	না
মাদ্রাসা	১	সাপাহার সরফুল্লাহ্ ফাজিল মাদ্রাসা	২১২	১৬	সাপাহার	না
	২	শাহাবাজপুর মাজঃউলুম আলিম মাদ্রাসা	১৮৯	১৪	শাহাবাজপুর, সাপাহার	না
	৩	পিছলডাংগা মিফতাহুল দাখিলমাদ্রাসা	১৪৫	১২	পিছলডাংগা , সাপাহার	না
	৪	ধর্মপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২১	১১	ধর্মপুর,সাপাহার	না
	৫	মানিকুড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪৩	১২	মানিকুড়া, সাপাহার	না
	৬	মহজিদপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৯	০৯	মহজিদপাড়া,সাপাহার	না
	৭	তুলশীপাড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৮৯	১০	তুলশীপাড়া, সাপাহার	না
	৮	সাপাহার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৯৯	০৮	সাপাহার	না
	৯	হাপানিয়া কে. এম. ফাজিল মাদ্রাসা	১৪৫	১১	হাপানিয়া, গোয়ালা	না
	১০	সেনপুর এড়েন্দা দাখিল মাদ্রাসা	১৩৪	১২	সেনপুর, গোয়ালা	না
	১১	খোট্টাপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৭৪	১৩	খোট্টাপাড়া, গোয়ালা	না
	১২	খোট্টাপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৭৮	১৩	খোট্টাপাড়া, গোয়ালা	না
	১৩	মাইপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮৩	০৯	মাইপুর, গোয়ালা	না
	১৪	পলাশডাংগা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	১১	পলাশডাংগা, গোয়ালা	না
	১৫	আলাদীপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৯৩	১০	আলাদীপুর, গোয়ালা	না
	১৬	জবই সুফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	১৪২	১১	জবই,	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
					শিড়ন্টি	
	১৭	গোপালপুর হারুন অর রশিদ ফাজিল মাদ্রাসা	১৮৩	১১	গোপালপুর, শিড়ন্টি	না
	১৮	খঞ্জনপুর তালঃ পতিঃ ইসঃ আলিম মাদ্রাসা	১৯১	১০	খঞ্জনপুর,শিড়ন্টি	না
	১৯	কৈকুড়ী শীতলডাংগা আলিম মাদ্রাসা	১৮৮	১০	কৈকুড়ী,শিড়ন্টি	না
	২০	মরাডাংগা ময়নাকুড়ি আলিম মাদ্রাসা	১৮৬	০৯	মরাডাংগা, শিড়ন্টি	না
	২১	ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	০৮	ইসলামপুর, শিড়ন্টি	না
	২২	উমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৭	০৯	উমইল, শিড়ন্টি	না
	২৩	বাখরপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৬৯	১০	বাখরপুর, শিড়ন্টি	না
	২৪	ত্রিশুলডাংগা রাইপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৯৮	১১	রাইপুর, শিড়ন্টি	না
	২৫	চাঁচাহার ফাজিল মাদ্রাসা	১৭৫	১১	চাঁচাহার, তিলনা	না
	২৬	সুন্দরা বেহেতর দাখিল মাদ্রাসা	১৯৫	১০	বেহেতর,তিলনা	না
	২৭	দেওপাড়া শিংপাড়া তেতুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮২	০৯	ছোট তেতুলিয়া, তিলনা	না
	২৮	জামালপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৪৭	১১	জামালপুর, তিলনা	না
	২৯	মুংরইল এম, পি, ফাজিল মাদ্রাসা	১৩২	০৮	মুংরইল,আইহাই	না
	৩০	রসুলপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২২	০৮	রসুলপুর, আইহাই	না
	৩১	পাহাড়ি পুকুর দাখিল মাদ্রাসা	১৪৮	০৯	পাহাড়ি পুকুর,আইহাই	না
	৩২	ভাবুক এন. এস. দাখিল মাদ্রাসা	১২৬	১০	ভাবুক, আইহাই	না
	৩৩	মালীপুর মানিকপীর দাখিল মাদ্রাসা	১৮৬	১০	মালীপুর, আইহাই	না
	৩৪	আইহাই দাখিল মাদ্রাসা	১২৩	০৯	আইহাই	না
	৩৫	মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৯	মির্জাপুর, আইহাই	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৩৬	পাতাড়ী ফাজিল মাদ্রাসা	১৩৬	০৯	পাতাড়ী	না
	৩৭	করমুডাংগা জোহাকিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৭১	০৮	করমুডাংগা, পাতাড়ী	না
	৩৮	বৈকুন্ঠপুর তিলনি দাখিল মাদ্রাসা	১৮২	১০	বৈকুন্ঠপুর, পাতাড়ী	না
	৩৯	আদাতলা দারুল হেদায়েত দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	০৯	আদাতলা, পাতাড়ী	না
	৪০	জয়দেবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭১	১০	জয়দেবপুর, পাতাড়ী	না
	৪১	শিমুলডাংগা ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৫৩	১০	শিমুলডাংগা, পাতাড়ী	না
	৪২	বলদিয়ারঘাট মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৩৭	০৮	বলদিয়ারঘাট, পাতাড়ী	না
	৪৩	তিলন সরণী দাখিল মাদ্রাসা	১৪৩	০৯	তিলনি, পাতাড়ী	না
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১	কাড়িয়াপাড়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৯৯	০৯	কাড়িয়াপাড়া, পাতাড়ী	না
	২	তিলনি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৯৫	০৮	তিলনি, পাতাড়ী	না
	৩	কৃষ সদা স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৪৩	০৮	কৃষ সদা, গোয়ালা	না
	৪	মরাডাংগা স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৭৩	০৮	মরাডাংগা, শিড়ন্টি	না

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (নদী

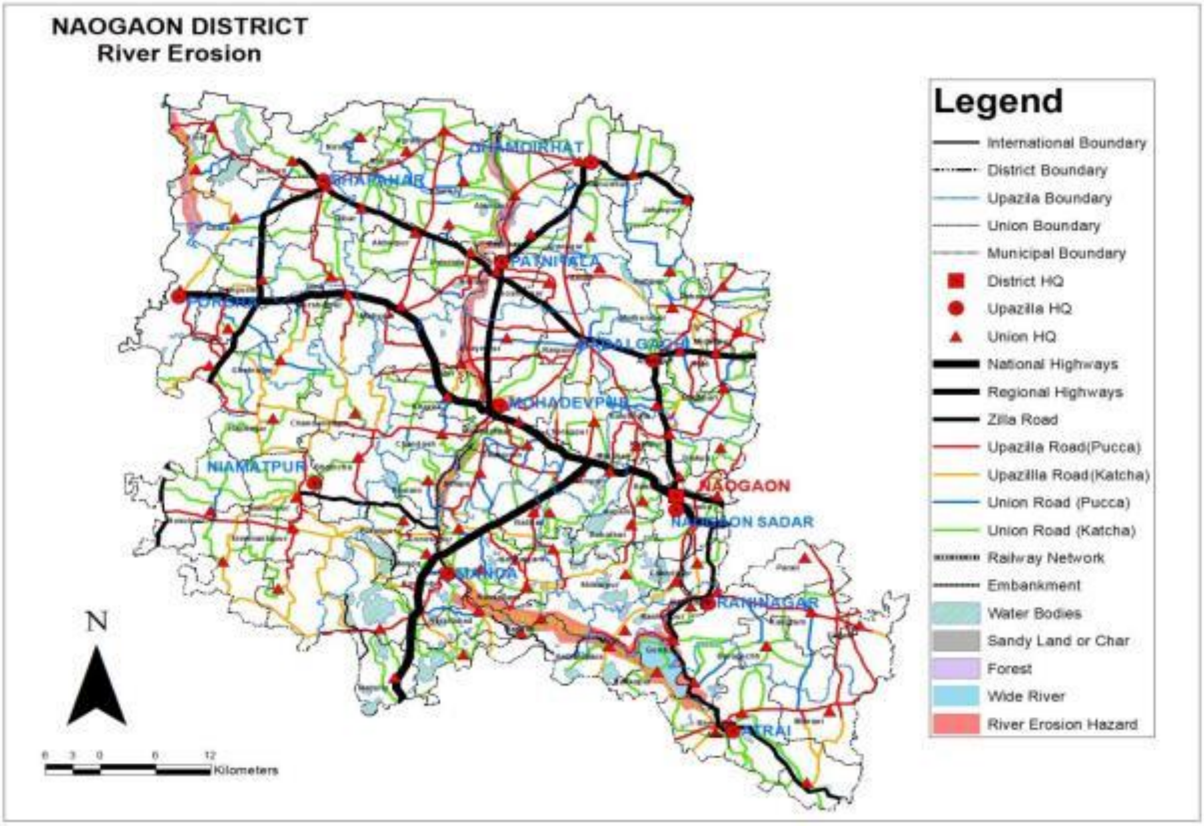

সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র
(কালবৈশাখী ঝড়)

সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)

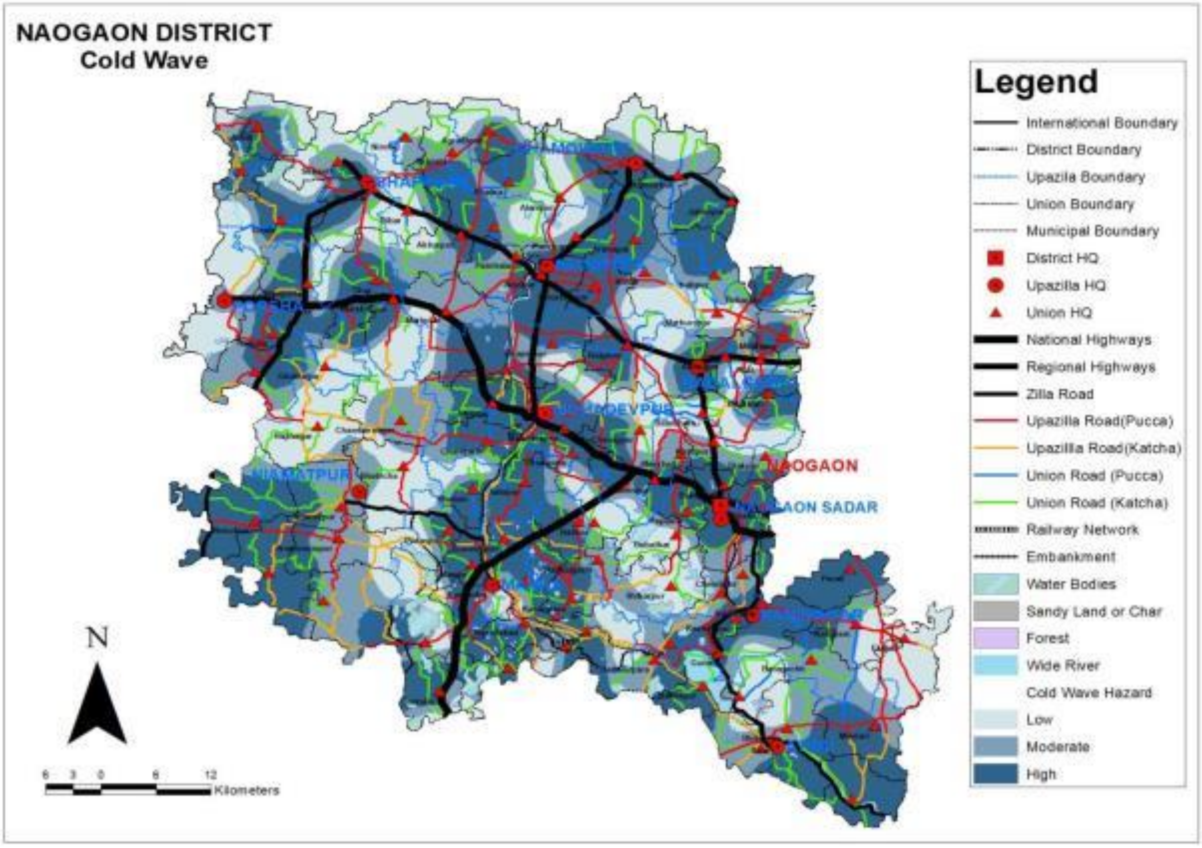

সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (পোকার আক্রমন)

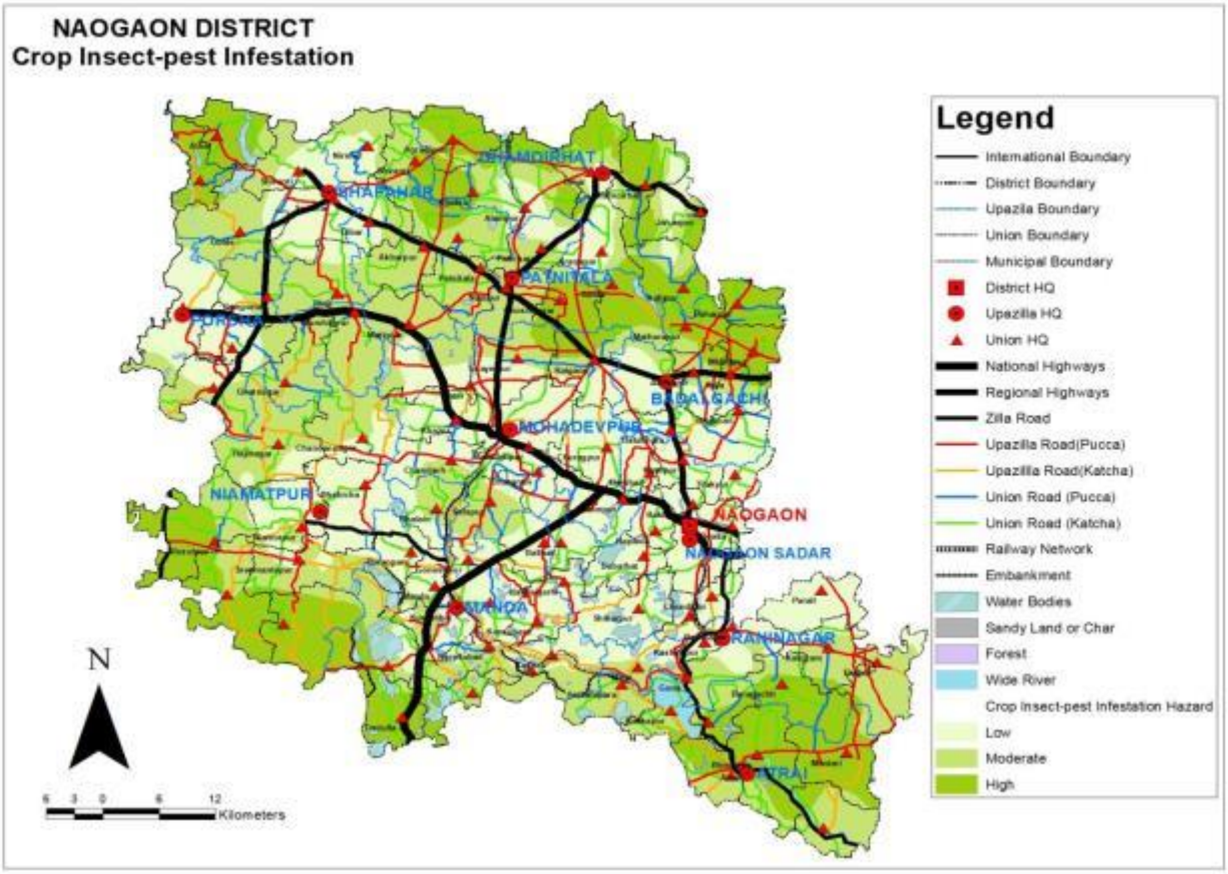

সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (ঘন কুয়াশা)

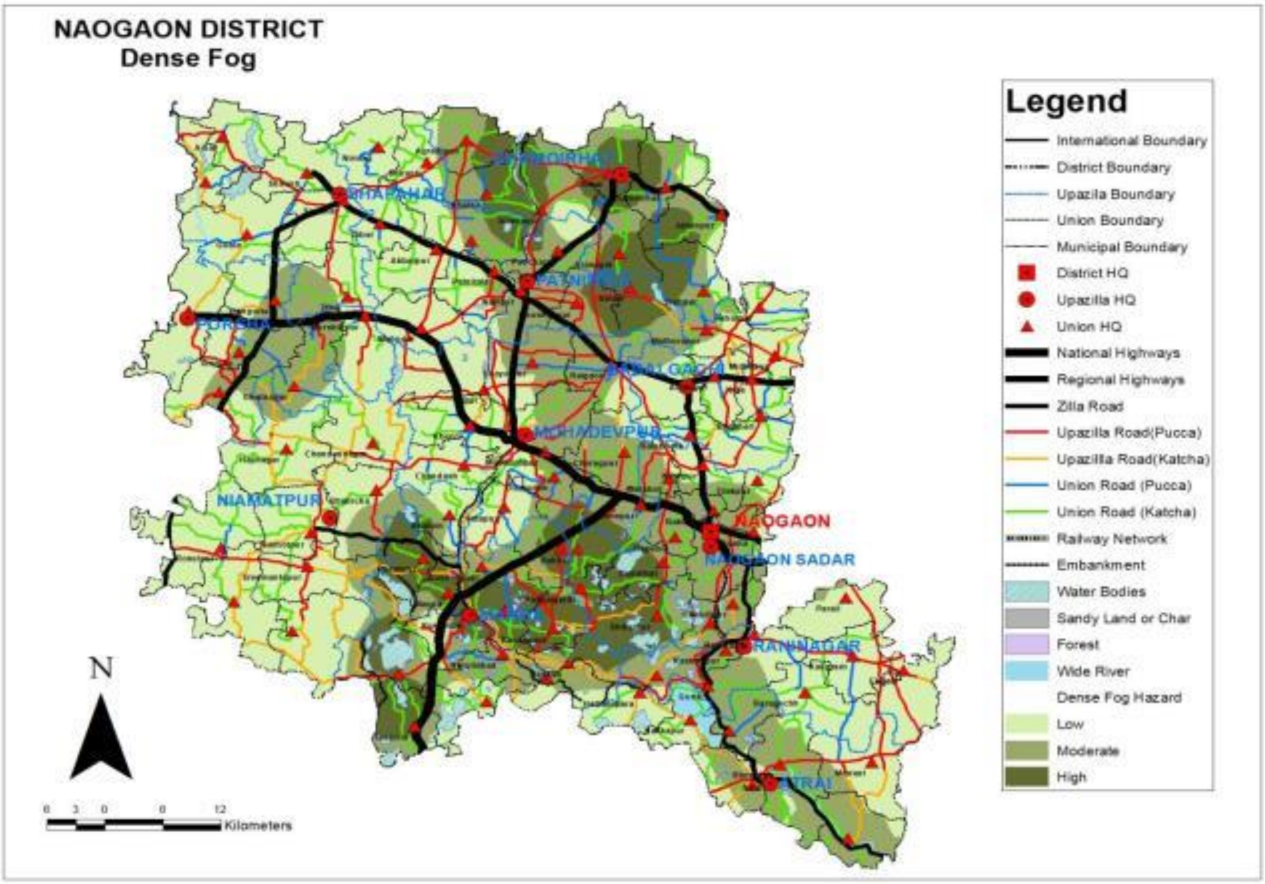

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (খরা)

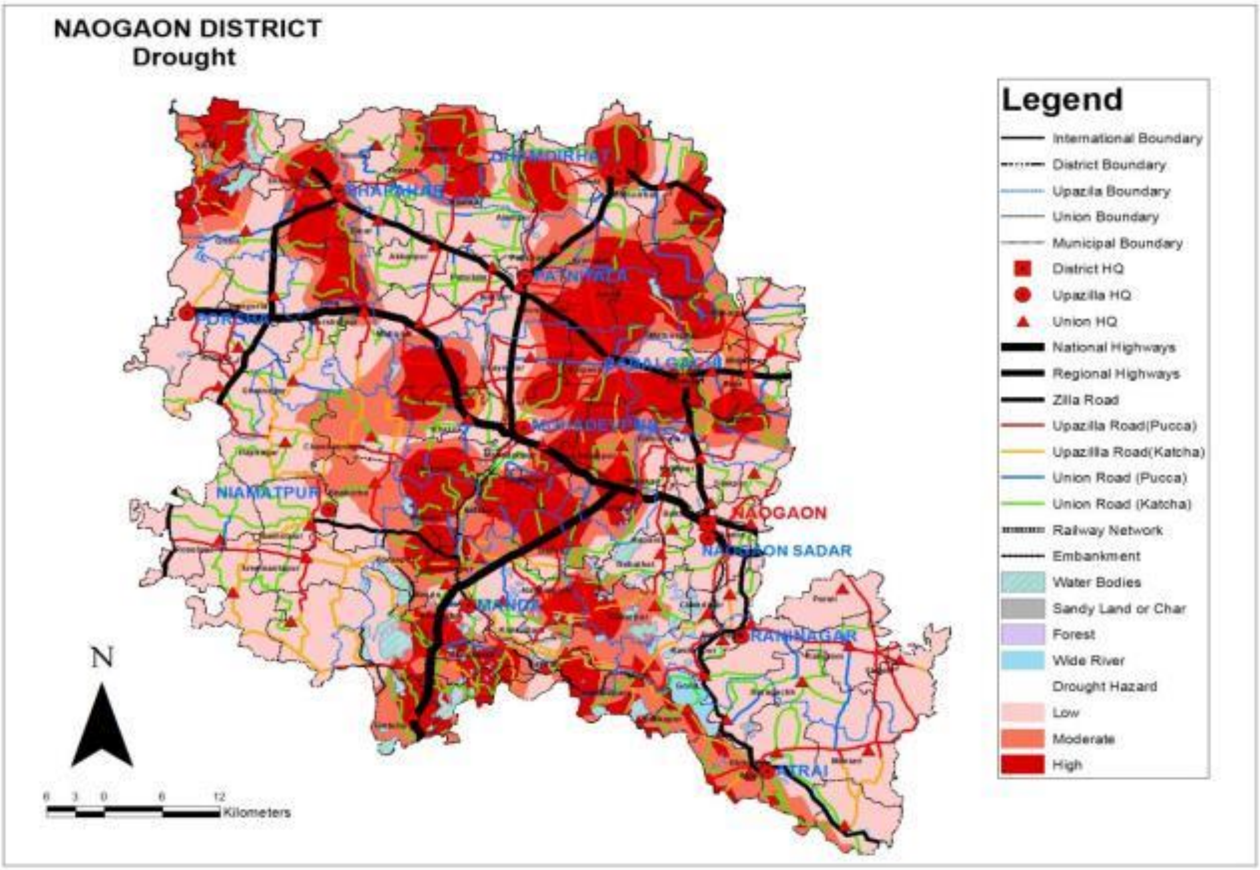

সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র

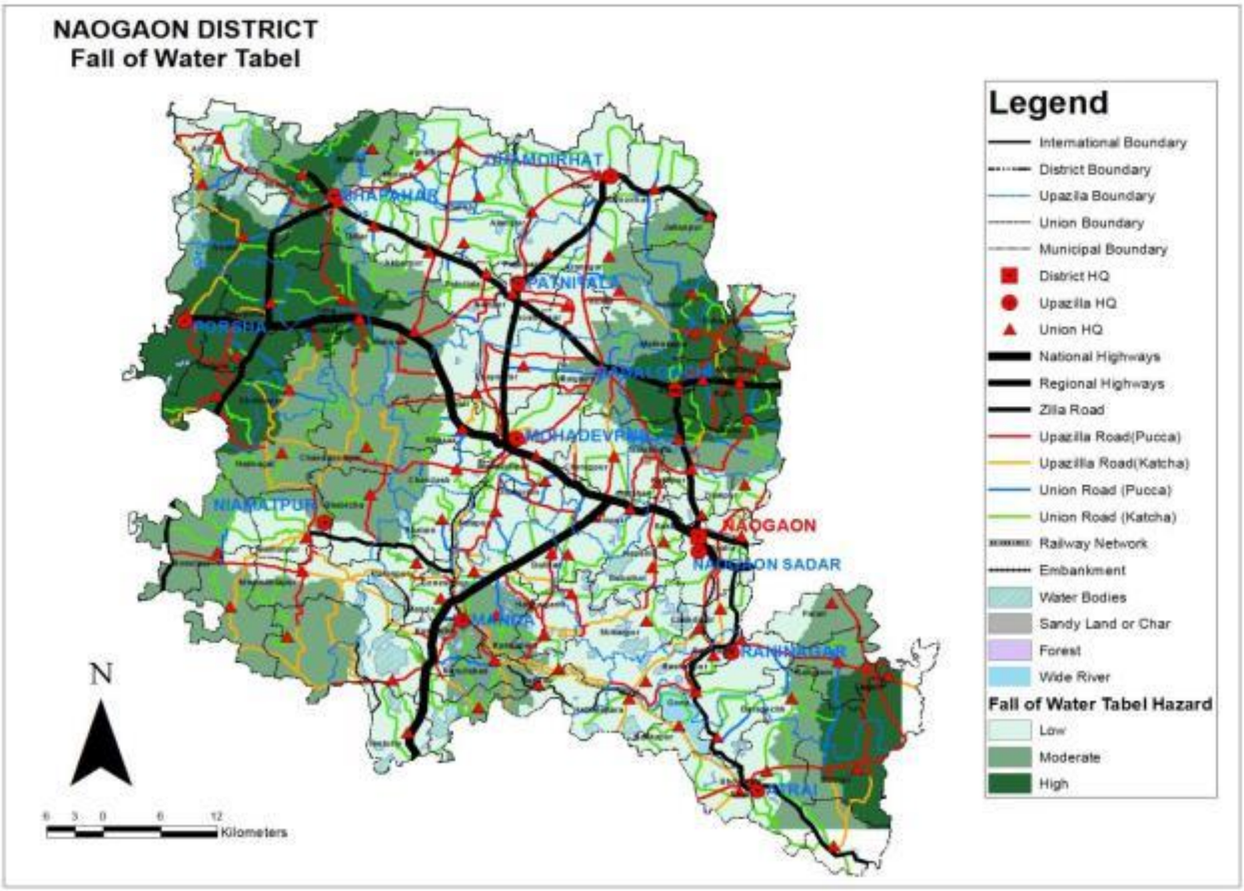

সংযুক্তি **১৫**: আপদ মানচিত্র (বন্যা)

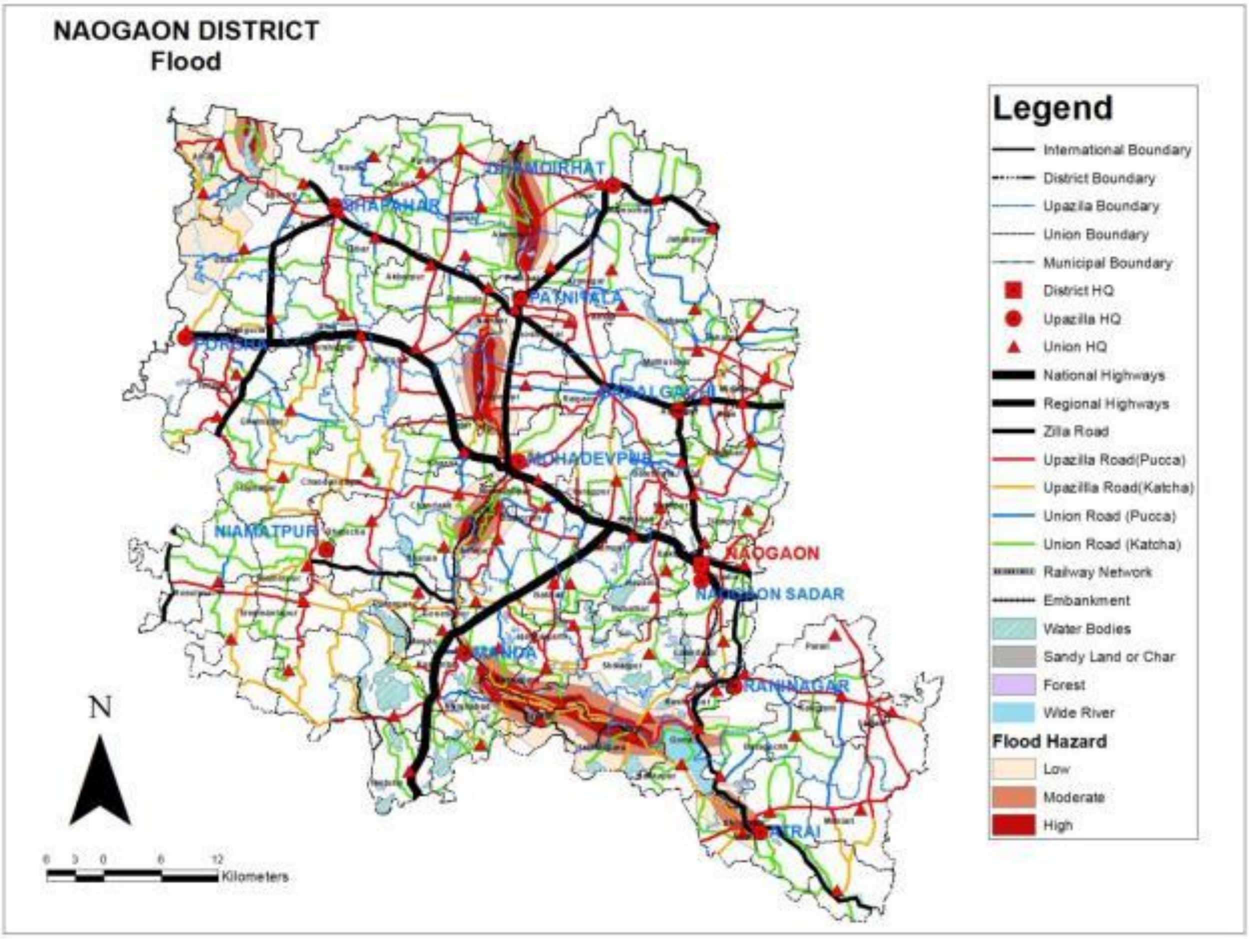

সংযুক্তি ১৬: আপদ মানচিত্র (বজ্রপাত)

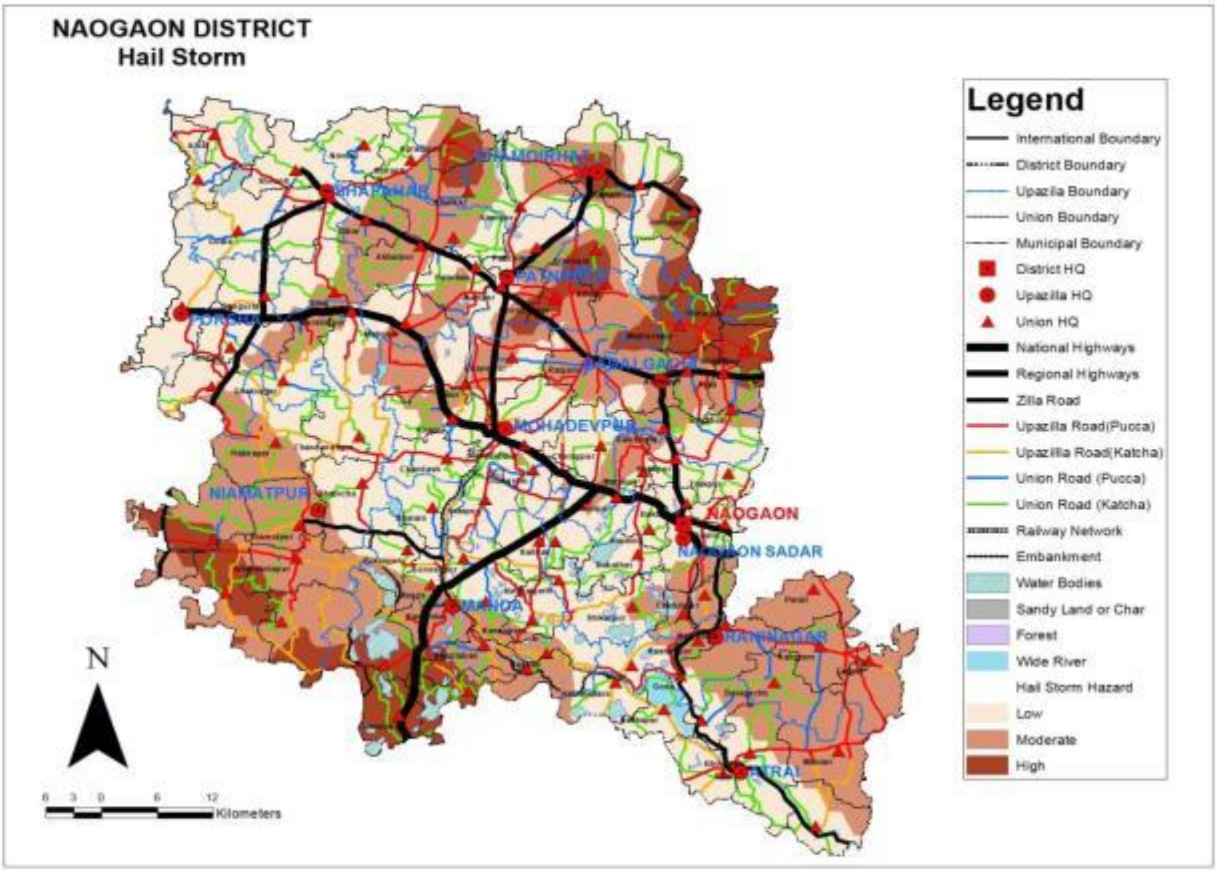

সংযুক্তি ১৭: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

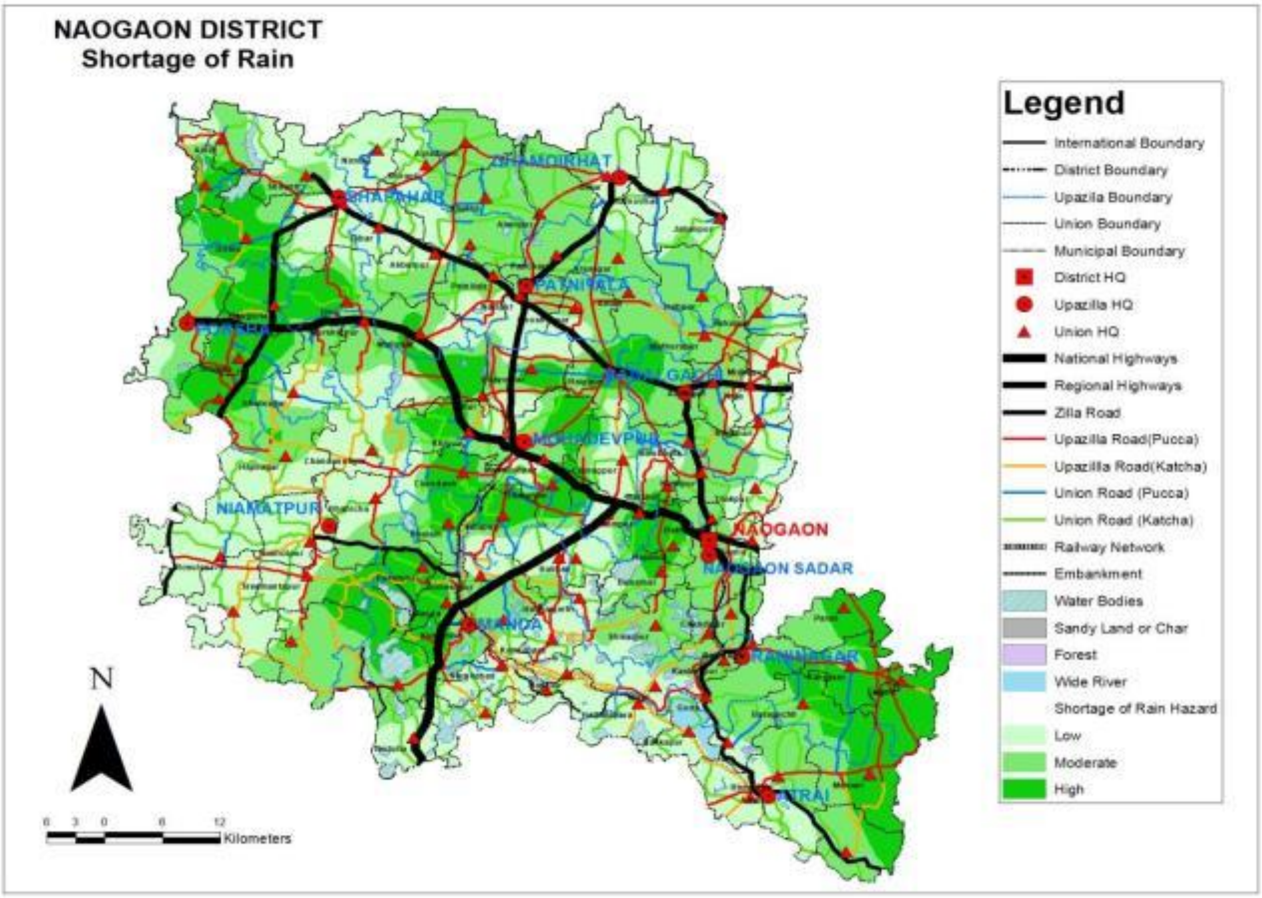

সংযুক্তি ১৮: আপদ মানচিত্র (ঝড়)

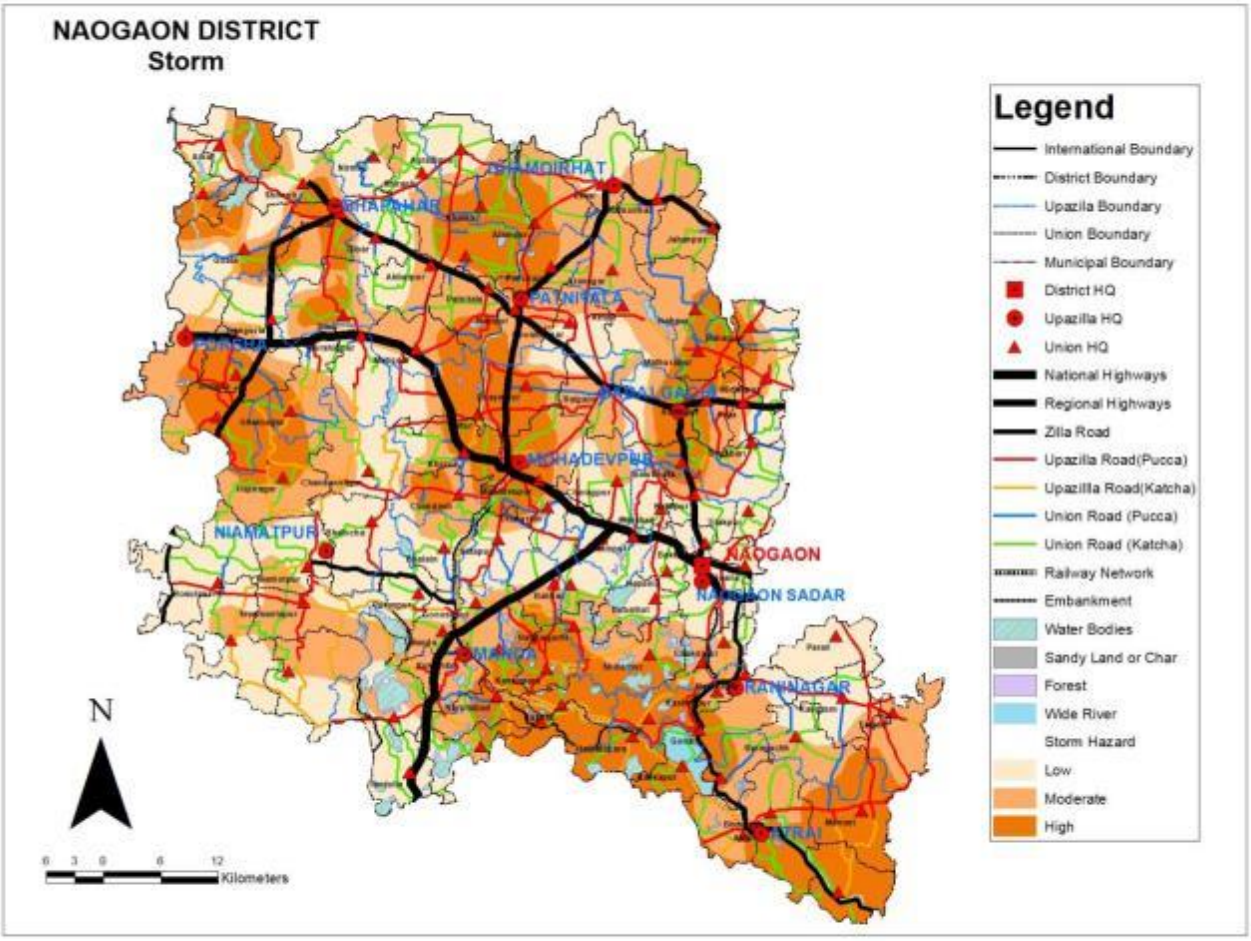

সংযুক্তি ১৯: আপদ মানচিত্র (টর্নেডো)

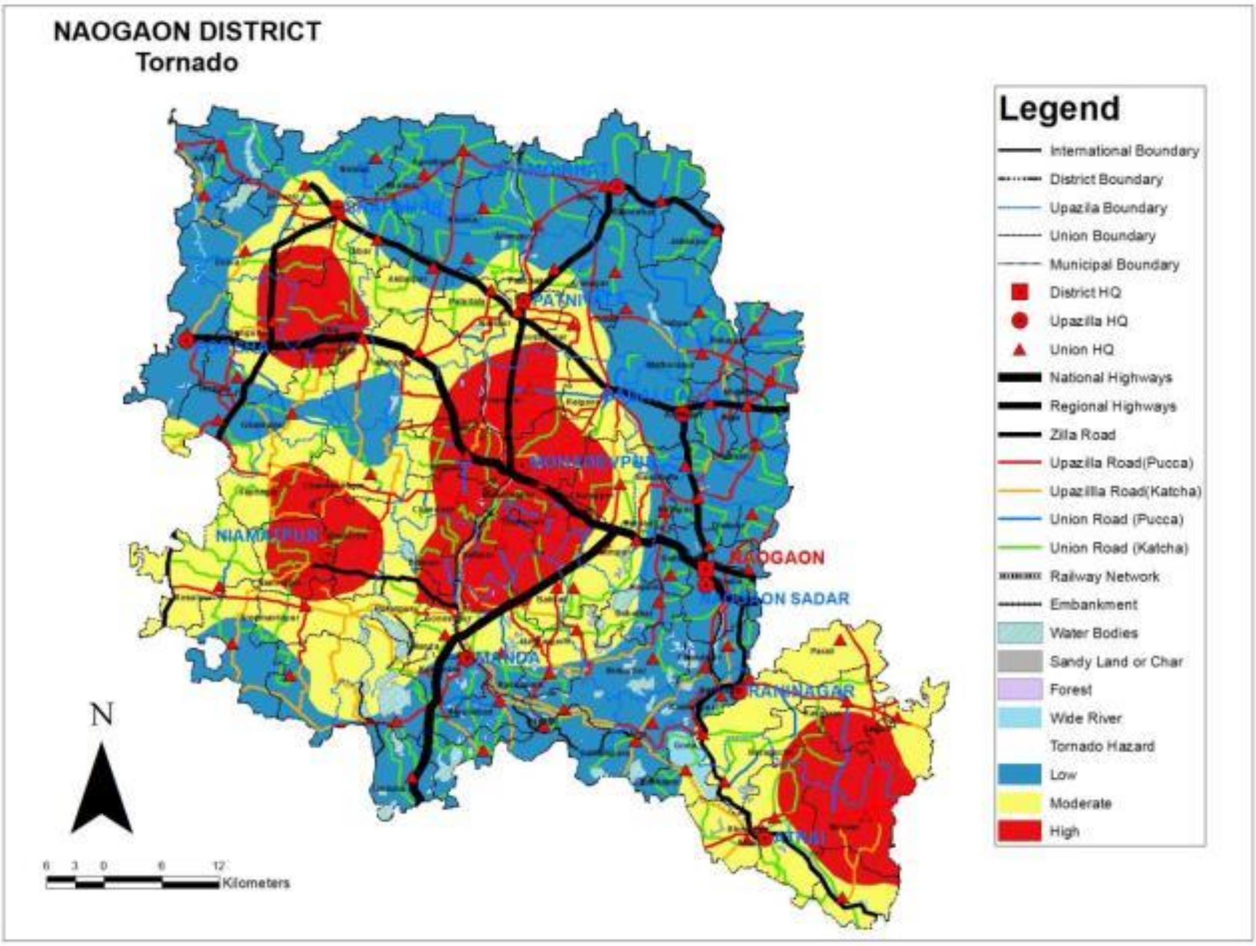

সংযুক্তি ২০: ঝুঁকি মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

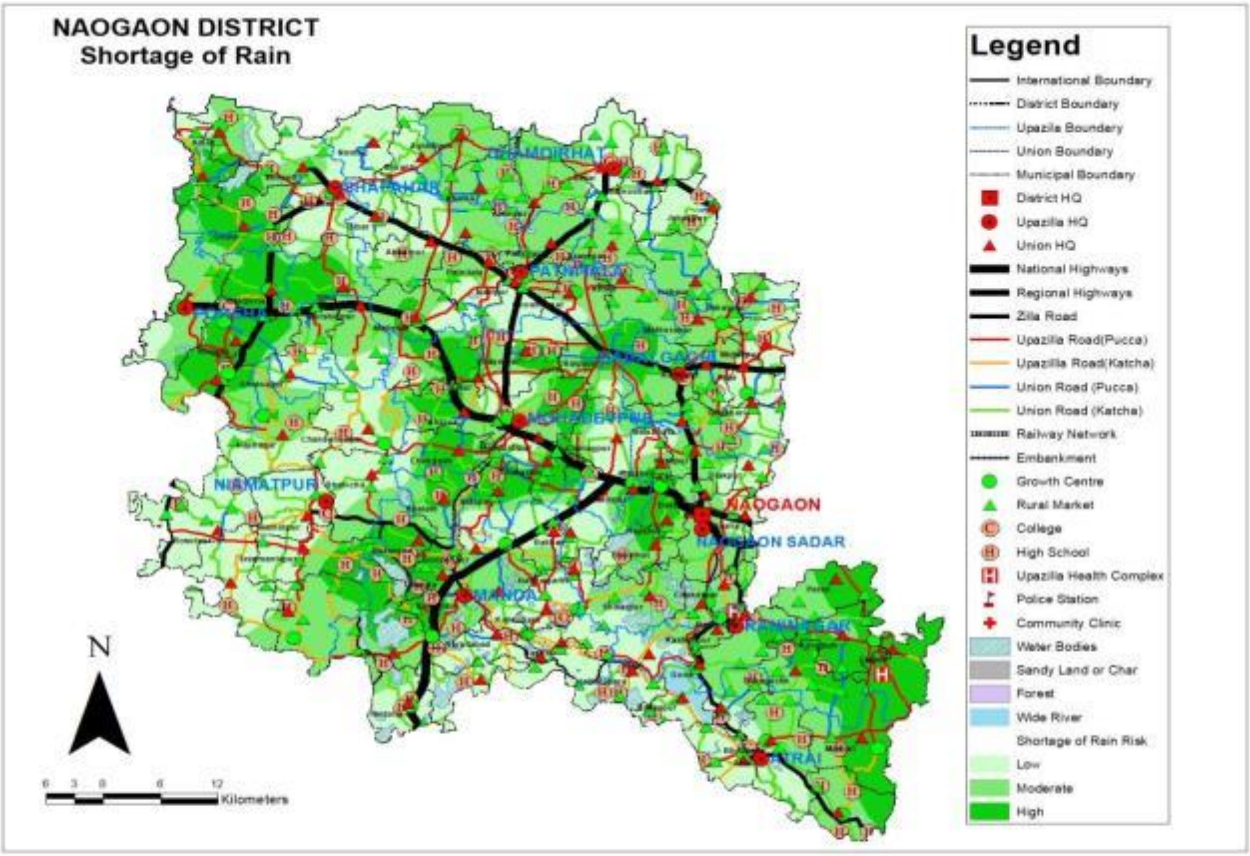

সংযুক্তি ২১: ঝুঁকি মানচিত্র (শৈত প্রবাহ)

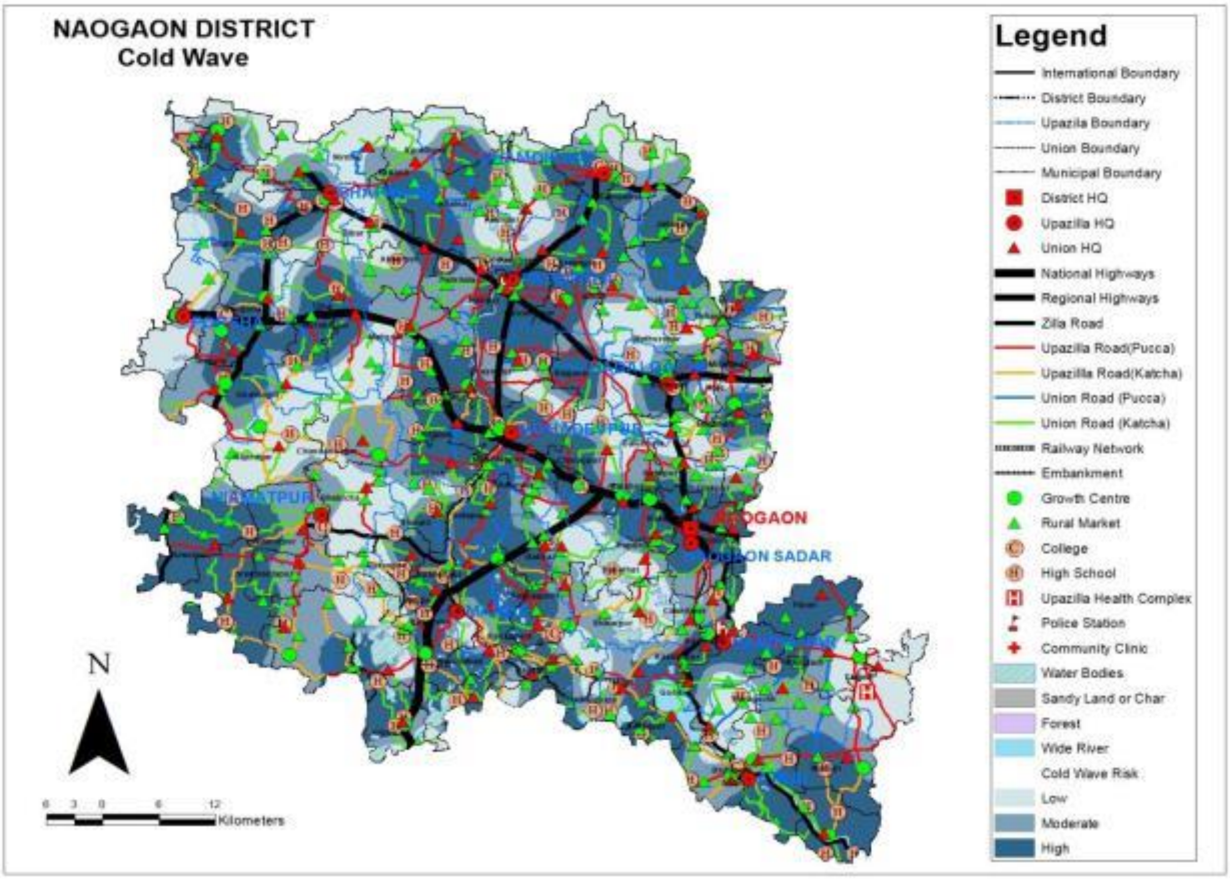

সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রমন)

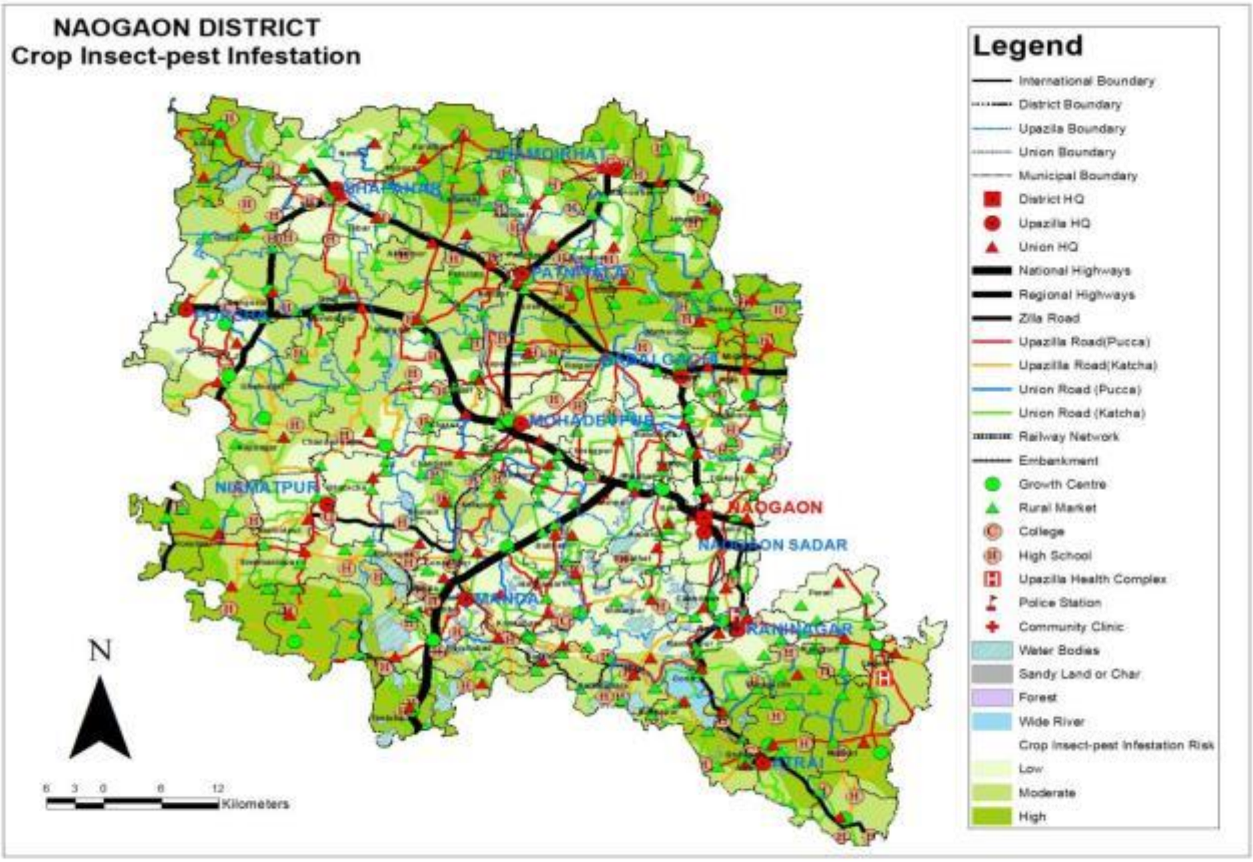

সংযুক্তি ২৩: ঝুঁকির মানচিত্র (ঘন কুয়াশা)

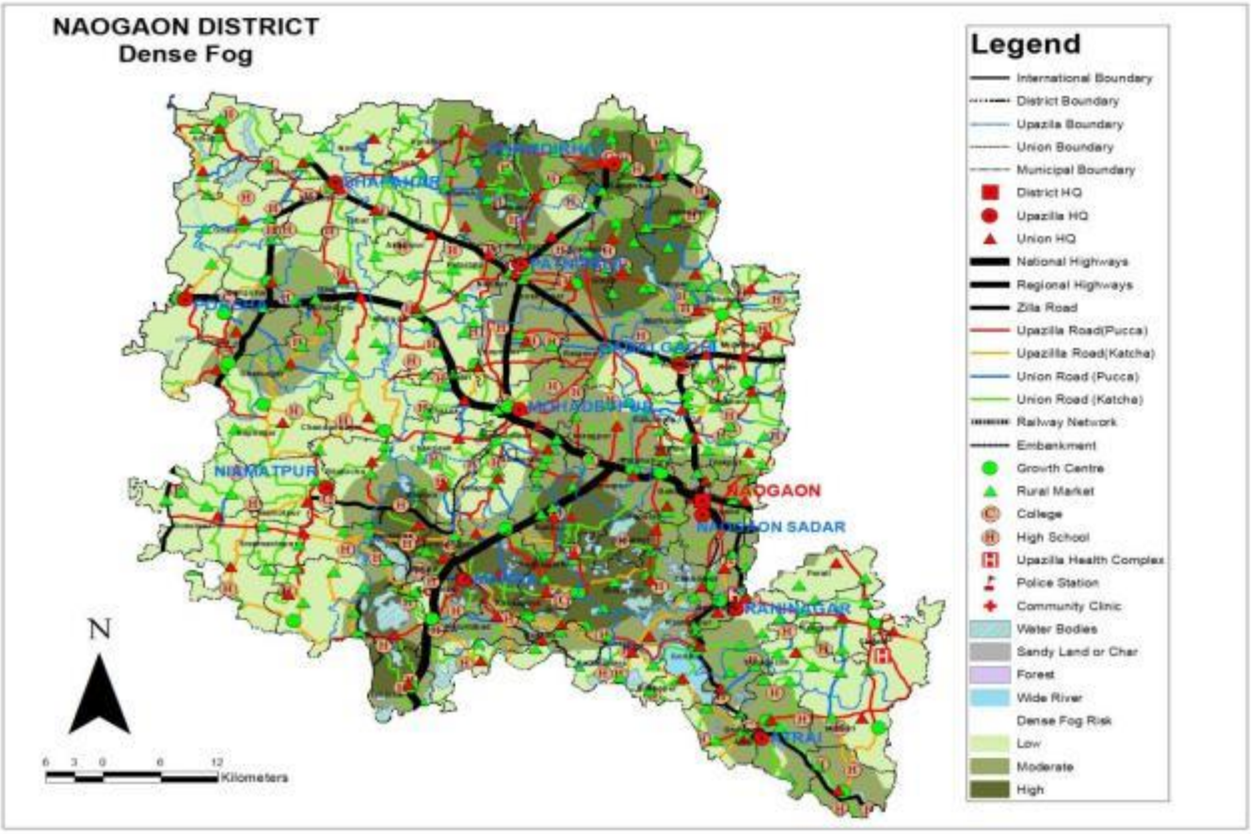

সংযুক্তি ২৪: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

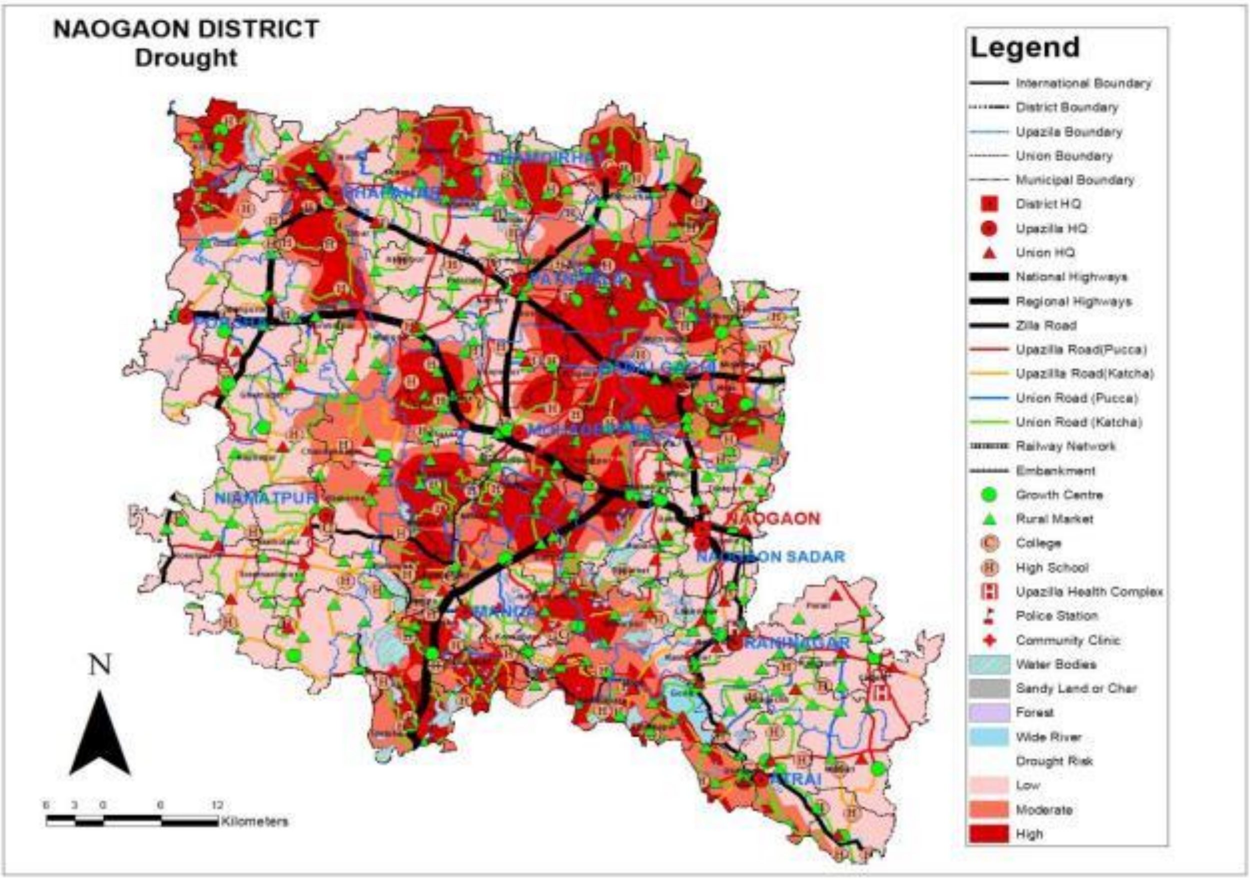

সংযুক্তি ২৫: ঝুঁকির মানচিত্র (পানির নিম্ন স্তর)

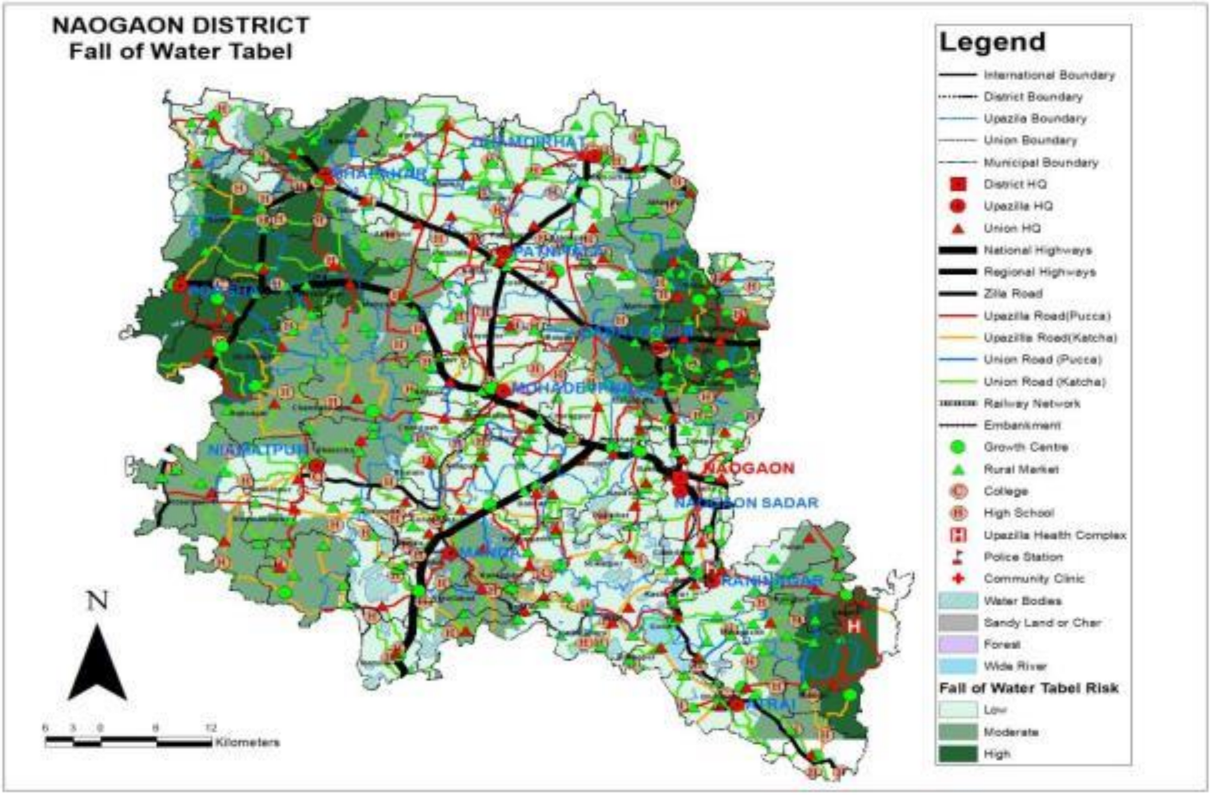

সংযুক্তি ২৬: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

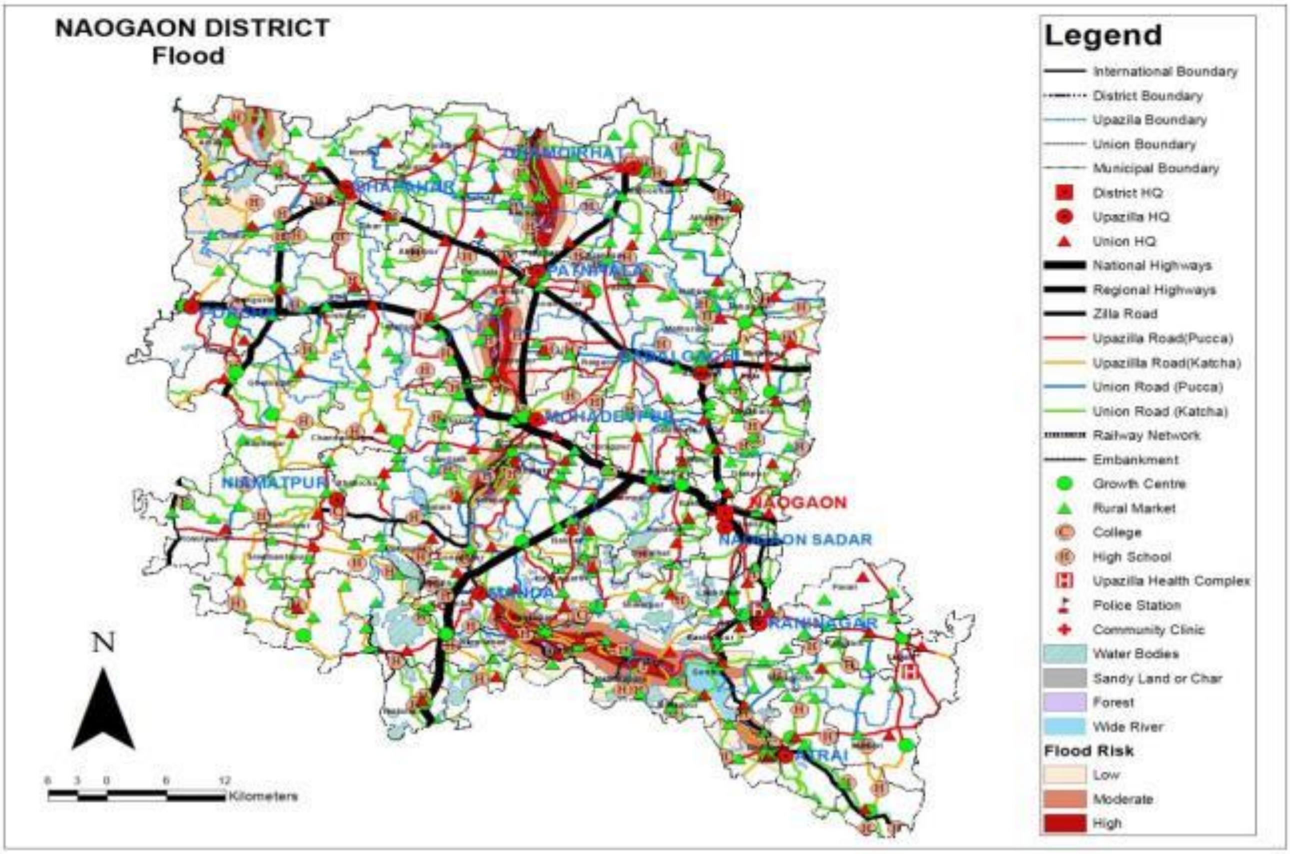

সংযুক্তি ২৭: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

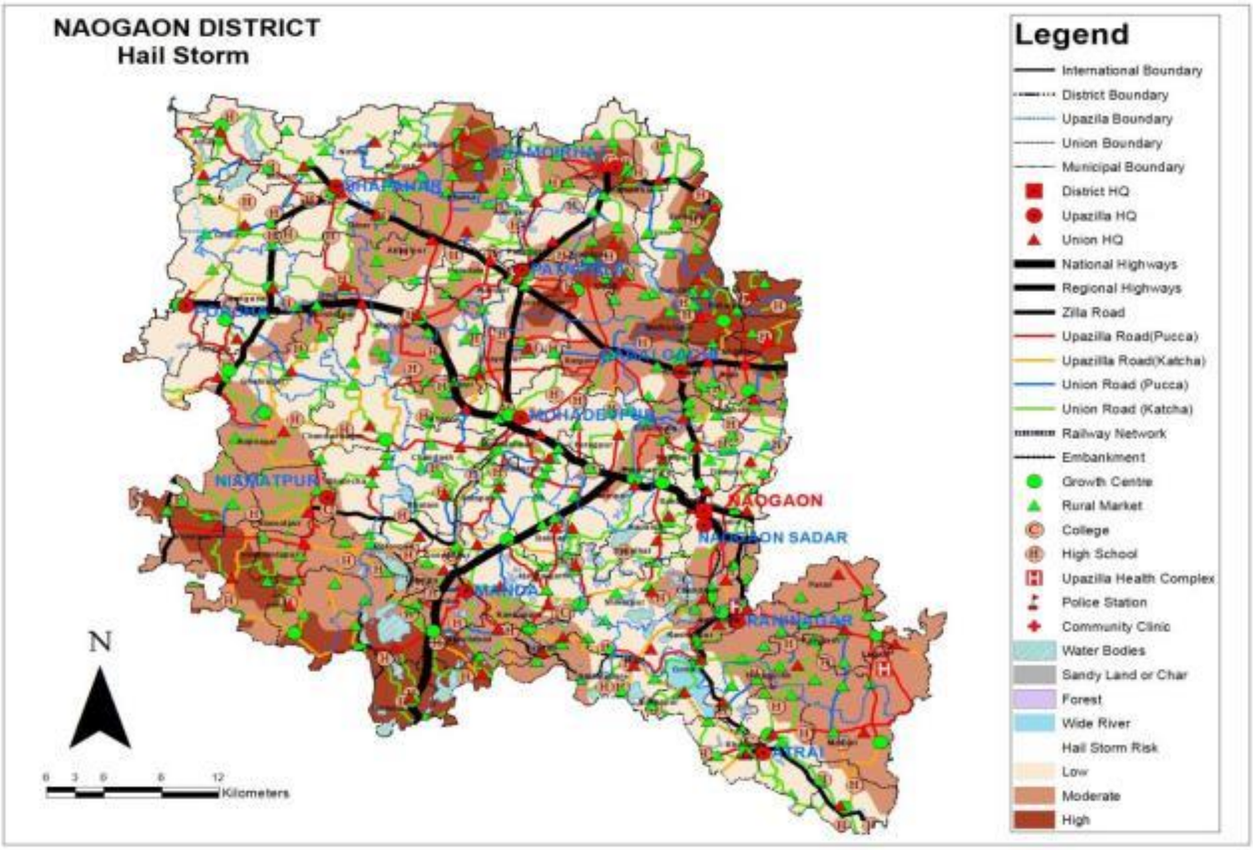

সংযুক্তি ২৮: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙন)

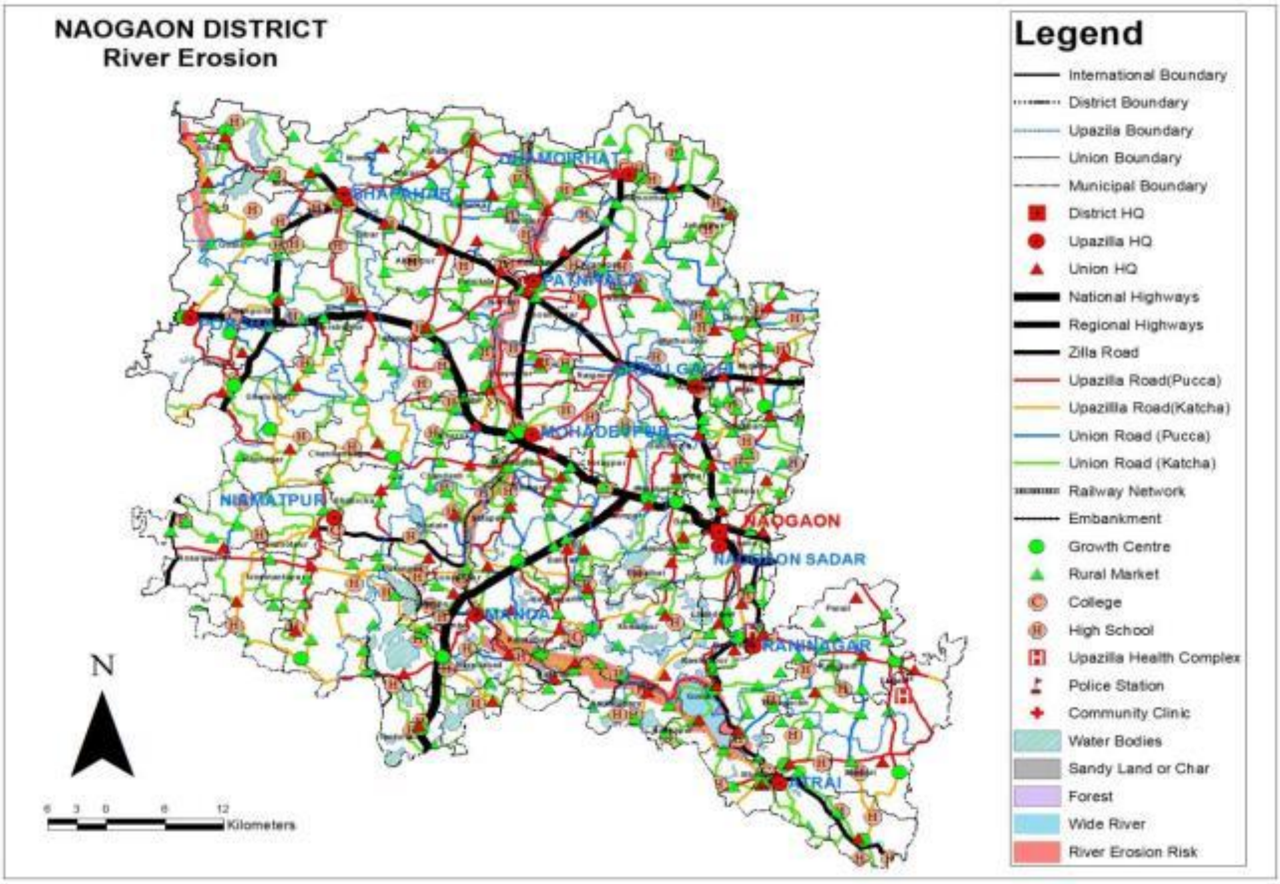

সংযুক্তি ২৯: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)

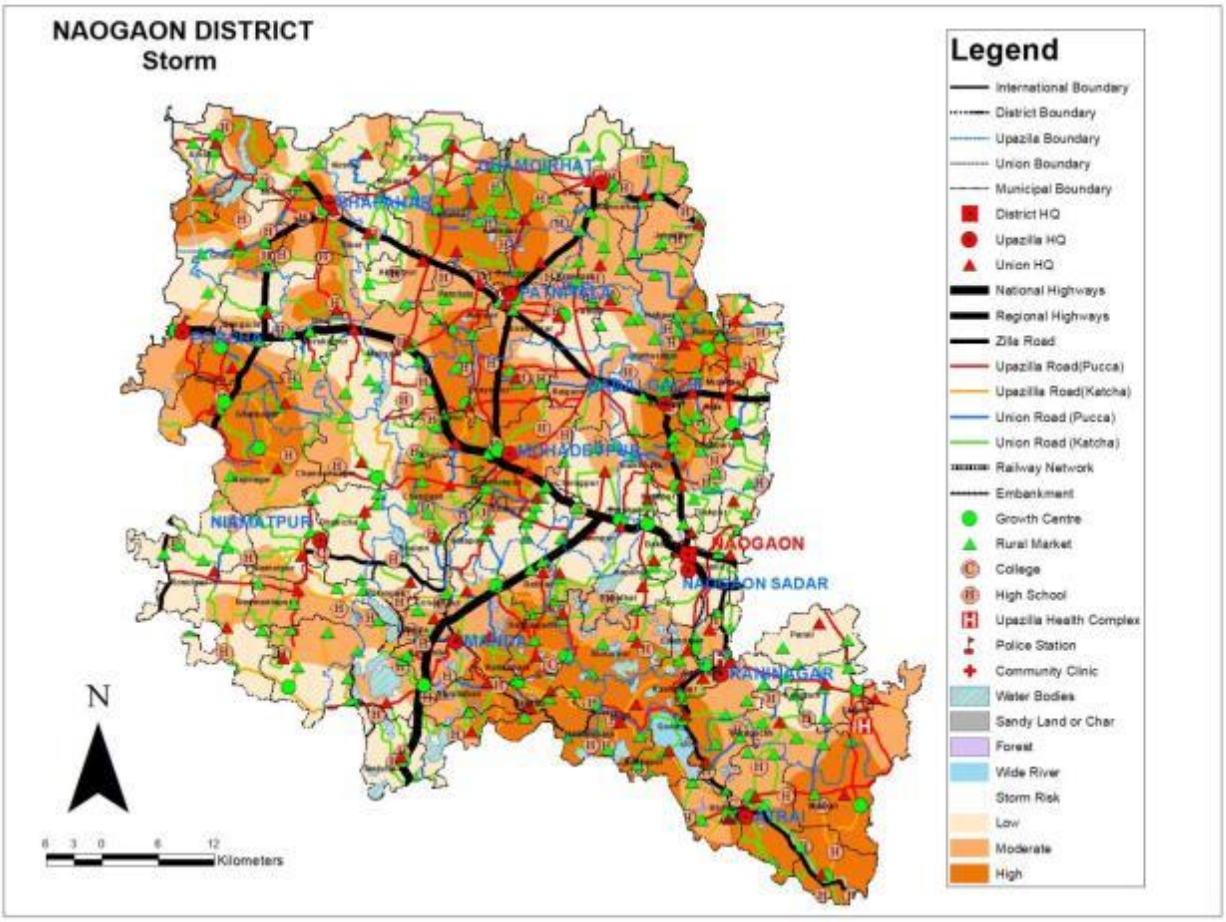

সংযুক্তি ৩০: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)